উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

‘পিঠে ছুরি মেরেছেন ট্রাম্প’, ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৭°	১১°	২৮°	১২°	২৭°	১৩°

গ্রিনল্যান্ডে প্রতিবাদের ঝড় ৭

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের ৫

৫ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 241

বাগডোগরার বিমানে বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার সকাল ৭টা ৪৬ মিনিট নাগাদ ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর ৬৬৫০ উড়ান রওনা দিয়েছিল বাগডোগরার উদ্দেশে। কিন্তু, মাঝ আকাশে আচমকা বিপদের আশঙ্কা তৈরি হতেই জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে।

ওই উড়ানে বোমা রয়েছে বলে সন্দেহ করলেও, যাত্রীদের কিছু জানানো হয়নি। প্রযুক্তিগত ত্রুটির অজুহাতে লখনউ বিমানবন্দরে তাঁদের নামিয়ে পুরো বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও শেষপর্যন্ত কিছুই মেলেনি। বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে যাত্রীদের নিয়ে লখনউ ছাড়ে ইন্ডিগো ৬৬৫০। বাগডোগরায় নামে ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ।

- ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছাড়ে ইন্ডিগোর বিমান
- এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’
- তিনি চালককে জানান, যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে
- লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানোর পর তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিমের বক্তব্য, ‘দিল্লি-বাগডোগরা ইন্ডিগোর বিমানে বোমা রয়েছে বলে একটি বার্তা পেয়েই লখনউতে জরুরি অবতরণ করতে বলা হয়েছিল। তবে, কোনও বোমা পাওয়া যায়নি। বিমানটি লখনউ থেকে বাগডোগরায় এসে ফের এখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।’

কীভাবে বোমাতঙ্ক ছড়াল? যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি ওড়ার খানিকক্ষণ বাদে এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, একটি টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি চালককে জানান। যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে। এটিসি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কাছাকাছি কোনও বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে হবে। সেইমতো লখনউ বিমানবন্দরে নামে ইন্ডিগোর বিমানটি।

খবর পাওয়ামাত্র বাগডোগরাতেও তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ২৩ ও ২৬ জানুয়ারির কথা মাথায় রেখে দেশের প্রত্যেকটি

এরপর দশের পাতায়

ছবি তুলতে ভিড় মুখোশের গ্রামে

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৮ জানুয়ারি : ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিক অবধি সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধব সরকার, লোকনাথ সরকারদের মতো মুখোশশিল্পীদের গ্রামে। কারণ, এই সময়টায় চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সিরিকুল গ্রামে ভিড় করেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। শুধু কি সর্ষেফুল? উঁহু। দিগন্তবিস্তৃত হলুদে মোড়া সর্ষেখেতের মধ্যে মুখোশশিল্পীদের ছবি তোলাটাই এক্ষেত্রে মূল আকর্ষণ। মুখোশের ছবি তুলতে আগ্রহী ফোটোগ্রাফারদের কাছে তাই এটাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই প্রান্তিক জনপদে ঘুরতে আসার ‘সিজন’।

লন্ডনের গ্লাসগো শহর থেকে শুরু করে পৃথিবীর বেশকিছু দেশে বেশ কয়েক বছর আগেই

মুখোশের ছবি তুলছেন থাইল্যান্ডের আলোকচিত্রী। খাগাইল গ্রামে।

পৌঁছে গিয়েছে কুশমণ্ডি ব্লকের মহিষবাথানের মুখোশ। রবিবার সেই মুখোশের ছবি তুলতে থাইল্যান্ড সহ কলকাতার একদল আলোকচিত্রী চলে আসেন খাগাইল গ্রামে মুখোশশিল্পী মাধব সরকারের বাড়িতে। ব্যাংকক নিবাসী নাসোনজাই (নিসা) এবং নাপোল লাপোর্ন সিরিকুল গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখলেন কাঠ কেটে কীভাবে তৈরি হয় মুখোশ। এরপর সেটায় রং লাগানো শেষ হলে, একজন তা মুখের ওপরে শক্ত করে বেঁধে পোশাক পরে কীভাবে হয়ে ওঠেন পারফর্মার। দেখে অভিভূত থাইল্যান্ডের আলোকচিত্রী নাসোনজাই (নিসা) বলেই ফেললেন, ‘আমার এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম।’ মানলেন, অন্যান্য দেশে মুখোশের ছবি তুললেও এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। এখানকার মুখোশ একেবারেই ভিন্ন।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কুশমণ্ডি এসেছেন আরেক ফোটোগ্রাফার নাপোল লাপোর্ন সিরিকুল। ছবি তুলে খুশি তিনি। আলোকচিত্রী দলের সঙ্গে ছিলেন অয়ন মণ্ডল। তিনি জানালেন, পরপর দুই বছর এখানে ছবি তুলতে এসেছেন তাঁরা। থাইল্যান্ডের দুই ফোটোগ্রাফার সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

তাঁদের পাশাপাশি খুশি মুখোশশিল্পী মাধব সরকার, লোকনাথ সরকার, গম্ভুয়া সরকার, গজেন সরকার, গণেশ সরকাররা। মাধব ও লোকনাথ দুজনেই মুখোশ তৈরির কারিগর। নিজেরাই দল পরিচালনা করেন। গত দুইদিন ধরে শিল্পীরা আলোকচিত্রীদের পছন্দগত পজিশনে দাঁড়িয়ে কখনও নেচে ছবি তোলার মুহূর্ত তৈরি করে দিয়েছেন। মাধব বলছিলেন, ‘সারাবছর টুকটাক সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠান থাকলেও ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একটা সিজন ধরে নিয়ে আমরা প্রস্তুত থাকি। বাইরে থেকে আলোকচিত্রীরা যোগাযোগ করেন কয়েক মাস আগে থেকেই। কারণ জানুয়ারি মাসে মাঠে মাঠে সর্ষে গাছে হলুদ ফুল ভরে থাকে। আলোকচিত্রীদের কাছে এটা প্রিয়।’ লোকনাথের কথায়, ‘গত কয়েক বছর ধরে দেশ ও বিদেশের মানুষ মুখোশ কেনা ছাড়াও মুখোশ তৈরি এবং মুখোশ নৃত্যের ছবি

এরপর দশের পাতায়

বিরাটের লড়াই ব্যর্থ। কিউয়িদের কাছে সিরিজ হারল ভারত। সেঞ্চুরির পর কোহলি। রবিবার ইন্দোরে।

মালদার প্রাপ্তির ভাঁড়ার ঢুঢু

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার প্রধানমন্ত্রীর দু’-দুটো মেগা ইভেন্টের পর রবিবার মালদা যেন ভাঙামেলা। তারপর এদিন আবার ছুটির দিন। আর পাঁচটা দিনের চাইতে এদিন মালদার চায়ের ঠেকগুলোতে ছিল জমজমাট আড্ডা। আড্ডায় বারবার উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর সফরের কথা। কত লোক জড়ো হয়েছিল, মালদার ভাগ্যে কী কী জুটল তা নিয়ে চলছিল চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর সেই আড্ডায় হিসেব কষতে গিয়েই কিন্তু অঙ্ক আর মিলছে না। মালদা কী পেল? উত্তর, শূন্য।

ঢাকঢোল পিটিয়ে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে শনিবার প্রধানমন্ত্রী মালদায় এসে একাধিক রেলপ্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। মালদা টাউন স্টেশন থেকে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রার সূচনাও করেন। কিন্তু মালদা কি কোনও নতুন ট্রেন পেয়েছে? উত্তর হল, না। অথচ প্রতিবেশী দুই জেলা উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের কপালে একটি করে নতুন ট্রেন কিন্তু জুটেছে। আর এদিকে, শুধু কয়েকটি ট্রেনের স্টপ পেয়েই খুশি থাকতে হয়েছে মালদার মানুষকে। আর তা নিয়ে আমজনতার পাশাপাশি মনঃক্ষুণ্ণ বিজেপি নেতারাও। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউই মুখ খোলেননি।

বিজেপি নেতা-কর্মীদের অনেকেই আশা করেছিলেন, ট্রেন না পেলেও প্রধানমন্ত্রী হয়তো মালদার বিমানবন্দর নিয়ে একটু আশার আলো দেখাবেন।

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশের সঙ্গে এদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ। কিন্তু কাঁটাতারের দু’পারের দুষ্কৃতীদের মধ্যে কারবার ক্রমশ বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিশেষ প্রতিবেদন। আজ প্রথম কিস্তি

সম্পর্কের আঁচ লাগে না পাচারে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : সংবাদমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যম দেখে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমানে উত্তাপটা টের পাওয়া যায়। কিন্তু কাঁটাতারের দু’পারের দুষ্কৃতীদের মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু খুব ভালো। দুই দেশের অবৈধ কারবারিদের এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে লাভের পরিমাণের মোটা অঙ্কটা। কারণ, শীত, কুয়াশা, সাম্প্রতিক কূটনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে সজাগ বিএসএফের কড়াকড়ি বেড়েছে অনেকটা। তাই গোরু পাচারকারীদের ঝুঁকিও বেড়েছে। আর ঝুঁকির সঙ্গে সমানুপাতে বেড়েছে কমিশনের রেট।

মালদা জেলার বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে একটা ‘ট্র্যাডিশন’ রয়েছে। এখানে শীত পড়তে না পড়তেই বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে গোরু পাচারচক্র। ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে বিএসএফ কিংবা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলতে থাকে অবৈধ কারবার। গত মাসখানেক সময়ে একাধিকবার বিএসএফ গোরু পাচার আটকেছে। বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে একাধিক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারও করেছে। আবার একটি ঘটনায় তো মালদা জেলার হবিবপুর এলাকা থেকে পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাংলাদেশি নাগরিককেও। প্রতিটি ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে গোরু পাচারচক্রের হদিস। যদিও পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘গোরু পাচার রুখতে পুলিশ সবসময় সতর্ক রয়েছে। পুলিশি সতর্কতার কারণে এই বেআইনি কারবার অনেকটা রোখা গিয়েছে।’

মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অংশে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। তার মধ্যে এখনও বেশ কিছু অংশে কাঁটাতার নেই। হবিবপুর ও বৈষ্ণবনগরের সেই অসংরক্ষিত এলাকা দিয়েই বেশিরভাগ সময়ে গোরু পাচার হয়ে থাকে। শীতের মরশুমে গোরু পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠার একমাত্র কারণ হল ঘন কুয়াশা। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায়

এরপর দশের পাতায়

- ২০২৩ সালে ভারতীয় পাচারকারীরা মাঝারি সাইজের গোরু ২০ হাজার টাকায় কিনে ৬০ হাজারে বিক্রি করত
- বর্তমানে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার টাকায়
- একটু বড় আকারের গোরু হলে দাম বেড়ে ১ লক্ষ টাকায় পৌঁছে যাচ্ছে

মোদির ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

শিল্প বার্তা নেই, শুধু অনুপ্রবেশের চড়া সুর

অরূপ দত্ত

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে অনুপ্রবেশ ঠেকানো ছিল ‘মোদির গ্যারান্টি।’ মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতেও ‘মোদির গ্যারান্টি’ ছিল। ‘টাটার মাঠে’ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিন্তু কোনও সিঙ্গুর-বার্তা পাওয়া গেল না। বিজেপি নেতারা কিন্তু ক’দিন ধরে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সিঙ্গুরকে। রাজ্যবাসীও মনে করেছিলেন, বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে পালটা দিতে সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে আসবেন নরেন্দ্র মোদি।

বাস্তবে টাটার মাঠ পড়েই থাকল। আশ্বাস মিলল না দেশের প্রধানমন্ত্রী এলেও। অথচ সেই আশ্বাস আদায় করার জন্য মোদির উপস্থিতিতে বুধবার সিঙ্গুরের জনসভা মঞ্চে কম চেষ্টা ছিল না বিজেপি নেতাদের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দেওয়ার পর সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, তিনি ব্যাড এমকে ছেড়ে গুড এম-এর কাছে যাচ্ছেন। সেই গুড এম হল সেদিনের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতি

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরে রবিবার।

শমীক ভট্টাচার্যও তাঁর ভাষণে বলেন, ‘উন্নয়নের জন্য শিল্প দরকার। ভারী শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থানের খরা কাটবে না।’ কিন্তু কোথায় কী! মোদি চলে গেলেন সেই অনুপ্রবেশ ও তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির চর্বিতচর্বণে। নতুন কথা বলতে বাঙালি অস্মিতা উসকে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে বলে কৃতিত্ব দাবি এবং বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে আত্মপ্রচার।

সভাস্থল সিঙ্গুর হলেও গতে বাঁধা ভাষণের বাইরে গেলেন না প্রধানমন্ত্রী। শুধু সিঙ্গুর নয়, রাজ্যবাসীর জন্য কোনও শিল্পবার্তা ছিল না মোদির ভাষণে। শুধু সাফাই দিলেন, আইনের শাসন না থাকায় রাজ্যে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাঁর কথায়, ‘বাংলায় বিজেপি সরকার এলে সিন্ডিকেট ট্যাক্স ও মাফিয়ারাজ নির্মূল করবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। আইনের শাসন ফিরলে রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ আসবে।’

তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলেই কর্পোরেট জমি হাঙরদের হার মানতে হয়েছে। সিঙ্গুরে বিনিয়োগ আসেনি বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। উলটে বাঙালির বুদ্ধিমত্তাকে মোদি অপমান করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই সিঙ্গুরে ১১.৩৫ একর জমিতে স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়ারহাউসের জন্য ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন, পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ফালাকাটা

- ২০১১-তে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটায় ঘাসফুল ফোটে
- বিধানসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে থাকে ২০১৬ সালেও
- ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হয় শাসকদলের
- পরের বছর ফালাকাটা পুর নির্বাচনে আবার তৃণমূলের ফল হয় ১৮-০

সুভাষ বর্মন ও ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ‘কী করতে এলাম রে ভাই, কিছুই তো নেই’- ক্যামেরা বাগিয়ে আক্ষেপ যায় না তরুণের। সঙ্গী বন্ধুকে বলছিলেন, ‘ছবি তোলার মতোও কিছু নেই।’ অথচ একসময় বেড়ানোর পাশাপাশি ছবি তোলার জন্য ভিড় হত জায়গাটায়। ছুটির দিন ভিড়ে পা ফেলার জো থাকত না কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে।

একেবারে কেউ যান না বললে ভুল হবে। শীতের সকালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পিকনিক এখনও হয়। কিন্তু না প্রকৃতির আকর্ষণ আছে, না পশুপাখি কিংবা বন্যপ্রাণীর। ফালাকাটারই দুই তরুণ বাইকে এতটা দূর এসে বলাবলি করছিলেন, ‘বেকার এলাম।’ পরিত্যক্ত পর্যটক আবাসগুলির ছবি তুলতে তুলতে একজন অপরজনকে বলছিলেন, ‘তৃণমূল আমলে কুঞ্জনগরের হতশ্রী দশা- ক্যাপশন লিখে ছবিগুলি ফেসবুকে পোস্ট করব।’

পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু বাধা দূরের কথা, প্রতিবাদই বা করবেন কীভাবে! শুধু তো এই দুই তরুণ নয়, কুঞ্জনগরে এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, কেউ এলে বেহাল দশারই ছবি তোলেন। বন দপ্তরের জলদাপাড়া বিভাগের এলাকায় কুঞ্জনগরে প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল প্রয়াত সিপিএম নেতা যোগেশ বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন।

কুঞ্জনগরের পরিচিতি তখন রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃণমূল আমলে এই কেন্দ্রের রাখা পশুপাখি নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। স্থানীয় এক গ্রামবাসীর কথায়, ‘এখন কুঞ্জনগর আছে বটে, কিন্তু প্রাণটা আর নেই। কী দেখতে লোকে এখন আসবেন কুঞ্জনগরে?’

প্রকৃতি পর্যটনের এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতিতে একসময় জোয়ার এসেছিল। প্রচুর স্বনিযুক্তির সংস্থান হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের ‘সেফ প্যাসেজ’

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আইনের চোখে সবাই সমান- এই বাক্যটি আদতে যে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতাতেই শোভনীয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ প্রশান্ত বর্মন। ক্ষমতা আর প্রভাব খাটিয়ে খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও তাঁর আস্তানায় দিব্যি রয়েছেন। জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড’ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বলা ভালো করেনি। গোয়েন্দাগিরিতে দেশের নামকরা আইপিএস রাজীব কুমারের মতো দুঁদে পুলিশকর্তা যে রাজ্য পুলিশের ডিজি, সেই রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া একজন আমলাকে ধরতে পারছে না, সেকথা মহাকালের নামে শপথ করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

শনিবার জলপাইগুড়িতে ঢাকঢোল পিটিয়ে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে। ন্যায়বিচারের আলোয় নতুন দিশা দেখানোর কথা হয়েছে। মঞ্চ থেকে গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই মঞ্চের সামনে বসে থাকা রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা বলতে পারছেন না প্রশান্ত কোথায়, এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন প্রায় এক মাস ধরে অফিসে আসছেন না তিনি, ছুটি নিয়েছেন কি না- সেইসব প্রশ্নের উত্তরটুকুও সংবাদমাধ্যমকে দিতে চাইছেন না জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। এসব থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রশাসনের একটা অংশ খুনে অভিযুক্ত বিডিওকে আড়াল করার চেষ্টায় খামতি রাখছে না।

অভয়া হত্যা মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সময় নেয়নি। দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। স্বপন কামিল্যা দত্তাবাদের সামান্য স্বর্ণ কারিগর বলেই কি তাঁর খুন তথাকথিত সমাজ, পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়? অভয়া যেমন কর্মক্ষেত্রেই নৃশংসতার শিকার হয়েছিলেন, তেমনি স্বপনকেও তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না।

২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট প্রশান্তর আগাম জামিন খারিজ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় বসে প্রভাবশালী ওই আমলা বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, আর পুলিশ বলছে তারা নাকি তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না! এই গল্পকথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশান্ত কোনও ছিঁচকে চোর নন যে, গলির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। তিনি একজন পদস্থ সরকারি আধিকারিক। অথচ ২৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও পুলিশ তাঁকে ছুঁতে পারছে না। কেন? উত্তরটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ‘পলাতক’ দেখিয়ে পুলিশ প্রশান্তকে সময় দিচ্ছে যাতে তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোনওভাবে রক্ষাকবচ জোগাড় করতে পারেন। অর্থাৎ পুলিশ এবং প্রশাসনের অন্দরেই তাঁকে ‘সেফ প্যাসেজ’ করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশান্তকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে নির্লজ্জ কানামাছি খেলা চলছে,

এরপর দশের পাতায়

- জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ
- প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ
- এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন তিনি অফিসে আসছেন না, তার উত্তর প্রশাসনের কাছে নেই

সূত্রের খবর

দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও

শপিং মলে নলেন গুড়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে নলেন গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। আপামর বাঙালির কাছে শীত আর নলেন গুড় প্রায় সমার্থক। মানুষ যাতে ঘরে বসেই ভালো নলেন গুড়ের স্বাদ পেতে পারেন সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হল মাঝিয়ানের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। কোনওরকম রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়ে, একদম প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে খেজুরের রস থেকে খাঁটি নলেন গুড় তৈরি করা হবে বলে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তৈরি নলেন গুড় পাওয়া যাবে শপিং মলে। এমনকি ক্রেতারা যাতে অনলাইনেও এই গুড় অর্ডার করতে পারেন, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'এই কেন্দ্রের জমিতে যেসব খেজুর গাছ রয়েছে, সেই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে, তার থেকে নলেন গুড় তৈরির ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র চত্বরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্যানালের ধারে প্রায় ১৫০টি খেজুর গাছ আছে। একসময় এই খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার কথাও ভেবেছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। কিন্তু প্রায় বছরখানেক আগে কর্তৃপক্ষের তরফে এই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে তার থেকে নলেন গুড় তৈরির বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়।

এই বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা বলেন, 'প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্যই এই উদ্যোগ

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে খাঁটি নলেন গুড়।

নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।' তিনি যোগ করেন, 'খুব শীঘ্রই এই খাঁটি নলেন গুড় বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং শপিং মলে পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

আলিপুরদুয়ারের বক্সা ফোর্টে পড়ুয়াদের ভিড়। রবিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার এখন দুঃস্থদের পাশে

সমস্যা যেমনই হোক, তাঁকে ডাকলেই পাশে পাওয়া যায়। তিনি জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মও।

আলোর সারথি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : প্রতিবছর অন্তত দুই হাজার করে কম্বল বিলি করেন। এর সঙ্গে রয়েছে কয়েকশো সোয়েটার, চাদর, জামাকাপড় কিংবা শাড়ি-ধুতি। কারও পড়াশোনা করতে আর্থিক বাধা, দুঃস্থ পরিবারের কেউ হাজারও দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু খবরটুকু দরকার। চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল উপহার দিলে পাশে রয়েছেন তিনি। ২৮ বছর ধরে নীরবে এই ধরনের সমাজসেবার কাজ চালাচ্ছেন জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। এই কাজ করে প্রত্যন্ত চা বাগান এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই তিনি 'দেবদূত'। প্রচারবিমুখ মানুষটির একাজে দোসর তাঁর দিদি কঙ্কণা ভট্টাচার্য এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা।

জলপাইগুড়ি শহরের জয় লেনের বাসিন্দা দেবজ্যোতি একসময় মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং

শিশুদের নিয়ে পিকনিকে দেবজ্যোতি। ডায়না নদীতে।

সার্ভিসের (এমইএস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অবসর নেন ২০২২ সালে। তবে গাঁটের কড়ি খরচ করে নিরলস সমাজসেবার শুরু ১৯৯৭ সাল থেকে। বছরের শুরু থেকেই দেবজ্যোতি তাঁর কাজ শুরু করে দেন। যেমন চলতি বছরের প্রথমদিনই কম্বল দেন জটেশ্বরের সরুগাঁওয়ের পাঁচশো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে। ১৩ জানুয়ারি গিয়েছিলেন বানারহাটের চা বাগানগুলিতে। সেখানে ছয়শো বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি এবং তাঁর দিদি। এভাবে নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকা কেন? প্রশ্ন শুনে তিনি যেন দার্শনিক। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এসেছি একা। যাবও একা। মাঝে মানুষের সঙ্গে এই বেঁচে থাকা।'

শনিবার দেবজ্যোতি নাগরাকাটার বন্ধ বামনডাঙ্গা, ধরণীপুর সহ পাঁচটি চা বাগানের ছয়টি প্রাথমিক স্কুলের চারশো খুদেকে নিয়ে ডায়না নদীর ধারে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। মেনুতে ছিল ভাত, মাংস, চাটনি। শেষপাতে পাঁপড় এবং নলেন গুড়ের রসগোল্লা। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের হাতে একটি করে নতুন সোয়েটারও তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ ওরাওঁ বলল, 'সবার সঙ্গে পিকনিকে এসে এদিন নাচগান করেছি। খুব মজা হয়েছে। এত আনন্দ কোনওদিনও পাইনি।'

হীরাচরণকে সিঞ্চুলা সম্মান

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : শিকড়ের খোঁজ করছেন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। বোড়ো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস গবেষক হিসাবে পরিচিতি হীরাচরণ নার্জিনারির। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র এই মানুষটি ৮১ বছর বয়সেও বেশিরভাগ সময় কাটান কলকাতার স্টেট আর্কাইভ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার তালেশ্বরগুড়িতে মূল বাড়ি হলেও সেকারণে বছরের বেশিরভাগ সময় কাটে কলকাতায় পিকনিক গার্ডেনের ফ্ল্যাটে।

এই কাজের জন্য হীরাচরণ এবার 'সিঞ্চুলা' সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ১৯৮৭ থেকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। তিস্তাপক্ষ স্টাডি সার্কেল নামে সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার একটি সংস্থা প্রবর্তিত এই পুরস্কার আগে পেয়েছেন কবি

হীরাচরণ নার্জিনারি।

ও পরিবেশকর্মী জগন্নাথ বিশ্বাস (১৯৮৭), লোকসংস্কৃতি গবেষক সুনীল পাল (১৯৮৮), সাংবাদিক তুষার প্রধান (১৯৯৬), উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদার (২০০৩) ও কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক বিমল টোপ্পো (২০১৯)।

সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য পুরস্কারটি বাংলা-ডুয়ার্সের উচ্চতম পাহাড়চূড়া সিঞ্চুলার নামাঙ্কিত। হীরাচরণ ষষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যিনি পুরস্কারটি পাচ্ছেন। তালেশ্বরগুড়িতে তাঁর বাড়ির অদূরে আলিপুরদুয়ার জেলার বড় পুখুরিয়া গ্রামে সিধো-কানহো কলেজে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হবে। ১৯৮৫-তে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের নাম 'In Search of Identity the Mech।' বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তিনি এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের বোড়ো সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ লিখে চলেছেন। অসমের বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই বইটি এবছরই প্রকাশ করবে।

ব্যান্ড বাজিয়ে শেষযাত্রা

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মৃত্যু মানেই মৌন, নিস্তব্ধতা, নীরবতা। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দেখা গেল রায়গঞ্জের বড়ুয়া অঞ্চলের বামনগ্রামের ধর্মপুর গ্রামে। যেখানে শোকের মাঝেও রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানে গেল বৃদ্ধের শেষযাত্রা।

ওই গ্রামের বাসিন্দা অনাথবন্ধু রায়ের বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর। শনিবার রাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নাতি-নাতদিদের আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর মরদেহ যেন ব্যান্ডপার্টি সহযোগে শ্মশানে যায়। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শেষ ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে রবিবার ব্যান্ডপার্টি সহযোগে হলদিবাড়ি শ্মশানে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। মেয়ে মঞ্জু, ইমামি, পূর্ণিমারা জানান, বাবার ইচ্ছের মান রাখতে এমন ব্যবস্থা। এদিন এমন অভিনব ব্যাপার চাক্ষুষ করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন প্রচুর মানুষ।

কর্মখালি

কোম্পানির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 13,500/- PF, ESI, মাসে ছুটি আছে। M : - 9635508609, 8653609553.

Rent for Bank

1946 Sq. Ft. space at Nilkamal Plaza, H.C.Rd, Opp : Meghdoot Cinema Hall for Rent Only for Bank, (M) 9475089531/ 7602846829. (C/-119778)

বিক্রয়

Shop For Sale At Siliguri, Only Buyer 9635314408. (K)

হারানো প্রাপ্তি

আমার Chain দলিল No.3574, Regd. Date: 13/08/2002 হারিয়েছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। খগেন্দ্র চন্দ্র পাল। M-9434936819.

সঙ্গীত কলা

বাড়িতে গিয়ে গান ও তবলা উন্নত পদ্ধতিতে শেখানো হয়। (পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে) Contact:-9933353876. (K/D/R)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahanur Bibi, W/o-Kuran Sekh, গ্রাম-সাদিপুর, (পো: জে কাগমারি, থানা-মোথাবাড়ি, গ্রাম পঞ্চায়েত বাঙ্গীটোলা, কালিয়াচক মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি:নং 11564, Dt. 20/11/2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 09/01/2026 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Nasima Khatun থেকে Nasima Khatun করা হইল। উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
(M-115453)

•

আধার কার্ড নং 2723 1426 3561, ভোটার ID কার্ড নং DWP2543528, ব্যাংক পাসবই, PNB, অ্যাকাউন্ট নং 1220010596884. MAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত ভোটার কার্ড নম্বর, পার্ট নং 169, ক্রমিক নং 691 আমার নাম SAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-1-26, J.M.1ST CLASS সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি MAHANACH BIBI এবং SAHANACH BIBI, W/o. AMIRUDDIN MIYA, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম: হরিনচওড়া, পো:ঘুঘুমারি, থানা: কোতোয়ালি, জিলা:কোচবিহার, প.ব.।
(C119504)

•

আমি শুভঙ্কর মজুমদার, পিতা: প্রভাত কুমার মজুমদার, ঠিকানা-চাঁচল থানাপাড়া, পোস্ট ও থানা-চাঁচল, জেলা-মালদহ। চাঁচল মহকুমা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং ৭৩, তারিখ-০৩/০১/২০২৬)-এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন, ঠিকানা-কালাকাটা ০৪ নং ব্রিজ (নিকট), পোস্ট অফিস-মোওয়ামারী, জেলা-কোচবিহার; এই ফার্মের সাথে লাইসেন্সধারী ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত অবস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে এসেছি। মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন-এর ফার্মের সাথে শুভঙ্কর মজুমদার-এর ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর লাইসেন্স কোনোভাবেই কোনো চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় রইল না। (S/T)

অ্যাফিডেভিট

আমি শেখর অজিত কর্মকার ২৬.১২.২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ি Executive ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট (২৫১৫১) বলে শেখর অজিত কর্মকার এবং শেখর কর্মকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (K)

•

ভুলবসত আমার স্বামীর পাসপোর্টে আমার নাম লেখা হয়েছে BOBITA GHOSH (পাসপোর্ট নং-M9078313) তাই ইং 08/01/2026 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে BABITA GHOSH MISTRI হলাম। BABITA GHOSH MISTRI এবং BOBITA GHOSH একই ব্যক্তি। (S/N)

•

আমি Ranjit Das S/o. Biren Das resident of Nathuachar P.O Barapatia Natunbas P.S Kotwali Dist Jalpaiguri আমার voter Card Number MRK 3135555 এ নাম আছে Ranjit Das কিন্তু PAN Card Number BISPD0934P এ নামের বানান ভুল Rangit Das থাকাতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ইএম জলপাইগুড়ি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করে Rangit Das থেকে Ranjit Das করা হয়। Rangit Das ও Ranjit Das একই ব্যক্তি।
(C/120044)

•

ভোটার ID Card No.LZL0175497 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভোটার লিস্ট-2002, 4-কোচবিহার উত্তর বিধানসভা, পার্ট নং 146, ক্রমিক নং 463 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় গত 02-1-26, J.M. (1ST CLASS), 3RD COURT, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি SUPRIYA ROY, SUPRIA (PAL) RAY এবং SOMA ROY, W/o. SRI SWAPAN KUMAR ROY, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। R.R.N.Road, বাজার পোস্ট অফিসের নিকট, কোচবিহার, থানা:কোতোয়ালি, পো: ও জেলা: কোচবিহার। (C/119503)

RECRUITMENT NOTICE

The District Level Selection Committee, Darjeeling, invites applications to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA Darjeeling. For details please visit www.wbhealth.gov.in & www.darjeeling.gov.in

Sd /-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling
& Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

আজ টিভিতে

হিডেন ফ্লেভার্স অফ ইন্ডিয়া : নর্থ ইস্ট
রাত ৮.০০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হিরোগিরি, দুপুর ১.১৫ ভিলেন, বিকেল ৪.১৫ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৩০ দাদা, রাত ১০.৩০ লভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মানিক, দুপুর ১২.৩০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ নাগ পঞ্চমী

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৪.০০ বৌমার বনবাস, সন্ধে ৭.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.০০ সংঘর্ষ, ১২.৩০ ন্যায়দণ্ড

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঝিনুকমালা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৩ লিঙ্গা, দুপুর ১.৩৫ পরদেশ, বিকেল ৫.১১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ খুঁখার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ মেহন্দি, দুপুর ১২.৫২ মোহরা, বিকেল ৪.০৭ ম্যায় তেরা হিরো, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.২২ বিগ ব্রাদার

সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.২৪ আন মিলো সজনা, দুপুর ১.৪০ মিস্টার নটওরলাল, বিকেল ৪.৫৪ কমান্ডো, সন্ধে ৭.৪৮ শোলা অওর শবনম, রাত ১১.২৩ নাজায়েজ

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ ডাকু মহারাজ, দুপুর ১.১৫ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.৫৭ সালার, সন্ধে ৭.৫০ দে কল হিম ওজি, রাত ১০.৪৭ শুটআউট অ্যাট লোখন্ডওয়ালা

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.২২ কহি পেয়ার না হো জায়ে, বিকেল ৩.৫৪ মোহিনী, সন্ধে ৬.৫৫ ওম শান্তি ওম, রাত ১০.০২ সিক্রেট এজেন্ট

এইটিন হুইলস অ্যাক্রস ইন্ডিয়া
রাত ৯.০০ **ডিসকভারি হিন্দি**

লভ এক্সপ্রেস রাত ১০.৩০ **জলসা মুভিজ**

সালার বিকেল ৩.৫৭ **স্টার গোল্ড**

হাওড়া ডিভিসনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিশনের নলহাটি-গুমানি শাখায় ব্রিজ নং ২০২, ২০৬, ২১০, ২১২, ২৩৬, ২৬৪-এর রি-গার্ডারিং কাজ এবং রামপুরহাট ও সাদীনপুর স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ২৫-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের কাজের জন্য, ২৫.০১.২০২৬ **তারিখ (রবিবার) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে।** ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রণ করা হবে : ● **মেমু ট্রেন বাতিল (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩৪৩৪ রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** (১) ১৩০৩২ জয়নগর-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘণ্টার জন্য। (২)১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘণ্টার জন্য। (৩) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ৩ ঘণ্টার জন্য। (৪) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘণ্টার ১৫ মিনিটের জন্য। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** ১৩০৩১ হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের জন্য। ● **আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন:** (১) ১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে আন্দুল-হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (২) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (৩) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩০৬৩/৬৩০৬৪ বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং ৬৩০০৭ কাটোয়া-রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। ● **এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস খড়্গপুর ডিভিসনে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ১৩৪২৭ হাওড়া-সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হাওড়া ও রামপুরহাটের মধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** ব্লক চলাকালীন কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলা ট্রেন ও সদ্য প্রবর্তিত ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে প্রয়োজন অনুসারে সেটির পথ পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

ফাওলই-এর আওতায় ৪ বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের আরও ৪ বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের সরকারি মাসিক অনুদান ফাওলই-এর আওতায় আনল শ্রম দপ্তর। ওই বাগানগুলি হল দার্জিলিংয়ের পান্ডাম, কলেজভ্যালি, জলপাইগুড়ির চামুর্চি ও আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া। এর ফলে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গের এক শ্রম আধিকারিক বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

পাহাড়ের পান্ডাম চা বাগান গত বছরের ৭ অগাস্ট থেকে বন্ধ। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২৬৮। একইদিনে বন্ধ হয় কলেজভ্যালি। শ্রমিক সংখ্যা ৬৪২। ওই দুই বাগানে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে। শ্রমিকরা বকেয়া টাকা এরিয়ার হিসেবে পাবেন।

জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের চামুর্চি ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ। আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। দুই বাগানের শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৭৪ ও ৯৬১। চামুর্চি ও দলসিংপাড়ার ক্ষেত্রে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে। ফাওলই বাবদ মাসে শ্রমিকপিছু দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

রাজ্যের নয়া নিয়ম অনুযায়ী বন্ধ, লকড আউট বা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি হলে ১ মাস পর থেকে ওইসব বাগানে ফাওলই চালু করে দেওয়া হয়। এই নীতির আওতায়, চারটি বাগান যেদিন থেকে বন্ধ হয় তারপর এক মাস হিসেব করে সেদিন থেকে শ্রমিকদের ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। তবে বাগান খুলে যাওয়ার পর ফাওলই বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে দলসিংপাড়া চা বাগানটি গত মাসে খুলেছে। এর অর্থ যতদিন বাগানটি বন্ধ ছিল শ্রমিকরা ততদিন ফাওলই পাবেন।

৫ অক্টোবরের প্লাবনবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডু ও কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানকে গত নভেম্বর মাসে ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। বামনডাঙ্গায় ১১৬৪ জন ও সুভাষিণীতে ১২৫৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা করে পাবেন।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যাবে। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ পৌষ, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬, ৫ মাঘ, সংবৎ ১ মাঘ সুদি, ২৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।২০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩২ বজ্রযোগ রাত্রি ৯।৪৫। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১।৫৬ গতে ববকরণ রাত্রি ২।২০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৩২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩২ গতে দোষ নাই, রাত্রি ২।২০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।২০ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।২৯ গতে ৩।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১২।৩২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ, দিবা ১২।৩২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ,দিবা ১২।৩২ গতে সাধভক্ষণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২। ৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বালুরঘাটে লোকনাথ মিশন মন্দিরে গোপালের বনভোজন।

গোপালের বনভোজন

অসীম বর্মন

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : বনভোজনের মরশুম চলছে। এই সময়ে বালুরঘাট সাক্ষী থাকল এক অন্যরকম বনভোজনের। যেখানে শত গোপালের সমারোহে অনুষ্ঠিত হল গোপালের বনভোজন। রবিবার বালুরঘাট লোকনাথ মিশন মন্দিরে মদনমোহন মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের বাৎসরিক গোপালের বনভোজন উৎসব পালিত হয়। প্রভুপাদ প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামীর উদ্যোগে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। শতাধিক গোপাল এবং ভক্তের সমাগমে পুরো মন্দির চত্বর উৎসবের আকার নেয়। প্রভুপাদ প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, 'সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জাগরূক করার জন্য ভক্তদের বাড়ির গোপাল ঠাকুরকে একত্রিত করে পূজাপাঠ, ভোগদান, কীর্তনাদি, প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে গোপালের বনভোজন আয়োজন করা হয়েছে। আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, প্রীতির বিনিময় গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠান।' এদিন বালুরঘাটের শহর এবং গ্রাম থেকে বহু ভক্ত বাড়ি থেকে গোপাল ঠাকুর সঙ্গে নিয়ে আসেন।

প্রায় শতাধিক গোপালকে এক জায়গায় করে ভোগ ও পূজার্চনা করা হয়। খোলকরতাল সহযোগে নামকীর্তন এবং আগত সমস্ত ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রভুপাদ প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামী ও মাতা ঠাকুরানি পম্পা গোস্বামীর পদস্পর্শ করে ভক্তরা আশীর্বাদ নেন। প্রভুপাদ প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামী আমেরিকা, ভেনেজুয়েলা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের অশান্তির প্রসঙ্গ টেনে বনভোজন অনুষ্ঠান থেকে শান্তির বার্তা দেন।

কালীপুজোয় পুণ্যার্থীর ঢল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ জানুয়ারি : রাত থেকে শুরু হয়ে ভোর অবধি চলল হরিশ্চন্দ্রপুর শ্মশানে অর্ধশতাব্দী ধরে চলে আসা রটন্তীকালীপুজো। এলাকার সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন শ্মশানের পুজো দেখতে ভিড় জমালেন হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল সহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে এলেন পুণ্যার্থীরা। এই শ্মশানেই ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে রটন্তীকালীপুজো হয়ে আসছে। কথা হচ্ছিল কালীপুজোর আয়োজক কমিটির সদস্য বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'মাঘী চতুর্দশীতে এই রটন্তীকালীপুজো হয়। হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা শ্মশান এলাকার সবচেয়ে বড় শ্মশান। এখানে আগে কালীপুজো হত না। শুধু দাহকার্য হত। এই কালীপুজো উপলক্ষ্য তিনদিন মেলা চলে। ভক্তদের ভোগ খাওয়ানো হয়।'

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প দাবি

বৈষ্ণবনগর, ১৮ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মীদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনার আবেদন জানালেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন।

চিঠিতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব জমা পড়েছে। ওই প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মীদেরও যেন গ্র্যান্ট-ইন-এইড কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের মতো সমানভাবে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার রাতে কালিয়াগঞ্জের বোঁচাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। মৃতের নাম নীতীশ বর্মন (২৮)। বাড়ি ভবানীপুর এলাকায়।

সন্ধ্যায় বাইক নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন নীতীশ। রাতে রায়গঞ্জ-বালুরঘাটগামী রাজ্য সড়কে মাটিতে পড়ে থাকা বাইকের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় নীতীশের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের অনুমান গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছে।'

ধৃত ২

বৈষ্ণবনগর, ১৮ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার জাল নোট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম আমজাদ শেখ ও নালেপ আলি। তাঁদের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার চকসেহেরদি এলাকায়। জাল নোটের কারবারে আর কারা জড়িত, তা জানতে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে।

বন্ধ সেরিকালচার সেন্টার

মোদির বক্তব্য অসার, দাবি সাবিনার

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৮ জানুয়ারি : যাকে বলে মুখে এক, কাজে আরেক। মালদার জনসভায় শনিবার প্রধানমন্ত্রীর মুখে উঠে এসেছে আম এবং রেশমশিল্পের কথা। বিজেপির সরকার তৈরি হলে রেশমশিল্প জেলার অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে দাবি মোদির। যদিও বাস্তব অন্য কথা বলছে। আটের দশকে ইন্দিরা গান্ধির আমলে শুরু হওয়া ন্যাশনাল সেরিকালচার প্রোজেক্টের (এনএসপি) অধিকাংশই আজ ধুঁকছে। বেশিরভাগ অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে কথার লড়াই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমান রাজ্য সরকার মালদার রেশমশিল্পের উন্নয়নে কোনও চিন্তা করেনি। আর এই অভিযোগ অসত্য বলে দাবি করেছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর পালটা দাবি, 'মালদা জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রাজ্য সরকার রেশম চাষের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।'

ফেরা যাক আশির দশকে। তৎকালীন রেলমন্ত্রী গনি খান চৌধুরীর উদ্যোগে মালদা তথা আশপাশের জেলার রেশম চাষের আধুনিকীকরণের জন্য এনএসপি'র জন্য আট কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। মোথাবাড়ি বাগমারায় কলেজের জন্য চিহ্নিত জমিতে রেজিউনাল সেরিকালচার স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া এবং বাস্তবে সেটি রূপ পায়। মহেশমাটিতে চালু হয় জোনাল সিল্ক ওয়ার্ম অফিস। এছাড়া, কেন্দ্রের রেশম পর্ষদের সেরিকালচার সার্ভিস সেন্টার থেকে রেশমচাষিদের উন্নত প্রজাতির পলুর ডিম সরবরাহ করা হত। গত এক দশকে ছবিটা বদলেছে। বাগমারা মোথাবাড়ির দু'একটা অফিস কয়েকটা গ্রামে পলুর ডিম বিক্রি করছে মাত্র। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশমশিল্পের জন্য বিশেষভাবে প্রি-কোকুন এবং পোস্ট-কোকুন প্রক্রিয়ার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১১টি ১০ বেসিনযুক্ত মাল্টি এন্ড রিলিং মেশিন এবং ২৫টি ২ বেসিনযুক্ত মাল্টি এন্ড রিলিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। সেই মেশিন থেকে উৎপাদিত উন্নতমানের সুতোর দাম ৫ হাজার ৫০০ টাকা কেজিদরে বিক্রি হচ্ছে, যা সর্বকালের রেকর্ড ভেঙেছে। মাহাবুল হক নামে এক ঘাই মালিক বলেন, 'রাজ্য সরকার মাল্টি এন্ড মেশিন দিয়েছে। এছাড়া কোকুন গোডাউন, শেড বানিয়ে দিয়েছে। আমার এবং পরিবারের অনেক লাভ হয়েছে।'

রাজ্য সরকারের তরফে প্রতিবছর প্রায় ৩০০ একর নতুন জমিতে তুঁত লাগানো হচ্ছে। চাষিদের জীবাণুনাশক, সার, ডালা, চন্দ্রোকি ইত্যাদি সামগ্রী বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও পলুঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তাও করা হচ্ছে।

দক্ষিণ মালদার বিজেপির জেলা সহ সভাপতি তারক ঘোষ অবশ্য রেশম অফিস বন্ধ হওয়ার পেছনে রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পাঠানো সাহায্য পাচ্ছিলেন না রেশমচাষিরা। তাছাড়া, চাষিদের জন্য কেন্দ্রের অনুদান রাজ্য সরকার নিজের বলে চাষিদের থেকে ফায়দা লুটছে। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে এসব আর হবে না।'

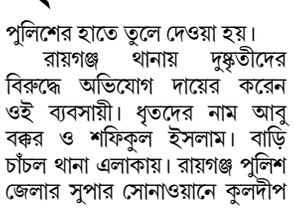

- কেন্দ্রের রেশম পর্ষদের সেরিকালচার সার্ভিস সেন্টার থেকে উন্নত প্রজাতির পলুর ডিম সরবরাহ করা হত
- এখন বাগমারা মোথাবাড়ির দু'একটা অফিস পলুর ডিম বিক্রি করছে
- ঝাঁপ বন্ধ রেশম পর্ষদের বেশিরভাগ অফিস অথবা কয়েকটিকে মিলিয়ে এক জায়গায় করা হয়েছে

রাজ্য সরকার মাল্টি এন্ড মেশিন দিয়েছে। কোকুন গোডাউন, শেড বানিয়ে দিয়েছে। আমার এবং পরিবারের অনেক লাভ হয়েছে।

মাহাবুল হক, ঘাই মালিক

অপহরণের চেষ্টা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন রুপাহার হাট এলাকায় ব্যবসায়ী সমিতির ঘরে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে মারধরের পর গাড়িতে তুলে অপহরণের চেষ্টা করে ছয় দুষ্কৃতী। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় বাকি দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের তৎপরতায়। তাঁরা গাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করেন। গাড়ির জানলার কাচ ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ছয় দুষ্কৃতী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দুজনকে ধরে ফেলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এরপর গণধোলাই দিয়ে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রায়গঞ্জ থানায় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। ধৃতদের নাম আবু বক্কর ও শফিকুল ইসলাম। বাড়ি চাঁচল থানা এলাকায়। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ জানিয়েছেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করার ছক কষে ছিল দুষ্কৃতীরা বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। যে ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা হয়েছিল, তাঁর নাম সুজন তরফদার। তিনি ওই এলাকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বলেই পরিচিত। তিনি বলেন, 'আমি ব্যবসায়ী সমিতির ঘরে বসে ছিলাম। এমন সময় আচমকা ছয়জন দুষ্কৃতী ঘরে ঢুকে প্রথমে আমাকে ব্যাপক মারধর করে। তারপর টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলে। অন্য ব্যবসায়ীরা না থাকলে আমি প্রাণে বাঁচতাম কি না সন্দেহ। অপহরণকারীদের পরিকল্পনা ছিল মুক্তিপণ হিসেবে আমার থেকে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা নেবে।' দুজনকে আটক করা গেলেও, বাকি চার অভিযুক্ত পলাতক।

ইটবৃষ্টি

গ্রেপ্তার ২

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার ইটাহারের পাড়াহরিপুরের রাজপথ আগলে দাঁড়িয়ে দুই তরুণ। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অছিলায় এক তরুণীকে জমির মেঠোপথ থেকে জোর করে বাইকে তুলে নেন তাঁরা। সন্দেহ হতেই পথচারীরা ঘিরে ফেললেও ফাঁক গলে ওই তরুণীকে নিয়ে বেরিয়ে যান দুই তরুণ। সেসময় পুলিশের মোবাইল ভ্যান তাঁদের পিছু নেয়। তখন একজন পালিয়ে যান। বাকি দুজনকে আটকে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তরুণীর কথায় অসংগতি থাকায় দুজনকেই গ্রেপ্তার করে ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মেলায় এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল একদল তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ধৃত এক তরুণ। ঘটনাটি চলতি মাসের ১৬ তারিখ ঘটে। শনিবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা ছড়ায়। রাতে এক তরুণকে মারধর করে ইটাহার থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। ধৃতের নাম আফসার আলি। বাড়ি ইটাহার থানার মনিহারি গ্রামে। ধৃত সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এক ব্যক্তি তাঁর পরিবারকে নিয়ে পাড়াহরিপুর মেলাতে বেড়াতে যান। সেই সময় অভিযুক্ত ১৪ জন তরুণের মধ্যে হবিবুর রহমান নামে একজন ওই ব্যক্তির মেয়েকে যৌন নিগ্রহ করার চেষ্টা করে। নাবালিকার বাবা ঘটনার প্রতিবাদ জানালে ওই তরুণরা তাঁকে লাঠি, লোহার রড, তলোয়ার দিয়ে মারধর করে। ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নাবালিকার বাবা। তাঁকে উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেছেন, 'এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

নিম্নমানের কাজ

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : রাস্তা সংস্কার শুরু হলেও নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে রবিবার বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী। ঘটনাটি বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের। বিশ্বাসপাড়া মোড় থেকে অযোধ্যা হয়ে শালগ্রাম পর্যন্ত প্রায় ১২ কিমি রাস্তার কাজ জেলা পরিষদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে। বিক্ষোভে বাধ্য হয়ে নির্মাণকারী সংস্থা পিছু হটে যায়। অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মন বলেন, 'রাস্তাটি যাতে ভালোভাবে তৈরি করা হয় সেজন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

বাড়ি বানাচ্ছেন?
ড্যাম্প পড়া
পুরোপুরি আটকে দিন!

সেমমিক্স গোল্ড এডমিক্সচার (ঢালাই-তেল)
সবসময় সিমেন্টের সাথে মেশান। সাধারণ প্রোডাক্টের থেকে প্রায় দ্বিগুন জল চুঁইয়ে ঢোকা আটকানোর ক্ষমতা।

এক্রিলিক ম্যাক্স ২কে
ছাদ, রান্নাঘর, বাথরুম এবং জলের ট্যাঙ্কের মতো সবসময় ভিজে থাকা জায়গায় ব্যবহার করুন।

1800 123 1003

SHYAM STEEL
STURDFLEX®
WATERPROOFING SOLUTIONS
help@sturdflex.com

কাজে ফিরলেন হকাররা

বন্দে ভারত উদ্বোধনের পরের দিন চাপমুক্ত মালদা স্টেশনের কর্মীরা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার মালদা টাউন স্টেশনে সবুজ পতাকা দেখিয়ে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছিল স্টেশন চত্বর। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা এলাকা। রবিবার মালদা স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল একেবারে অন্য রূপ। এ যেন অনুষ্ঠানবাড়ির শেষের ছবি। সকাল থেকেই সুসজ্জিত অনুষ্ঠান মঞ্চ খুলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। উধাও কয়েকশো নিরাপত্তাকর্মী। রেল আধিকারিকরাও অনেকটাই চাপমুক্ত। সময়সূচি মেনে চলাচল করছে প্যাসেঞ্জার ও দূরপাল্লার ট্রেন। আর পাঁচটা দিনের মতোই প্ল্যাটফর্মে লাগেজ নিয়ে যাত্রীরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনের কারণে শনিবার প্রায় তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। স্টেশনের দোকানপাটও বন্ধ ছিল। হকাররাও ট্রেনে উঠে খাবার বিক্রি করতে পারেননি। তবে এদিন সবকিছুই আবার শুরু হয়েছে। ট্রেনে ট্রেনে গিয়ে খাবার বিক্রি করছেন হকাররা। খুলেছে দোকানপাট। কুলিরাও স্টেশনে কাজ করছেন। স্টেশনের সদর গেটে দেখা গেল মাত্র দুই আরপিএফ কর্মীকে। আর প্ল্যাটফর্মগুলিতে ঘুরে ঘুরে ডিউটি করছেন জিআরপি কর্মীরা। তারই মাঝে জোরকদমে অনুষ্ঠানের সামগ্রী খোলার কাজ চলছে।

স্টেশন দেখে মনেই হচ্ছে না, কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। ক্ষণিকেই যেন সবকিছু অতীত। যে ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল, ইতিমধ্যে সেসব খুলে নেওয়া হয়েছে। প্ল্যাটফর্মেই জমা করে রাখা হয়েছে প্যান্ডেলের কাপড়। স্টেশনের সদর গেট থেকে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত কার্পেট বিছানো হয়েছিল। সেগুলিকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে সদর গেটের দুই প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর বিশাল ছবি রয়েছে। প্ল্যাটফর্মের ভেতরেও রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সহ প্ল্যাকার্ড।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে ঘিরে গত কয়েকদিন চাপে ছিলেন রেলকর্মী থেকে আরপিএফ। নিরাপত্তার খাতিরে অনেক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তবে এখন অনেকটাই মুক্ত পরিবেশ। উপেশ কুমার নামে এক হকার বললেন, 'আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তাই দুইদিন স্টেশনে আসিনি। রবিবার সকাল দশটা থেকে কাজ শুরু করেছি। আমরা ট্রেনে ট্রেনে খাবার বিক্রি করি। এখন কাজে ফিরে ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে, টোটোচালকদেরও স্টেশনে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছিল। এদিন তাঁরাও ট্রেন ঢোকার সময় হতেই পার্কিংয়ে টোটো রেখে স্টেশনের সদর গেটের সামনে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোনও বাধা নেই। সমস্ত কিছু স্বাভাবিক। টোটোচালক ভোলা দাস বলেন, 'গত দুইদিন পুলিশ ভেতরে আসতে দেয়নি। এখন থেকে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হয়েছে। প্রতিদিনের মতো স্টেশনের বাইরে থেকে প্যাসেঞ্জার তুলতে পারছি।'

তবে বহু যাত্রী এদিনও ছবি তুললেন সাজানো স্টেশনের। স্টেশনের সদর গেট এখনও ফুল দিয়ে সাজানো। সেখানে দাঁড়িয়েই ছবি তুলছেন যাত্রীরা। পার্কিং জোনেও গাড়ি রাখা যাচ্ছে। নবনির্মিত পার্কে জল দিচ্ছেন কর্মীরা। তবে অনুষ্ঠান মঞ্চ বা প্যান্ডেল খুলে ফেলা হলেও স্থায়ীভাবে স্টেশনের যে সৌন্দর্যায়ন তা বজায় থাকবে। সেই সৌন্দর্য দিন হোক বা রাত, মুগ্ধ করছে যাত্রীদের। স্টেশন ঢোকার রাস্তা থেকে স্টেশন চত্বর এখনও ঝাঁ চকচকে।

গোটানো হচ্ছে অনুষ্ঠানের কার্পেট। রবিবার মালদা টাউন স্টেশনে।

- সুসজ্জিত মালদা টাউন স্টেশনের অনুষ্ঠান মঞ্চ খুলে ফেলা হচ্ছে, সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কার্পেট, উধাও কয়েকশো নিরাপত্তাকর্মী
- রবিবার থেকে সময়সূচি মেনেই প্যাসেঞ্জার ও দূরপাল্লার ট্রেন চলছে, হকাররা ট্রেনে উঠে খাবার বিক্রি করছেন, টোটোচালকরাও স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করছেন
- স্টেশনের সদর গেট এখনও ফুল দিয়ে সাজানো, সেখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন যাত্রীরা, নবনির্মিত পার্কে রেলের কর্মীরা জল দিচ্ছেন

খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : আট মাসের গর্ভবতী সহ তিনজনকে খুনের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে হেমতাবাদ থানার ইন্দ্রান গ্রামে। শনিবারের এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে দুই মহিলা ও এক বৃদ্ধাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে। জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাঁদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাতে ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।' অভিযোগকারী বলেন, 'ভাড়াটিয়া দুষ্কৃতী এনে আমার বাড়িতে হামলা চালায় দুই প্রতিবেশী। বৌদি, বৌমা এবং আমার মাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা করে। তিনজন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

চিন্তায় মগ্ন।। *জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

কিশোরীর দেহ

মানিকচক, ১৮ জানুয়ারি : বাড়িতে ছোট ভাই ও দিদির মধ্যে ঝগড়া। তারপরই ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হল। ঘটনা মানিকচকের নুরপুর এলাকার ব্রাহ্মণগ্রাম তিওরপাড়া গ্রামের। জানা গিয়েছে, মৃত নাবালিকার নাম প্রিয়াংকা সরকার (১৭)। মৃতের বাবা উৎপল সরকার পেশায় দিনমজুর। তিন সন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। স্থানীয় এসটিবি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল প্রিয়াংকা। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার বাড়িতেই কোনও এক বিষয়ে ভাই-বোনের ঝগড়া হয়। সন্ধ্যা থেকেই নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছিল প্রিয়াংকা। উৎপল কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করে সাড়া পাননি। এরপর দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা যায় ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে প্রিয়াংকা। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের বাবা বলেন, 'ভাই-বোনের মধ্যে প্রতিনিয়ত এমন ঝগড়া হয়েই থাকে। সেজন্য মেয়ে আত্মহত্যা করবে, আমি ভাবতেও পারছি না।' তবে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ মৃতদেহটি রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

অস্ত্রের কোপ

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : জমি নিয়ে পুরোনো বিবাদকে কেন্দ্র করে মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের ঘটনা হেমতাবাদের কাচন এলাকায়। ঘটনায় আহত দুজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে গুরুতর জখম মহবুল ইসলাম (৩০)। অভিযোগ, জমি দখল নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে গোলমাল বাধে। জোর করে খেত থেকে সর্ষে তুলে নিতে বাধা দেওয়ায় হামলা চালানো হয়। আহত মহবুল বলেন, 'অভিযুক্তদের শাস্তি চাই।' হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

রতুয়া, ১৮ জানুয়ারি : রতুয়া নবারুণ সংঘের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। রবিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানটি হয় রতুয়া থানার পার্শ্ববর্তী মাঠে। প্রদীপ প্রজ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান-নাচ এবং নাট্যকার মনোজ মিত্রের লেখা নাটকও পরিবেশিত হয়।

গরম জল পড়ে মৃত্যু শিশুর

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : খেলতে খেলতে গরম জল পড়ে গিয়েছিল এক বছরের শিশুর গায়ে। প্রায় এক মাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও শেষরক্ষা হল না। অবশেষে শনিবার মধ্যরাতে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত শিশুর নাম তানিশা পারভিন। বাড়ি পুখুরিয়া থানার হরিপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় মাসখানেক আগে খেলতে গিয়ে পাত্র উলটে গরম জল তানিশার শরীরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের লোকজন তানিশাকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। দিন পনেরো চিকিৎসার পর তাঁরা তানিশাকে বাড়ি নিয়ে চলে যান। গত শনিবার ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে তানিশা। ফের তাকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তানিশার।

ঘরে ঝুলন্ত

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : ইংরেজবাজারে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। শনিবার রাতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মৃত তরুণীর নাম যুথিকা মণ্ডল (২৪)। বাড়ি ইংরেজবাজারের মহাজমাপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে খাওয়ার পর স্বামীর সঙ্গে ঘরে ঘুমোতে যান যুথিকা। সকালে ঘুম থেকে উঠে যুথিকার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্বামী উৎপল মণ্ডল। তড়িঘড়ি স্থানীয়দের সাহায্যে দেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবারও।

স্কুলে চুরি

ইটাহার, ১৮ জানুয়ারি : রাতের অন্ধকারে চুরির ঘটনা ইটাহার নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের পাঁচিল টপকে ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে সাবমার্সিবল পাম্পের মেশিনটি খুলে নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। দুটি শ্রেণিকক্ষেরও তালা ভাঙা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। পাশেই বিডিও, বিএলএলআরও এবং এসআই অফিস। এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকে চুরির ঘটনায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুক্তিরঞ্জন থোকদার বলেন, 'দুটি ক্লাসরুমের তালা ভাঙলেও সেখান থেকে কিছু খোয়া যায়নি। শুধু বাইরে থেকে পাম্প মেশিনটি চুরি হয়েছে। পড়ুয়ারা পানীয় জলের সমস্যায় পড়বে। থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

প্রকৃতি পাঠ

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাস এলাকায় শিশুদের নিয়ে আয়োজিত হল বহির্মুখী অঙ্কন ও প্রকৃতি পাঠ শিবির। রবিবার সেইসঙ্গে অভিভাবকরা গাছের পরিত্যক্ত পাতা ও ডালপালা দিয়ে বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম তৈরি করলেন। এদিন এমন এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল অ্যাকাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড অ্যানাটমি নামে একটি সংস্থা। গত ৩১ বছর ধরে এই কর্মসূচি নিয়ে আসছে এই সংস্থা। রবিবার সকালে রায়গঞ্জের ইকো-ফরেস্ট সংলগ্ন বনাঞ্চলে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতির কোলে দিনভর শিক্ষামূলক এই শিবিরে অংশ নেয় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা।

গীতা পাঠ

রায়গঞ্জ ও বুনিয়াদপুর, ১৮ জানুয়ারি : রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার দোস্তি মোড় এলাকার কালী মন্দিরে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়। রাজবলী পাল, ননীগোপাল রায় প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন বংশীহারীর ব্রজবল্লভপুর এলাকায় নপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের তরফে কমল মাহাতো বলেন, 'গীতা মানুষকে নৈতিকতা, কর্ম এবং মানবিকতার শিক্ষা দেয়।'

বাউল উৎসব

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : প্রয়াত সদানন্দ মহন্তের স্মরণে রায়গঞ্জের দক্ষিণ কসবা বাউল মাঠে শনিবার থেকে লোকসংস্কৃতি ও বাউল উৎসব শুরু হয়েছে। প্রথম দিন সেখানে কীর্তন হয়েছে। রবিবার থেকে বাউল উৎসব শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত উৎসব চলবে। এদিন উৎসবের সূচনা করেন মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষা প্রামাণিক ও প্রাক্তন প্রধান কল্পনা বর্মন। স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরের শিল্পীরা এখানে অংশ নেবেন।

ঘরে ফেরা হল না দুই পরিযায়ীর

হরিশ্চন্দ্রপুর ও সামসি, ১৮ জানুয়ারি : দেশের দুই জায়গায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদা জেলার দুই পরিযায়ী শ্রমিকের। পঞ্জাবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তুলসীহাটা মস্তান রোড কেলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ইসরাইলের (৩১)। আর বেঙ্গালুরুতে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দ্বিতল ভবন থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন আনওয়ারুল হক (৩৬)। তাঁর বাড়ি চাঁচল-২ ব্লকের হলদিবাড়ি গ্রামে। দুই পরিবারেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চরম আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে চলছিল ইসরাইলের সংসার। সংসারের হাল ধরতে কাজের সন্ধানে পঞ্জাবে পাড়ি দেন। সেখানে আবর্জনা কুড়ানোর কাজ করতেন। স্ত্রী, এক ছেলে ও চার মেয়েকে নিয়ে পঞ্জাবেই থাকতেন। রবিবার পঞ্জাবের কিশানগঞ্জ চক এলাকায় রাস্তার ধারে হাঁটার সময় একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পঞ্জাবের লুলপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ইসরাইলের মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারীর অকালমৃত্যুতে দিশেহারা স্ত্রী।

অন্যদিকে, দিনমজুর পরিবারের ছেলে আনওয়ারুল পাঁচ মাস আগে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। সেখানে বহুতল ভাঙার কাজ করছিলেন। শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ কর্মরত অবস্থায় তারে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতল ভবন থেকে পড়ে যান। সহকর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী মরিয়ম খাতুন বলেন, 'স্বামীর অবর্তমানে দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে কীভাবে সংসার চলবে? স্বামীর চিকিৎসা খরচ হিসেবে হাসপাতাল থেকে ১০ লক্ষ টাকা চাইছে। তবেই মৃতদেহ ছাড়বে। এত টাকা পাব কোথায়?'

আনারুলের স্ত্রী মরিয়ম খাতুন ও দুই নাবালক পুত্রসন্তান।

চালের বড়ি দিচ্ছেন বধূ। বালুরঘাটের মণিপুর গ্রামে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

এমসিআইসি পদ পূরণ ৩ দিনে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : দায়িত্ব পেয়েছেন সবে শনিবার। রবিবার সকালেই কর্মতৎপরতার বার্তা দিলেন বালুরঘাট পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা। তিনদিনের মধ্যে এমসিআইসি পদ পূরণ করবেন বলে আশ্বাসও দিলেন।

২০২৩ সালের সরকারি নির্দেশনামায় চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের পদে পাঁচজন কাউন্সিলারকে নিয়োগ করার কথা থাকলেও, বালুরঘাট পুরসভায় এতদিন তিনজন কাউন্সিলারকে এমসিআইসি করে রাখা হয়েছিল। এবারে তাই পাঁচজন এমসিআইসি নিয়োগ করতে চলেছেন নতুন চেয়ারম্যান। ইতিমধ্যেই নতুন দুজন এমসিআইসি'র বসার ব্যবস্থা করার জন্য পুরসভায় ঘরের কাজও শুরু হয়েছে। অশোকের আমলের তিনজন এমসিআইসি-ই বিদ্রোহী শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ওই তিনজন তো পদে থাকবেনই। সেইসঙ্গে নতুন করে আর কোন দুজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেব্যাপারে এদিন নতুন চেয়ারম্যান কিছু বলতে চাননি।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে মেরেকেটে তিন মাস কাজ করার সময় পাবেন সুরজিৎ। এর মধ্যেই বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দিকে ঢলে যাওয়া ভোটব্যাংক নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনার মরিয়া প্রয়াস রয়েছে তৃণমূলের। আর তাই গত লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরে, চেয়ারম্যান বদল করা হল বালুরঘাট পুরসভায়। নতুন চেয়ারম্যান হওয়া সুরজিতের কাঁধে এখন বালুরঘাটের বাসিন্দাদের আস্থা অর্জনের দায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল। তাঁর উপরে যে দলের প্রত্যাশার চাপ রয়েছে, তা সুরজিৎও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আর তাই একদিনও সময় নষ্ট না করে, সোমবার থেকেই পুরসভার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন সুরজিৎ। তিনি পুরসভা অফিসে প্রথমবার চেয়ারম্যান হিসেবে পৌঁছে কী কী কাজ করবেন, তার একটি তালিকাও ছকে নিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'সোমবার সকালে অফিসে পৌঁছেই পুরকর্মী, কাউন্সিলার ও অন্যদের সঙ্গে বৈঠক করব। শহরের উন্নয়নমূলক বিষয়, অর্ধসমাপ্ত কাজ, আগামী পরিকল্পনাগুলি খতিয়ে দেখা হবে। বিকেলেই শহরে পথশ্রীর কাজের ওয়ার্ক অর্ডার বিলি করা হবে।' তিনদিনের মধ্যে এমসিআইসি গঠন করা হবে। দৈনিক মজুরির কর্মীদের বেতন কাঠামোতে সমস্যা রয়েছে, সেগুলি মেটানোর পরিকল্পনা করা হবে বলেও আশ্বাস তাঁর। সুরজিতের কথায়, 'দল যে আস্থা আমার উপরে রেখেছে, আমি যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করব।'

রবিবার সকালে নিজের চোখে শহরের হাল দেখতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। বিভিন্ন বিষয় নোট করেছেন। পরে সার্কিট হাউসে রাজ্য নেত্রী জয়া দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। তখন সঙ্গে ছিলেন দলের শহর সভাপতি সুভাষ চাকি। এরপর কয়েকজন প্রবীণ বাসিন্দার সঙ্গে দেখা করেন। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা নেন। পরে ওয়ার্ড কমিটি আয়োজিত শুভেচ্ছাবার্তা বিতরণ কর্মসূচিতে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। পুরো ওয়ার্ড মিছিল করে ঘোরেন তিনি।

নিজের ওয়ার্ডে জনসংযোগ নতুন চেয়ারম্যানের। রবিবার বালুরঘাটে।

খুশি হিলির রপ্তানিকারকরা

চাল আমদানি করবে বাংলাদেশ

হিলি, ১৮ জানুয়ারি : ফের চাল আমদানির ছাড়পত্র দিল বাংলাদেশ সরকার। তৃতীয়বার রবিবার দুপুরে ২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সেখানকার তদারকি সরকার। ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসতেই রপ্তানি নিয়ে আশায় হিলি স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা। সোমবার থেকে চাল রপ্তানি শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। হিলি এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ইমপোর্টার্স কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আলাউদ্দিন মণ্ডল বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার ২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। কোনও মূল্য নির্ধারিত হয়নি। তবে বাংলাদেশে ৫ শতাংশ সেস দিতে হবে। গতবার হিলি স্থলবন্দর দিয়ে লক্ষাধিক মেট্রিক টন চাল বাংলাদেশ রপ্তানি হয়েছিল। এবারেও আমরা সত্তর হাজার মেট্রিক টন চাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানির সুযোগ পাব বলে আশা করছি। এলসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এক-দুইদিনের মধ্যে রপ্তানি শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

খরিফ ও রবি শস্যের মরশুমে বাংলাদেশে ধান উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেওয়ায়, চালের বাজারে সংকট তৈরি হয়েছে। যে কারণে চালের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারি রুখতে চাল আমদানির অনুমতি দিচ্ছে ইউনূস সরকার। গত বছর অগাস্ট মাসে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছিল তদারকি সরকার। নভেম্বর মাসে ফের ১ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি দেয়। চলতি খরিফ মরশুমে ধানের উৎপাদনে ঘাটতি হতেই চালের জোগানে ফের সংকট তৈরি হয়। যার জেরে রবিবার দুপুরে ফের ২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বাংলাদেশের ২৩২টি আমদানিকারক সংস্থাকে ২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসতেই হিলি স্থলবন্দরের চাল রপ্তানির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গত দু'বারে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন চালের মধ্যে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টন চাল রপ্তানি হয়েছিল বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

শুনানির আগের দিন নোটিশে ক্ষোভ বোঁচাডাঙ্গায়

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৮ জানুয়ারি : সোমবার শুনানি। তার আগে রবিবার শুনানির নোটিশ দিতে গেলেন বিএলও। তাই নিয়ে রবিবার দুপুরে বোঁচাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংতোর এবং পূর্ব তরঙ্গপুর এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন স্থানীয় বিএলও। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীদের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা আবু বক্কর সিদ্দিকীর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সোমবার শুনানির দিন ধার্য করা রয়েছে। রবিবার নোটিশ দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি জোগাড় করা অসম্ভব। কিন্তু এনিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও অভিলাষ দেবশর্মা কোনও উত্তর দিতে পারেননি। শুনানির নোটিশে ইআরও-র সই থাকলেও তারিখ দেওয়া নেই।

এদিকে বিএলও'র সাফাই, 'শনিবার সন্ধ্যায় সুপারভাইজার আমাকে ৮৬টি ফর্ম দিয়েছেন। তাই রবিবার ফর্ম বিলি করতে বেরিয়েছিলাম। প্রায় ৪০টির মতো ফর্ম বিলিও করেছি। যাঁদের দিয়েছি তাঁদের শুনানির তারিখ সোমবার। এনিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে কালিয়াগঞ্জের বিডিও বিদ্যুৎবরন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা গ্রামবাসীদের অসুবিধার বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। কোনও ভয়ের কারণ নেই। ওঁদের শুনানির ক্ষেত্রে আরও ১ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।'

ঘটনায় কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্যের কটাক্ষ, এসআইআর-এর নামে সারারাজ্যে প্রহসন চলছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের করঞ্জি পঞ্চায়েত শুনানিতে ডাক পাওয়া মানুষকে সাহায্য করতে ছুটির দিনেও তৎপর হল। রবিবার সকাল দশটা থেকে হাজারখানেক মানুষ পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলেন। সকলের কিছু না কিছু সমস্যা ছিল।

পঞ্চায়েত প্রধান ফারিকুল ইসলাম এবং পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস জানান, রবিবার ছুটি হলেও পঞ্চায়েত খুলে ২০১১ সালের ভোটার তালিকা বের করে সাহায্য করা হচ্ছে। নামের ভুল ছাড়াও পাঁচ-ছয় ভাই রয়েছে এমন পরিবারগুলিকে শুনানির চিঠি দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতের এমন উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ।

এদিকে, মালদার চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের শুনানিকেন্দ্রে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বললেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হাসান। তিনি সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন এবং প্রয়োজনীয় নথি সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করতে নানা বিষয় বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, 'এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তৃণমূল সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে।'

পাশাপাশি এসআইআর-এর নামে নাগরিকদের হয়রানির প্রতিবাদে ওয়েলফেয়ার পার্টির উদ্যোগে সামসীতে প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ করা হল। ওয়েলফেয়ার পার্টির সামসী অফিস ধরমকাটা থেকে মিছিল শুরু হয়ে তা ঘাসিরাম মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। হয়রানি বন্ধ ছাড়াও পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সামসী রেলগেটে ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

করঞ্জি পঞ্চায়েত অফিসে লাইন। রবিবার।

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : একের পর এক তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এসআইআর নোটিশ। সাংসদ দেব, সামিরুল ইসলাম ও বিধায়ক জাকির হোসেনের পর এবার শুনানির নোটিশ পেলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়েই এই ঘটনাকে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' বলে দাগিয়ে দিলেন দুই সাংসদ। চোপড়ার রোড-শো থেকে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'আমাদের হেনস্তা করতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে নোটিশ ধরিয়েছে। এই বাংলায় সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে বলেই নোটিশ পাঠাচ্ছে। কমিশন ও ভ্যানিশ কুমারকে কাজে লাগিয়ে নাম বাদের চক্রান্ত করছে বিজেপি।'

বাইরন বিশ্বাস সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভার যে বুথের ভোটার সেখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও তাঁর হাতে শুনানির নোটিশ ধরিয়েছেন। বাইরনকে ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। বিধায়কের অভিযোগ, 'আমার প্রয়াত বাবা এই জেলার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন। গোটা রাজ্যে আমাদের পরিচিত রয়েছে। আমার সঙ্গে যদি এই ধরনের আচরণ করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী করা হচ্ছে তা সহজে অনুমেয়।' সম্প্রতি এসআইআর শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের অপর তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনও। মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে দুই বিধায়ককে শুনানিতে ডাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দলের অন্দরে। যদিও বিজেপির দিকে আঙুল তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমরা যদি অবৈধ হই, তবে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শা'ও অবৈধ। যাঁরা ভোট দিয়ে আপনাদের নির্বাচিত করলেন, তাঁরা যদি অবৈধ হয়, তবে আপনারা বৈধ হন কী করে? হার্ট অ্যাটাক আর স্ট্রোকে মানুষ মারা যাচ্ছেন, আর মোদিজি ৮ হাজার কোটি টাকার বিমানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী সুন্দর বিচার, তাই না?'

সাংসদ বাপি হালদার শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন ২৮ জানুয়ারি। সংসদে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তাঁকে হয়রানি করার জন্য তলব করা হয়েছে বলে অভিযোগ সাংসদের। তাঁর আবেদন, শুনানির তারিখ ওইদিনের পরিবর্তে এগিয়ে আনা হোক। বাপি বলেন, 'মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষকে এভাবে হেনস্তা করার চক্রান্ত চলছে।' অভিষেক বলেন, 'বাপি হালদার তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। বয়স বড়জোড় ৩২-৩৫। ভাবুন তাঁকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা নাকি অনুপ্রবেশকারী!'

বিকশিত বাংলার 'স্বপ্ন'

বাঙালি অস্মিতা, উন্নয়নের তাস মোদির মুখে

অরূপ দত্ত

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : শিল্প বনাম কৃষির লড়াইয়ে উত্তপ্ত ছিল যে মাটি, সেই সিঙ্গুর থেকেই রবিবার রাজ্যবাসীর বাংলা ও বাঙালির হৃদস্পন্দন ছুঁতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরের পুণ্যভূমি থেকে রাজ্যবাসীর অস্মিতাকে ছুঁয়ে এক নতুন 'বিকশিত বাংলা'র রোডম্যাপ তুলে ধরলেন তিনি। ৮৩০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—বাঙালির আবেগকে সঙ্গী করেই এগোবে আগামীর 'বিকশিত বাংলা'। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন।' তিনি আরও বলেন, 'মালদা থেকে হুগলি—আমি যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি। এই জোয়ারই বাংলার ভাগ্য বদলাবে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক শিয়ালদা–বারাণসী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। মোদি সচেতনভাবেই বাঙালির আধ্যাত্মিক আবেগকে স্পর্শ করে বলেন, 'কাশী আমার সংসদীয় এলাকা ঠিকই, কিন্তু বাংলার সঙ্গে এর নাড়ির টান অতি প্রাচীন। এই ট্রেন সেই আত্মিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।' এছাড়া হাওড়া-আনন্দ বিহার এবং সাঁতরাগাছি-তাম্বরম রুটেও দু'টি অমৃত ভারত ট্রেনের সূচনা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের রেল যাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া আনবে।

হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম-এর শিলান্যাস এদিন ছিল এক মাস্টারস্ট্রোক। প্রায় ৯০০ একর জমির ওপর এই আধুনিক টার্মিনালে থাকছে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল এবং রোড ওভার ব্রিজ। এটি বছরে প্রায় ২.৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণে সক্ষম হবে। ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এবং দু'টি বিশাল জেটি সমৃদ্ধ এই প্রকল্পের ফলে কলকাতা শহরের যানজট কমবে। কেবল লজিস্টিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবহণ ক্ষেত্রে স্থানীয় হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী এক বড় স্বপ্ন দেখালেন বাংলার মৎস্যজীবী ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

বাঙালির মাছ-প্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। বলেন, 'ভারত বর্তমানে সামুদ্রিক খাদ্য রফতানিতে দ্রুত এগোচ্ছে। আমার লক্ষ্য, এই ক্ষেত্রে বাংলাই দেশকে নেতৃত্ব দিক।' পাশাপাশি, হুগলি নদীতে পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই জাহাজটি শূন্য-নিঃসরণ মোডে চলতে সক্ষম। এটি হুগলি নদী বরাবর ইকো-ট্যুরিজম এবং নিত্যযাত্রীদের পারাপারে বিপ্লব ঘটাবে। পরিবেশ রক্ষায় এবং পর্যটনে জোয়ার আনতে এদিন তিনি গঙ্গার বুকে অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই শূন্য-নিঃসরণ জাহাজটি হুগলি নদীর দু'পাড়ে ইকো-ট্যুরিজম ও নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি স্বপ্নপূরণ করে এদিন জয়রামবাটি – বরগোপীনাথপুর–ময়নাপুর নতুন রেললাইনের উদ্বোধন করেন মোদি। এর ফলে মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে রেল যোগাযোগ সহজতর হল। ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত একটি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরও ফ্ল্যাগ-অফ করেন তিনি। মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ তীর্থযাত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সিঙ্গুরকে মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়ে মোদি এদিন কেবল সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করেননি, বরং উন্নয়নের মোড়কে বাঙালির অস্মিতাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কৃষ্টি, মাছ এবং মাটি—এই তিন আবেগকে হাতিয়ার করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'সোনার বাংলা'র আর্থিক পুনর্জাগরণই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য।

■ রবিবার তিনটি অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন, উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা-বারাণসী

■ বাঙালির মাছপ্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন মোদি

■ হুগলি নদীতে ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারানের উদ্বোধন করেন এদিন

> বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন। মালদা থেকে হুগলি- যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

ইট'স কুল... রবিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের শঙ্কা

এসআইআর-এ মানসিক ক্ষত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ফুলবাগানের একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ের বাইরে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুনানির জন্য লম্বা লাইন। শুনানি শেষে বেরিয়ে আসা কাকলি সাহার কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'সব তো জমা দিয়ে এলাম, এখন জানি না কপালে কী আছে।' গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি কোণ থেকে আসছে হাহাকারের খবর। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত এসআইআর সংক্রান্ত কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১০০ জনের। এসআইআরের ফলে সমাজের নানা স্তরে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা। এর প্রভাব তাৎক্ষণিক নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী বলে মনে করছেন মনোবিদরা।

এসআইআর শুরুর পর থেকেই অদ্ভুত এক উদ্বেগ প্রভাব ফেলেছে বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও। বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজির পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। নভেম্বরের আগে যেখানে নিউরো সাইকোলজি বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫০-১৭০ জন, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫-২৫০-এ। অন্যদিকে নিউরো মেডিসিন বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৩০০ থেকে লাফিয়ে পৌঁছেছে ৫০০-র ঘরে। চিকিৎসকদের মতে, এই বিপুল বৃদ্ধির কারণ হল এসআইআর কেন্দ্রিক মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা। মনোবিদদের মতে, এর ফলে এক চিরস্থায়ী আশঙ্কা থেকে যেতে পারে মানুষের মধ্যে। ফলে ছোটখাটো কোনও ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ, উত্তেজনা এমনকি তার মুখোমুখি হতেও ভয় পেতে পারেন মানুষ।

মনোবিদ অর্ণব দত্তের মতে, 'বহু মানুষ এসআইআরের সঙ্গে নাগরিকত্বের বিষয়টি জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে এর থেকে ভবিষ্যতে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতে কখনও যদি এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, মানুষ ভয় পাবে।' চিকিৎসক চন্দনা বক্সী জানালেন, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর যত জন মানুষ আমার কাছে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্ট্রেসের কারণ হিসেবে এসআইআরের কথা উল্লেখ করেছেন।'

সিদ্ধান্তহীনতা, অতিরিক্ত সাবধানতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে ব্যক্তি বিশেষে। এমনটাই মনে করছেন মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় মানুষের মধ্যে পকেট ট্রমা তৈরি হচ্ছে। বৃহত্তরভাবে এর সামাজিক প্রভাব না পড়লেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন।' মনোবিদ রঞ্জন ঘোষের মতে, 'এর প্রভাব কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। মানুষ ছোটখাটো বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। কারোর যদি বাইপোলার বা অ্যাডিকশন থাকে তাহলে তা এই চাপের ফলে বেড়ে যেতে পারে। যে কোনও বিষয়ে সন্দেহ বা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হতে পারে ব্যক্তি বিশেষে।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এসআইআর শুনানির এই প্রক্রিয়া মানুষের মনে যে ক্ষত তৈরি করছে, তা সারিয়ে তোলা সময়ের পক্ষেও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ এখন নিজের মনের সঙ্গেই লড়তে বাধ্য হচ্ছে।

> মানুষ হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ায় স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। যার শারীরিক প্রভাবও রয়েছে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চললে মানুষের মধ্যে ডিপ্রেশন তৈরি হয়।
>
> -চন্দনা বক্সী

বৈষম্য রোধে কড়া পদক্ষেপ ইউজিসি'র

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব বিতর্ক এবং প্রায় ১০ বছর আগে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কম ওঠেনি। এর আঁচ পড়েছে রাজ্যেও। এই অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে এবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র নতুন বিধি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সম্প্রতি ইউজিসি 'প্রোমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন' বিধি জারি করে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পরিচয় সহ একাধিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সামনের সারির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

নতুন বিধি অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'ইকুয়াল অপারচুনিটি সেন্টার' গঠন করতে হবে, যার চেয়ারম্যান হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা হবে 'ইকুইটি কমিটিও'। ওই কমিটিতে সদস্যরা দু'বছর পর্যন্ত বহাল থাকবেন। কোনও পড়ুয়া বা কর্মীর অভিযোগ পেলে কমিটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে রিপোর্ট। তার ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে 'ওম্বুডসম্যান'-এ আবেদন করা যাবে। ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু থাকবে হেল্পলাইন নম্বরও। ফোন মারফত কেউ অভিযোগ জানালে তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সম্পূর্ণ নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবে ইউজিসি। গাফিলতি দেখতে পেলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। ইউজিসি-র বৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম বাদও যেতে পারে। এই নিয়ম কার্যকর হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জাতিগত বিভেদ সহজেই রোধ করা যাবে বলে মনে করছে উপাচার্যমহল।

শুনানির আগে 'আত্মঘাতী'

আসানসোল, ১৮ জানুয়ারি : এসআইআরের শুনানিতে যাওয়ার আগেই আত্মঘাতী হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের সালানপুর ব্লকের এক বৃদ্ধ। জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ নারায়ণ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর ছোট মেয়ে সঞ্চয়িতা দাস সেনগুপ্তর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। ফলে তাঁরা শুনানিতে ডাক পান। তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত নথি না থাকায় প্রবল মানসিক চাপে বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেন বলে পরিবারের দাবি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এর জন্য দায়ী বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, শুনানির নোটিশ পাওয়ার পরেই তিনি যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিএলও তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ও ছোট মেয়ের ভবিষ্যতের আশঙ্কা করেই উদ্বেগে ছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ এখনও দায়ের করা হয়নি। সালানপুর ব্লক প্রশাসন সমগ্র ঘটনায় তদন্ত করে দেখছে বলেই জানা গিয়েছে।

সিপিএমের প্রচারে ফের সিঙ্গুরে কর্মসংস্থান

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : প্রায় দেড় দশক হতে চলল, ক্ষমতায় নেই বামেরা। ২০০৬ সালে টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিঙ্গুর আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকারের পতনের এক অন্যতম কারণ। ওই সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে কৃষিজমি রক্ষা, চাষির অধিকার, জমি ফেরত চাই—এই স্লোগানগুলিতেই বাম সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই দশক পর সেই সিঙ্গুরই চাইছে শিল্প ও কর্মসংস্থান। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নতুন করে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রচারে নামতে চাইছে বামেরা।

ভোটমুখী বাংলায় রবিবার টাটার মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে শিল্প নিয়ে আলাদা এক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন সিঙ্গুরের জমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পায়নের কোনও কথা শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এই প্রেক্ষিতে ওই সময় বিজেপি ও তৃণমূল তথা তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতাতের কথা তুলে ধরে প্রচারে নেমে পড়েছে সিপিএম। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রাজনাথ সিংয়ের ছবিকে পোস্টার বানিয়ে প্রচার শুরু করেছে বামেরা। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা না হওয়া নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতাতকেই দায়ী করেছে তারা।

শুধু সমাজমাধ্যম নয়, সিঙ্গুরের জনগণের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসংস্থানের পক্ষে নিজেদের অবস্থান জোরালো করার পরিকল্পনা করছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। বাম নেতাদের মতে, সময়ের সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে, শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাদের দাবিই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিল, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।' সম্প্রতি পুরোনো পন্থাতেই বুথে বুথে বৈঠক করছে সিপিএম। সিঙ্গুর ইস্যুকে অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় জনগণের কাছে প্রয়োজনমতো তুলে ধরা হবে বলেই জানিয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

> গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিলেন, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিলেন। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।
>
> -মহম্মদ সেলিম

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪১ সংখ্যা, সোমবার, ৫ মাঘ ১৪৩২

কাঁটাবিদ্ধ ন্যাটো

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকিকে কেন্দ্র করে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (ন্যাটো) মধ্যে ব্যাপক অশান্তি শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের স্বৈরাচারী মনোভাব মেনে নিতে নারাজ ন্যাটোর অন্য শরিকরা। গ্রিনল্যান্ড এব্যাপারে নিজেদের কঠোর মনোভাব ইতিমধ্যে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে। সামরিক তৎপরতাও শুরু করেছে দেশটি। গ্রিনল্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়েছে ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম সহ ইউরোপের নানা দেশ। ইউরোপীয় সেনারা ইতিমধ্যে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

সম্প্রতি মার্কিন ডেল্টা ফোর্স রাতের অন্ধকারে তেলসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলায় হানা দিয়ে সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে কারাকাসের প্রাসাদ থেকে অপহরণ করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। মাদক-সন্ত্রাসের অভিযোগে ইতিমধ্যে তাঁদের বিচারও শুরু হয়েছে মার্কিন আদালতে। এমনিতে ইজরায়েলকে সঙ্গী করে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা বহুদিন ধরে খবরদারি চালিয়ে আসছে।

এখন আবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের নজর পড়েছে খনিজসমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ডে। কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিনল্যান্ড শাসন করছে ডেনমার্ক। ১৯৭৯ সাল থেকে স্বশাসিত হলেও গ্রিনল্যান্ডের মানুষ ডেনমার্কের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। সেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর আমেরিকার নজর পড়ায় এখন শুধু ন্যাটো নয়, ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে সারা বিশ্ব।

রোজ যিনি দেশে দেশে যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন, নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন, সেই ট্রাম্পের একের পর এক দেশে দাদাগিরি চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বজুড়ে। প্রতিবাদে এই মুহূর্তে গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ন্যাটো ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে।

কয়েকদিন আগে হোয়াইট হাউসে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের দুই বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। দুই বিদেশমন্ত্রী হাজার চেষ্টা করেও রুবিও এবং ভ্যান্সকে গ্রিনল্যান্ড দখলের মার্কিন পরিকল্পনা থেকে টলাতে পারেননি। বৈঠক পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে বৈঠকের কিছুক্ষণ আগে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস ফ্রেডেরিক নিলসেন কার্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনকে পাশে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে যদি আমেরিকা এবং ডেনমার্কের মধ্যে কোনও একটি দেশকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি সবসময় ডেনমার্ককে বেছে নেব।'

এত সবের পরেও ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের প্রশ্নে অনড় আছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার দরকার। তাঁর এই একগুঁয়েমি মনোভাবে অবশ্য ট্রাম্পকে ন্যাটো সামরিক জোটে একঘরে করে দিয়েছে। ন্যাটোর জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল। ১২টি দেশ মিলে গঠন করেছিল ন্যাটো।

ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন ন্যাটো ছিল সোভিয়েত রিপাবলিকের নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ। সোভিয়েতের পতনের পর ন্যাটো পূর্ব ইউরোপের বহু দেশকে জোটের সদস্য করে নেয়। প্রধানত রুশ আগ্রাসন থেকে রক্ষা এবং ইউরোপ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক জোটের প্রয়োজন অনুভব করেছিল তারা। সেই চাহিদা মিটিয়েছে ন্যাটো।

আজ গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করতে নেমে পড়েছে ইউরোপের বহু রাষ্ট্র। ট্রাম্পের যুক্তি, রাশিয়া এবং চিন অনেক আগে থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এঁটেছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে রুশ ও চিনা কবজায় গ্রিনল্যান্ডের চলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে মস্কো ও বেজিং।

আমেরিকা নতুন করে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহী। কিন্তু ট্রাম্পের ভূমিকায় সকলে হতাশ। কয়েক মাস আগে ন্যাটোর বিরাট আর্থিক দায়ভারের সিংহভাগ বহনে অক্ষমতা জানিয়ে ট্রাম্প সামরিক জোট ছাড়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আজ সেই জোটে নিজেই কোণঠাসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

'গডফাদার' ট্রাম্প ও মার্কিন গণতন্ত্রের ফানুস

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রমাণ করেছেন, আমাদের 'হইহট্টগোলের' সংসদীয় ব্যবস্থাই আসলে স্বৈরতন্ত্রের সেরা প্রতিষেধক।

নীহারিকা সরকার

-এআই

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই কানে আসে, 'ধুর মশাই! এই খিচুড়ি মার্কা সিস্টেমে দেশ চলে? তার চেয়ে আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্টশিপ দিয়ে দিন। একজন নেতা, এক সিদ্ধান্ত, ব্যাস! কেল্লা ফতে।'

আমাদের অনেকেরই ধারণা, ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যের দেশে এই 'সংসদীয় গণতন্ত্র' বড্ড নড়বড়ে। পদে পদে বাধা, শরিকি কোন্দল, আর রোজকার 'কিচকিচ'। তার চেয়ে আমেরিকার মডেল কত চকচকে! একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট, যিনি সাংসদদের ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়াই দেশ চালাবেন। অনেকটা সেই 'নায়ক' সিনেমার অনিল কাপুরের মতো- একদিনে সব সাফ! কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখার জন্য আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না, শুধু বর্তমান হোয়াইট হাউসের দিকে তাকালেই হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নামক 'ঝড়'- যিনি এখন দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার গদিতে- চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমেরিকার সেই বিখ্যাত 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস' বা 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য'-র তত্ত্ব আসলে কতটা ঠুনকো।

গণতন্ত্র নাকি জমিদারি?

আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা রাজতন্ত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন। তাই তাঁরা খুব কায়দা করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিলেন- প্রেসিডেন্ট দেশ চালাবেন, কংগ্রেস (আইনসভা) টাকার থলি সামলাবে, আর সুপ্রিম কোর্ট আম্পায়ারের মতো হুইসল বাজাবে। খাতায়-কলমে দারুণ ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থা ততদিনই কাজ করে, যতদিন গদিতে বসা মানুষটা 'ভদ্রলোক' থাকেন এবং অলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলেন।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প? তিনি সেইসব নিয়মকে 'ডায়েট কোকের' খালি ক্যানের মতো দুমড়ে-মুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার সংবিধান আসলে ভদ্রলোকদের জন্য লেখা, কোনও 'পাড়ার মস্তান'-এর জন্য নয়। ট্রাম্প অনেকটা বিয়েবাড়ির সেই বদমেজাজি জ্যাঠামশাইয়ের মতো- যিনি ক্রিস্টালের গ্লাস ভেঙে, ওয়েটারকে ধমক দিয়ে, শেষে সবাইকে শিষ্টাচারের জ্ঞান দেন।

'রাজা' ট্রাম্পের দরবার

ট্রাম্পের প্রথম জমানা যদি হয় ট্রেলার, তবে এই 'রাউন্ড-২' হল হরর মুভি। আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা? তিনি নিজের পছন্দের লোক দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট এখন আর নিরপেক্ষ আম্পায়ার নয়, বরং ট্রাম্পের 'ইয়েস ম্যান'-দের আখড়া। বিচারকরা ট্রাম্পের তৈরি করা পোশাক পরেই বিচারাসনে বসছেন বলে মনে হয়। ফেডেরাল এজেন্সিগুলো, যা কি না আমেরিকার মেরুদণ্ড, সেখানে এখন যোগ্যতার চেয়ে আনুগত্যের দাম বেশি।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, ট্রাম্পের 'ইউনিটারি এগজিকিউটিভ থিওরি'। সোজা বাংলায়- প্রেসিডেন্ট যা করবেন, সেটাই আইন। তিনি চাইলে বিচার বিভাগকে নিজের ব্যক্তিগত উকিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, আর এফবিআই-কে লেলিয়ে দিতে পারেন বিরোধীদের পেছনে। নিজের অপছন্দের শহরগুলোতে ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া, সংবাদমাধ্যমকে 'ফেক নিউজ' বলে দেগে দেওয়া, এমনকি নির্বাচনের তারিখ নিয়ে ছেলেখেলা করা- এসব এখন ওভাল অফিসের রুটিন।

কূটনীতির নামে 'দাদাগিরি'

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকা এককালে যে দাপট দেখাত, ট্রাম্প সেটাকে স্রেফ মাফিয়া-সুলভ দাদাগিরিতে নামিয়ে এনেছেন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হোক বা ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা- আমেরিকার বহু বছরের পরিশ্রমকে তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে আমেরিকার কোম্পানিগুলোর মধ্যে তেলের খনি বাঁটোয়ারা করার যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন, তা কোনও সভ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মুখে মানায় না। একে 'বানর-বাঁটোয়ারা' ছাড়া আর কী বলা যায়? রাষ্ট্রসংঘ? ওসব তো ট্রাম্পের কাছে নিছক আড্ডাখানা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা ইউরোপের নেতারা যে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে দু'বার ভাবেন, তার কারণ আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ কী পোস্ট করবেন, তার ওপর নির্ভর করে বিশ্বের অর্থনীতি। আজ যিনি বন্ধু, কাল তিনি শত্রু। এই খামখেয়ালিপনা কোনও সুপারপাওয়ারের নেতার শোভা পায় না। ডেনমার্কের মতো বন্ধু দেশকে গ্রিনল্যান্ড দিয়ে দেওয়ার জন্য ধমকানো- এ তো রিয়েল এস্টেটের দালালি, কূটনীতি নয়!

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার গদিতে বসে আমেরিকার 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস'কে যেন পরীক্ষার খাতার মতো কাটাকুটি করছেন। প্রেসিডেন্টের হাতে এত ক্ষমতা থাকলে, বিচার ব্যবস্থা থেকে কূটনীতি- সবই 'মুড'-এর ওপর চলে, সেটাই এখন ওভাল অফিসের রুটিন। তুলনায় ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে ঝগড়াঝাঁটি আর হট্টগোল থাকলেও, অন্তত সবাই মিলে লাগাম টেনে ধরতে পারে। ট্রাম্প বোঝালেন- গণতন্ত্রে ভদ্রলোকের শিষ্টাচার না থাকলে, সিস্টেমও বড্ড অসহায়।

আমরা প্রায়ই বলি, 'আমাদের দেশেই যত চোর-ডাকাত।' কিন্তু ট্রাম্প যা করছেন, তা 'তৃতীয় বিশ্বের' দুর্নীতিবাজ নেতাদেরও লজ্জায় ফেলে দেবে। নিজের হোটেল-রিসর্টে সরকারি মিটিং করা, পরিবারের সদস্যদের ব্যবসার সুবিধা করে দেওয়া, এমনকি হোয়াইট হাউসে বসে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবসা প্রোমোট করা- এসব এখন ওপেন সিক্রেট। মজার ব্যাপার হল, আমেরিকার তথাকথিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব দেখেও কুলুপ এঁটে বসে আছে।

ভারতের 'বিশৃঙ্খল' গণতন্ত্রই শ্রেয়

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি সত্যিই আমেরিকার এই মডেল চাই? এখানেই ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার সৌন্দর্য। আমাদের সংসদে হট্টগোল হয়, মাইক ভাঙা হয়, কিন্তু দিনশেষে প্রধানমন্ত্রীকে সাংসদদের জবাব দিতে হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের ভয় থাকে। আমাদের ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা খুশি তাই করতে পারেন না; শরিক দল, বিরোধী পক্ষ এবং সর্বোপরি সংসদ তাঁকে টেনে ধরে।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট একবার নির্বাচিত হলে চার বছরের জন্য তিনি কার্যত অজেয়। ইমপিচমেন্ট? ওটা তো এখন রাজনৈতিক প্রহসন। কিন্তু ভারতে সরকার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে বলেই, স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ কম।

ট্রাম্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, গণতন্ত্র কোনও অটোপাইলট মোডে চলা বিমান নয়। একে চালাতে গেলে চালকের সততা লাগে। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি অন্তত গণতন্ত্রের বেসিক কোডগুলো মানবেন। ট্রাম্প সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন।

তাই পরের বার যখন কেউ বলবেন, 'ভারতের একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম দরকার', তখন তাঁকে ট্রাম্পের ছবিটা দেখিয়ে দেবেন। 'নড়বড়ে' বাসের মতো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে হয়তো ঝাঁকুনি বেশি, কিন্তু অন্তত এটা নিশ্চিত করে যে, ড্রাইভার চাইলেই বাসটাকে খাদে ফেলে দিতে পারবেন না- যাত্রীরা (সংসদ) তাঁকে থামাবেনই।

গণতন্ত্রের আইটেম নম্বরে একজন উন্মাদ সোলো পারফর্মারের চেয়ে, আমাদের এই 'হইহট্টগোলের' দলবদ্ধ নাচই অনেক বেশি নিরাপদ।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৭৮

নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৩৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন করেছিল। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহিদরাও মুক্তিযোদ্ধা। বিএনপি আবার সরকার গড়লে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রকে তাঁদের জন্য আলাদা বিভাগ হবে। এই পরিবারগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

- তারেক রহমান

ভাইরাল/১

বিহারের সীতামঢ়ীর এক তরুণ সাইকেলে যাচ্ছিলেন। মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান তাঁকে ধাক্কা মারে। মারা যান ওই তরুণ। কোনও সাহায্য না করে উলটে যাওয়া ভ্যান থেকে একদল মানুষ মাছ লুট করতে ব্যস্ত। নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

থাইল্যান্ডের লার্ন দ্বীপের একটি পাহাড় থেকে প্যারাগ্লাইডিং করছিলেন এক মার্কিন পর্যটক। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের খুঁটির ওপর আছড়ে পড়েন। সেখানেই উলটো ঝুলতে থাকেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমন
জনমত

টিউশনে জমজমাট বাণিজ্য

শিক্ষা আজ অনেকাংশে বাণিজ্যে পরিণত। নির্ধারিত ভর্তি ফি দিতে না পারলে ষষ্ঠ শ্রেণির শিশুটিকেও ভর্তি নেওয়া হয় না। আবার যে তরুণ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁকেও প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মোটা অঙ্কের ফি দিতে হয়। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানুষ হওয়ার জন্য যে বিষয়টি অপরিহার্য ছিল, সেখানে এখন বাণিজ্য বেশ জমে উঠেছে।

প্রাইভেট টিউশনির বাজার এতটা জমজমাট হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। বেকারত্ব নিদারুণভাবে বেড়ে চলেছে। টিউশনিটাই আপাতত কাজের সেরা উপায়। প্রতিযোগিতার বাজারে কখন যে বিষয়টি বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে তা কেউ খেয়াল করেননি। অনেক শিক্ষক এখন পড়ানোর চেয়ে ছাত্রদের পরীক্ষায় নম্বর পাইয়ে দেওয়ার কৌশল শেখাতেই বেশি ব্যস্ত!

অন্যদিকে, স্কুলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকের সামনে দিয়েই মেধাবী ছাত্রটি টিউশনিতে ছুটছে- এটি একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতি। তবে এই লজ্জা শুধু আদর্শ শিক্ষকেরই, যে মা উচ্চশিক্ষিত হয়েও নিজের চার-পাঁচ বছরের শিশুটিকে অ-আ, এ-বি শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন তাঁর চোখে লজ্জার বদলে গর্ব দেখা যায়। এভাবেই অনেক ক্ষেত্রে অকারণে টিউশনির বাজার বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। টিউশন সেন্টারের 'রেডিমেড নোট' আজ পড়ুয়াদের বেশি পছন্দ। যখন একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার আনন্দ ভুলে শুধু নম্বর তোলার যান্ত্রিক কৌশলে অভ্যস্ত হয়, তখন বুঝতে হবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই পরাজিত হয়েছে। বাজারদরের ফর্দ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে তাকে জ্ঞান অর্জনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফিরিয়ে আনাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

রাসেল সরকার, বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অসুরের অন্তিম প্রস্থান ও আমাদের বিবেক

দারিদ্র্য আর নিঃসঙ্গতার কাছে পরাজিত এক শিল্পীর মৃত্যুতে আমাদের মেকি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ ভেঙেচুরে একাকার।

সাধন দাস

অমল চৌধুরী

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের সুরের সঙ্গে পর্দায় যাঁর সুঠাম দেহ আর ভয়াবহ হাসি অশুভের আস্ফালন তৈরি করত, তিনি অমল চৌধুরী- বাঙালির চিরচেনা 'জ্যান্ত অসুর'। প্রতি বছর দেবী দুর্গার হাতে তাঁর বিনাশ দেখে আমরা শুভ শক্তির জয় উদযাপন করেছি। কিন্তু গত ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে যখন অশোকনগরের এক জীর্ণ ঘরে এই প্রবীণ শিল্পীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হল, তখন সেই মৃত্যু কেবল এক শিল্পীর প্রস্থান রইল না; তা হয়ে উঠল আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এক নির্দয় ময়নাতদন্ত। সেই নিরাভরণ নিথর দেহটি যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল- আসলে শিল্পী নন, উলঙ্গ হয়ে পড়েছে আমাদের মেকি সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ।

অমলবাবুর অভিনয় ছিল অনন্য। তাঁর চোখের চাহনি আর শরীরী ভাষা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশুদের মনে যেমন ভয়ের উদ্রেক করেছে, তেমনই বড়দের দিয়েছে অভিনয়ের চূড়ান্ত আস্বাদ। অথচ যে মানুষটি পর্দার অসুর হিসেবে ঘরোয়া আড্ডার বিষয় ছিলেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন ভয়াবহ রকম নিঃসঙ্গ। একে একে মা, বাবা, ভাই, দিদি- সব স্বজন হারিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। আমাদের চারপাশের আলোকোজ্জ্বল ভিড়ের মাঝেও যে কত অন্ধকার গহ্বর লুকিয়ে থাকে, তাঁর শেষজীবন তার বড় প্রমাণ।

দারিদ্র্য তাঁর কাছে কোনও বিমূর্ত ধারণা ছিল না, ছিল প্রতিদিনের কর্কশ বাস্তবতা। যে মানুষটি অভিনয়ের তাগিদে একসময় সুঠাম, পেশিবহুল শরীর গড়েছিলেন, পেটের দায়ে তাঁকে বাজারের ফেলে দেওয়া সবজি কুড়িয়ে দিন গুজরান করতে হয়েছে। তবু তিনি কারও কাছে হাত পাতেননি। শিল্পীর সম্মান বাঁচাতে ভগ্ন শরীর নিয়ে কখনও দেওয়াল লিখন করেছেন, কখনও গ্যারাজে গাড়ির গায়ে তুলি চালিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাঁর অভিনয় ছাড়া বাঙালির মহালয়া পূর্ণতা পায় না, তাঁর কাছে ছিল না কোনও 'আর্টিস্ট কার্ড'। এই একটি নথির অভাবে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ন্যূনতম সরকারি সহায়তা বা মাসিক ভাতা থেকে। শিল্পের প্রতি এই চরম নিষ্ঠার কি এটাই ছিল প্রাপ্য পুরস্কার?

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন রাজ্যে 'মহানায়ক' বা 'মহানায়িকা' সম্মানের ছড়াছড়ি, যখন উৎসবের মরশুমে কোটি কোটি টাকা অনুদান আর প্রচারের আলোয় চারপাশ ঝলমল করে, তখন অমল চৌধুরীর মতো একজন আইকনিক মুখ কঙ্কালসার দেহে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন। উৎসব শেষ হলে যেমন প্রতিমা বিসর্জন হয়, আমাদের স্মৃতি থেকেও তেমনই বিসর্জিত হন এই প্রবীণ শিল্পীরা।

অশোকনগরের সেই বন্ধ ঘরে শিল্পীর 'উলঙ্গ' দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি আসলে আমাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। অশুভ বিনাশের নামই যদি মহালয়া হয়, তবে দারিদ্র্য আর অবহেলার এই যে অসুর আমাদের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার বিনাশ কবে হবে? অমল চৌধুরীর মৃত্যু একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার দলিল। এই লজ্জাজনক মৃত্যুর পর কি সত্যিই আমাদের লজ্জা হবে না? নাকি আবারও নতুন কোনও অসুর খুঁজে নিয়ে পুরোনোকে ভুলে যাওয়াই হবে আমাদের দস্তুর? প্রশ্নটি তোলা থাকল আমাদের বিবেকের কাছেই।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। দৈহিক, শারীরিক ৪। চাল ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ, আলখাল্লা জাতীয় জামাবিশেষ ৭। নৈপুণ্য, অসাধারণ কর্ম বা কর্মসাধনা ৮। দুর্গের চারপাশের খাত ৯। শঠ, ধূর্ত ১১। মুক্ত, অকৃপণ ১৩। আফিং থেকে তৈরি মাদকবিশেষ ১৪। শেষ, খতম ১৫। লিখিত প্রমাণপত্র, অধিকার প্রমাণের পত্র।

উপর-নীচ : ১। ছন্দোবদ্ধ ব্যাখ্যা, অল্পাক্ষর ব্যাখ্যার দ্বারা বহু অর্থের বোধক কবিতা ২। মুণ্ডচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড ৩। বাল গোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ ৬। অমঙ্গল, উৎপাত ৯। বাড়ির পেছনের দিক, ছাঁচতলা ১০। অত্যন্ত কুৎসিত বা জঘন্য আকৃতিবিশিষ্ট ১১। সমবেদনা, দয়া ১২। ছোট বা অগভীর বন।

সমাধান ■ ৪৩৪৭

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। বাটিকা ৫। চিনাবাদাম ৭। শবর ৯। কলকা ১১। মানমন্দির ১৪। বজ্জর ১৫। নিত্যকার।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। মরীচি ৩। বাহবা ৪। কাঠিম ৬। দামাল ৮। বয়ান ১০। কালান্তর ১১। মাধব ১২। মন্দির ১৩। রয়ানি।

বিন্দুবিসর্গ

বাণিজ্য চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত ইইউ-এর

গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, প্রতিবাদের ঝড়

নুক ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়', এই বজ্রনির্ঘোষে এখন কাঁপছে সুমেরু বৃত্তের বরফে ঢাকা দ্বীপটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ। কনকনে ঠান্ডা আর তুষারপাত উপেক্ষা করেই এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সুমেরুর এই স্বশাসিত অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের দাবিকে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ফ্লোরিডা থেকে ধেয়ে আসে ট্রাম্পের নতুন অর্থনৈতিক আক্রমণ। তিনি ঘোষণা করেছেন, ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে। ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্কের হার জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে। এই ঘোষণার পরই বিশ্ব রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

- ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ
- ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল

খনিজ সম্পদে ঠাসা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপটিকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, রাশিয়া ও চিনের হাত থেকে সুমেরু অঞ্চলকে রক্ষা করতে আমেরিকার এই মালিকানা প্রয়োজন। তবে নুকের মার্কিন কনসুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমরা ডেনমার্কের অংশ হিসেবেই থাকতে চাই। গ্রিনল্যান্ড কোনও পণ্য নয় যে কেউ চাইলে কিনে নেবে।'

এদিনের মিছিলে ৯ বছরের শিশু থেকে ৪৭ বছরের প্রৌঢ়া মারি পেডারসেনকেও দেখা গিয়েছে। মারি বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের এখানে এনেছি এটা শেখাতে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আমাদের অধিকার।'

এদিকে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার ট্রাম্পের প্রস্তাবকে রক্ষা করে বলেন, 'ডেনমার্ক একটি ছোট দেশ, তাদের পক্ষে গ্রিনল্যান্ড রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।' তিনি আরও দাবি করেন যে, মার্কিন করদাতারা ইউরোপের প্রতিরক্ষায় যে ভরতুকি দিচ্ছে, তা একটি 'খারাপ চুক্তি'। তবে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক ঐক্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা কোনও আপস করবে না। বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা 'মেক আমেরিকা গো অ্যাওয়ে' লেখা প্ল্যাকার্ডগুলি এখন আটলান্টিকের দু-পারের সম্পর্কের গভীর ফাটলকেই নির্দেশ করছে।

তুমি কি এমনই শক্তিমান... সন্তানকে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল এক মা। নীচে বিক্ষোভে হাজার হাজার গ্রিনল্যান্ডবাসী।

বিজেপি মানুষের প্রথম পছন্দ মোদি

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি : সুশাসন ও উন্নয়নের কারণে দেশজুড়ে ভোটারদের প্রথম পছন্দ হিসেবে উঠে আসছে বিজেপি। রবিবার অসমের একটি জনসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'বিজেপি এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আসন ও ভোট দু'টোই বেশি পেয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরভোট ও কেরলেও দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কেরলে বিজেপির মেয়র হয়েছেন। এই ফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশজুড়ে মানুষ সুশাসন আর উন্নয়নের জন্য বিজেপিকেই ভরসা করছে।'

কংগ্রেসকে বিঁধে তাঁর তির, 'নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।' সদ্যসমাপ্ত বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলকেও কটাক্ষ করেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে মুম্বইয়ে জন্মেছিল। অথচ সেই শহরের পুরভোটেই কংগ্রেস চতুর্থ স্থান পেয়েছে।' কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, 'শুধুমাত্র নিজেদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই কংগ্রেস দেশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। যে মুম্বইয়ে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল সেখানেই এখন তারা চতুর্থ নয়তো পঞ্চম স্থানে নেমে গিয়েছে। যে মহারাষ্ট্রে এতদিন তারা রাজত্ব চালিয়েছিল এখন সেই কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশ বেড়ে গিয়েছিল।

বৃহন্মুম্বই পুরসভায় কংগ্রেস এবার জিতেছে মোট ২৪টি আসন। গতবার তারা পেয়েছিল ৩১টি আসন। এবার লাতুর পুরসভাও দখল করেছে হাতশিবির। বিজেপি মুম্বইয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু গতবারের তুলনায় তাদের আসনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৭টি। ২০১৭ সালে বিজেপি মুম্বইয়ে জিতেছিল ৮২টি আসন। এবার তারা পেয়েছে ৮৯টি আসন।

নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।

নরেন্দ্র মোদি

বিয়ের বিজ্ঞাপনে প্রতারণা

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি : সরকারি কর্মচারী পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্রে বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন দুই তরুণ নাভেদ ও ভুরা। দাবি ছিল 'সুন্দরী পাত্রী চাই'। বিজ্ঞাপন দেখে পাত্রীর পরিবার ফোন করত তাঁদের। ধীরে ধীরে কথাবার্তা এগিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতেই শুরু হত নানা অছিলায় টাকা চাওয়ার খেলা। কখনও ফোন করে তাঁরা জানাতেন খুব অসুবিধায় পড়েছেন, আবার কখনও দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী শোনাতেন। হবু বৌয়ের পরিবার বিশ্বাস করে টাকা দিলেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিতেন দুজনে।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যের অসংখ্য পরিবারের সঙ্গে এভাবেই প্রতারণা করেছেন নাভেদ ও ভুরা। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের থানায় এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মার্কিন অর্থে ভারতকে এআই চ্যাটজিপিটির!

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : আমেরিকার অর্থে ভারত এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ভিত্তিক পরিষেবা পাচ্ছে! এমন অভিযোগ তুলে নতুন বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তাঁর দাবি, চ্যাটজিপিটির মতো সংস্থা আমেরিকার পরিকাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করে ভারত ও চিনের মতো দেশকে পরিষেবা দিচ্ছে। নাভারো প্রশ্ন তোলেন, 'ভারত এআই ব্যবহার করবে, আর তার জন্য আমেরিকার নাগরিকরা কেন অর্থ খরচ করবেন?' তাঁর যুক্তি, চ্যাটজিপিটি আমেরিকার মাটি ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে বাকি বিশ্বে পরিষেবা দিচ্ছে, যা মার্কিন স্বার্থবিরোধী। এই মন্তব্যের পর ওয়াকিবহাল মহলে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার চ্যাটজিপিটির ওপর কোনও নতুন ফতোয়া জারি করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন? তেমনটা হলে ভারতের কয়েক কোটি ব্যবহারকারী বিপাকে পড়তে পারেন।

ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা

'পিঠে ছুরি মেরেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প'

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশ্বাসে ভরসা করে ইরানের রাজপথে নেমেছিলেন লাখ লাখ মানুষ। লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সরকারের পতন। কিন্তু সেই আন্দোলনের চরম মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আকস্মিক 'সুর বদল' ও ইরান সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাবকে চরম 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে দেখছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, 'আন্দোলনকারীদের পিঠে ছুরি মেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট!'

এদিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবথেকে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সাক্ষী হয়েছে ইরান। ২৮ ডিসেম্বর থেকে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন এক ইরানি আধিকারিক। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন নিরাপত্তা কর্মীও রয়েছেন। প্রশাসনের দাবি, 'সশস্ত্র দাঙ্গাকারী ও সন্ত্রাসবাদীরা' সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করায় এই প্রাণহানি ঘটেছে। ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির বলেন, 'আমরা অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।' অনেক বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

দিনকয়েক আগে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমেরিকা তৈরি' এবং 'সাহায্য আসছে'। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওয়াশিংটন সামরিক অভিযান চালিয়ে খামেনেই সরকারকে উৎখাত করবে। ট্রাম্পের এমন 'আশ্বাস' শুনেই তাঁরা প্রাণের তোয়াক্কা না করে রাস্তায় নেমেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি ট্রাম্পের এক বিবৃতিতে সব সমীকরণ ঘেঁটে গিয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান সরকার তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বিক্ষোভকারীদের আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, তাই আপাতত সামরিক অভিযানের দরকার নেই। এমনকি এই 'সহযোগিতার' জন্য ইরান সরকারকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

নজরে ইরান

- ট্রাম্পের সামরিক সাহায্যের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা পথে নামলেও শেষমুহূর্তে তাঁর 'সুর বদল'
- আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে
- বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ
- খামেনেই এই অশান্তির জন্য আমেরিকা-ইজরায়েলকে দায়ী করেছেন
- দিশাহারা আন্দোলনকারীরা

এই মন্তব্যে তেহরানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তেহরানের এক ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলেন, '১৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য ট্রাম্পই দায়ী। তাঁর 'লকড অ্যান্ড লোডেড' পোস্ট দেখেই মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। এখন বুঝতে পারছি, আমেরিকা নিশ্চয়ই ইরান সরকারের সঙ্গে কোনও গোপন সমঝোতা করতে আমাদের ব্যবহার করেছে।' অপর এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'ট্রাম্প আমাদের বোকা বানিয়েছেন, আমাদের কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' এক নারী বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমি আর কোনও আশা দেখছি না। ট্রাম্পের কিছু যায়-আসে না।'

ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর সেই দাবি নতুন মাত্রা পেয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের একাংশ এখনও বিশ্বাস করেন যে, এটি ট্রাম্পের রণকৌশল হতে পারে। তবে ট্রাম্পের এই পিছু হটা যে ইরানের সাধারণ মানুষের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

১৫০০ শিশু উদ্ধার, রেলের সর্বোচ্চ সম্মান চন্দনাকে

মিরাট, ১৮ জানুয়ারি : রেলের আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহ গত কয়েক বছরে প্রায় ১৫০০ শিশুকে উদ্ধার করেছেন। স্বীকৃতিস্বরূপ পেলেন রেলের সর্বোচ্চ সম্মান 'অতি বিশিষ্ট রেলসেবা পুরস্কার'। ৯ তারিখ তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রেলপুলিশের শিশু উদ্ধারের অভিযান 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে' আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহের নেতৃত্বে শুরু হয় ২০২৪ সালে। অভিযানের সূচনা লখনউয়ের চারবাগ স্টেশন থেকে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচার হতে যাওয়া বহু শিশুকে তাঁর টিম উদ্ধার করেছে। ২০২৫-এ ১০৩২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

তার মধ্যে ৩৯ জনকে পাচার করা হয়েছিল স্রেফ শ্রমিকের কাজে লাগানোর জন্য। ওই দলে বছর ছয়েকের এক বালিকা ছিল।

ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার দেবাংশু শুক্লা চন্দনার কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, 'চন্দনার টিমে মহিলারাই বেশি আছেন। তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ। পারস্পরিক সমন্বয়ের কারণে কাজে সাফল্য মিলছে।'

চন্দনা বলেছেন, 'আটের দশকে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল 'উড়ান'-এর আইপিএস অফিসার কল্যাণী সিংহকে দেখে উর্দি পরার প্রেরণা পাই।' বছর এগারোর কন্যার মা চন্দনা। তাঁর বেড়ে ওঠা ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মী। ক্যামেরা-লাজুক চন্দনার স্পটলাইট এড়িয়ে চলা স্বভাববৈশিষ্ট্য। উচ্চতর পদে পৌঁছোতে পরীক্ষা দিয়েছেন। স্মিত হেসে বলেছেন, 'আমাকে যে কাজ দেওয়া হয়, তা পুরোপুরি করি।'

উমরের দীর্ঘ কারাবাসে উদ্বেগ প্রকাশ চন্দ্রচূড়ের

জয়পুর, ১৮ জানুয়ারি : নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মতো সরাসরি না হলেও জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের অন্তহীন কারাবাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। দীর্ঘ পাঁচ বছর বিচারহীন অবস্থায় খালিদের জেলে থাকা নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে, তখন তাঁর বিলম্বিত ন্যায়বিচার নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন চন্দ্রচূড়।

জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভালে উমরের জামিনের আবেদন বারবার খারিজ হওয়া নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি জানান, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি কোনও মামলার বিচারপ্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না করা যায়, তবে সেই দীর্ঘ কারাবাস আসলে শাস্তিতেই পরিণত হয়। তাঁর কথায়, 'যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার সম্ভব না হয়, তবে জামিনই হওয়া উচিত নিয়ম, জেল নয়।' উমর খালিদের নাম উল্লেখ করে তিনি জানান, বিচারক হিসেবে তাঁদের

কেবল নথিপত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাঁর সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কাউকে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা যায় না। আদালতকে খতিয়ে দেখতে হবে জাতীয় নিরাপত্তার দাবি কতটা যৌক্তিক। তিনি সতর্ক করে দেন যে, জামিনকে যদি শাস্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে বিচারব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কারও দোষ যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তিনি নির্দোষ। কারান্ধকারের আড়ালে যে বছরগুলি হারিয়ে গিয়েছে, তা কোনও অবস্থাতেই পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

চন্দ্রচূড় মনে করিয়ে দেন, জামিন বাতিলের কেবল তিনটি নির্দিষ্ট ভিত্তি রয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে, দেশ ছেড়ে পালালে কিংবা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করলে তবেই জামিনের আর্জি খারিজ করা যায়। ওই তিনটি কারণ না থাকলে অভিযুক্ত অবশ্যই জামিন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মতে, জনরোষ নয়, সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষা করাই আদালতের আসল কাজ।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব জারি। অথচ এই বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নাতবৌ শানজেহ আলি রোহেল মেহেন্দি অনুষ্ঠানে বেছে নিলেন ভারতীয় লেহেঙ্গা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পান্না-সবুজ লেহেঙ্গায় ঝলমলে দেখিয়েছে রোহেলকে। মুহূর্তে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এর জন্য নিজের দেশের নাগরিকদের সমালোচনার মুখে শরিফ পরিবার।

'বাবা, আমি মরতে চাই না'

গৌতম বুদ্ধ নগর, ১৮ জানুয়ারি : ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতাও তাই করেছিলেন।

শুক্রবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ঘন কুয়াশায় মোড়া একটি উঁচু পাড়কে ঠাওর করতে না পেরে তাঁর গাড়ি তাতে ধাক্কা মেরে পড়ে যায় পাশের গভীর নালায়। ৭০ ফুট গভীর নালায় ডুবন্ত গাড়ি থেকে টর্চের আলো জ্বালিয়ে চিৎকার করেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বাবাকে বলেন, 'আমার গাড়ি খাদে পড়েছে। জলে ভরে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছি, মরতে চাই না। বাবা আমায় বাঁচাও।' তারপরেই স্তব্ধ। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফোনের সংযোগ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার ১৫০ সেক্টরে।

খাদে পড়ে শেষ আর্তি তরুণের

যুবরাজ মেহতা গুরুগ্রামের অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সীতামাড়ির ছেলে। মা নেই। বোন ব্রিটেনে। বাবা রাজকুমার মেহতা জানিয়েছেন, ছেলের শেষ মুহূর্তের ফোন, মেসেজ পেয়ে পুলিশকে জানান। নিজেও যান। স্থানীয় পুলিশ, ডুবুরি, জাতীয় বিপর্যয়

মোকাবিলা বাহিনীর চেষ্টায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে যুবরাজকে তোলা গেলেও ততক্ষণে সব শেষ। ই-কমার্স সংস্থার ডেলিভারি এজেন্ট মনিন্দর কোমরে দড়ি বেঁধে নালায় ঝাঁপ দিয়েও বাঁচাতে পারেননি। মনিন্দর জানিয়েছেন, ১০ দিন আগে একটি ট্রাক ওই নালায় পড়েছিল।

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দুজন বিল্ডারের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় বলেন, মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিতর্কে সুর বদল রহমানের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : 'ভারত আমার শিক্ষক, ভারতই আমার ঘর।' সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলিউডের অন্দরে 'সাম্প্রদায়িক শক্তি'র প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান। তার জেরে বিতর্ক শুরু হতেই সেই আগুনে এবার জল ঢাললেন খোদ 'মোৎসার্ট অফ মাদ্রাজ'।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রহমান অভিযোগ করেছিলেন, গত আট বছরে বলিউডের ক্ষমতার অলিন্দে এক বড় বদল এসেছে। অ-সৃজনশীল মানুষের দাপট বেড়েছে এবং পরোক্ষভাবে সেখানে 'সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত' কাজ করছে। যার ফলে আগের মতো কাজ পাচ্ছেন না তিনি। এমনকি ভিকি কৌশল অভিনীত সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'ছাবা' ছবিটিকেও 'বিভাজনকারী' তকমা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, এই ছবি বীরত্বের আড়ালে বিভেদকে পুঁজি করেছে।

তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিশিষ্ট লেখক-গীতিকার জাভেদ আখতার বলেন, 'মুম্বইয়ের মানুষ ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। ওঁরা হয়তো ভাবেন পশ্চিমের প্রযোজকদের সঙ্গে উনি ব্যস্ত। অথবা উনি নিজের বড় বড় শো নিয়ে ব্যস্ত। ছোটখাটো প্রযোজকরা ওঁর কাছে যেতে ভয় পান। আমি মনে করি না, এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয় আছে।' বাঙালি সংগীতশিল্পী শানও মনে করেন, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। তিনি বলেন, 'আমি এতগুলি বছর ধরে গান গাইছি। অনেক সময় আমিও কাজ পাইনি। কিন্তু আমি এটাকে কখনও ব্যক্তিগতস্তরে নিই না। রহমান সাবের একটি সিগনেচার স্টাইল আছে। উনি অনেক বড় মাপের সুরকার। ওঁর অনুরাগীর সংখ্যাও কমেনি, বরং বেড়েছে। আমি মনে করি না, সংগীতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু বিষয়ক কিছু আছে। কারণ সংগীত সেইভাবে হয় না।'

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রহমানের সাফাই, 'সংগীতই আমার সংযোগের ভাষা। আমি কাউকেই আঘাত করতে চাইনি। ভারত আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং বহু সংস্কৃতির কণ্ঠস্বরকে উদযাপনের সুযোগ দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি ভাগ্যবান যে আমি ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

ফের পাক ড্রোন

জম্মু, ১৮ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে ফের দেখা মিলল রহস্যময় ড্রোনের। সূত্রের দাবি, সীমান্ত পেরিয়ে এগুলি পাকিস্তান থেকে এসেছিল। এই নিয়ে এক সপ্তাহে চতুর্থবার উপত্যকার আকাশে পাক ড্রোনের অনুপ্রবেশ ঘটল। ভারতকে রক্তাক্ত করতে সীমান্তপারের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কি এবার বড়সড়ো কোনও নাশকতার ছক কষছে? শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরের দু'জায়গায় রহস্যময় ড্রোনের দেখা মেলে। সেনা ক্যাম্পের কাছাকাছি ড্রোনগুলি বেশ কিছুক্ষণ পাক খাচ্ছিল বলে খবর। তবে সেগুলিকে ধ্বংস করার আগেই ড্রোনের গতিবিধি হারিয়ে যায় এবং কিছু সময় পর সেগুলি সীমান্তের ওপারে ফিরে যায়। ৯ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে অন্তত ১২ বার পাক ড্রোন হানা দিল।

মাধ্যমিকে বাংলায় প্রস্তুতি

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ, আশা রাখছি সকলেরই পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। যারা এখনও সিলেবাস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে উঠতে পারোনি তারাও জোরকদমে পড়াশোনা চালিয়ে যাও, কারণ পরীক্ষা দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে।

আজ তোমাদের সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু সহজ কিছু কৌশল ভাগ করে নেব যাতে তোমরা বাংলায় খুব ভালো নম্বর নিয়ে মাধ্যমিকে পাশ করতে পার। তবে প্রথমেই বলব, অবশ্যই খুব ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে। কারণ নোটবই বা সাজেশন পাঠ্য বই-এর বিকল্প হতে পারে না। যে যত ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে, যত ভালো করে ব্যাকরণ প্র্যাকটিস করবে সে বাংলায় তত ভালো নম্বর তুলতে পারবে।

গদ্য-পদ্যে প্রস্তুতি :

গল্প এবং কবিতার সারাংশ একবার চোখ বুলিয়ে নাও। প্রতিটি পাঠ থেকে পড়বে- মুখ্য ভাব, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এবং পংক্তি, নাম-স্থান-ঘটনা।

৩ এবং ৫ নম্বরের জন্য যেগুলো পড়বে :-

গল্প : পথের দাবি ,বহুরূপী, জ্ঞানচক্ষু, নদীর বিদ্রোহ।

কবিতা : অসুখী একজন, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, অভিষেক, অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান, প্রলয় উল্লাস, সিন্ধু তীরে, আফ্রিকা।

নাটক : সিরাজদ্দৌলা।

প্রবন্ধ : হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান (যে কোনও একটি)।

সহায়ক গ্রন্থ – : কোনি।

যা পড়বে-

ক) কোনির জীবন সংগ্রাম ও তার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা কর।

খ) কোনি কীভাবে বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল তার ধারাবাহিক আলোচনা কর।

গ) কোনির পারিবারিক সমস্যা ও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

মনে রাখবে, প্রশ্ন ঠিকভাবে বাছাই করাতেই অর্ধেক সাফল্য আসে।

- যে প্রশ্নের পুরো উত্তর জানা আছে সেটাই লেখ।
- 'অথবা' থাকলে সহজ ভাষা এবং বেশি পয়েন্ট যেটাতে আছে সেটা লেখ।
- অজানা প্রশ্ন আন্দাজে লিখে কখনোই সময় নষ্ট করবে না। এতে তোমাদের উত্তরপত্রের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উত্তর লেখার ধরন নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ :-

গঠন : ভূমিকা (দুই-তিন লাইন), মূল অংশ (দুই-তিন লাইন), উপসংহার (এক-দুই লাইন) লিখবে। মনে রেখো পরীক্ষক উত্তরের গঠন দেখেই বুঝতে পারেন উত্তরের মান কেমন।

কবিতা ও গল্পের প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবে :

- অপ্রয়োজনীয় লাইন কোট কোরো না। কোট করলে তা কোনও মতেই যেন পরোক্ষ উক্তি না হয়।
- লেখকের নাম ও গ্রন্থের নাম যাতে কোনও মতেই ভুল না হয়।
- চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যতটা বেশি সম্ভব পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ব্যাকরণে প্রস্তুতি :-

ব্যাকরণে খুব অল্প অথচ নির্ভুল লিখে অঙ্কের মতন পুরো নম্বর পাওয়া সম্ভব। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যাকরণ অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে।

ব্যাকরণ-এ পড়বে : কারক, সমাস, বাক্য, বাচ্য, বঙ্গানুবাদ।

রচনা ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে :

- সহজ ভাষা এবং পরিষ্কার লেখায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়।
- কঠিন শব্দ বা জটিল বাক্য না লিখে সহজসরল ভাষায় লেখার চেষ্টা কর যাতে তোমার নিজস্বতা প্রকাশ পায়।
- রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা, উপশিরোনাম, উপসংহার থাকতেই হবে।

হাতের লেখা ও উপস্থাপনা :

- স্পষ্টভাবে লিখবে।
- গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য আন্ডারলাইন করবে।
- অবশ্যই প্যারাগ্রাফ করে লিখবে।

সময় ব্যবস্থাপনা :

পরীক্ষার সময় ব্যবস্থাপনা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করে।

- প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্ন পড়বে।
- ব্যাকরণ-এর অংশ আগে লিখতে পার।
- শেষ দশ মিনিট পুরো উত্তরপত্র চেক করবে।

জরুরি ও শেষ কথা :

১) প্রশ্ন ভালো করে পড়বে।

২) উত্তর নিজের ভাষায় লিখবে।

৩) বানান ও বাক্য গঠন ঠিক রাখবে।

৪) প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী উত্তর লিখবে।

৫) অপ্রয়োজনীয় কথা লিখবে না।

৬) এখন পুরোনো পড়া রিভাইস করো, আর নতুন কিছু মুখস্থ করতে যেও না।

৭) অযথা আতঙ্কিত হবে না।

মনে রাখবে, তুমি এতদিন যা পড়েছো, সেটাই মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রশ্নের ভাষা বুঝে, নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে।

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

শব্দস্রোতে ভাসছে প্রজন্মের একাল-সেকাল

প্রযুক্তা দাস, শিক্ষার্থী
ইংরেজি বিভাগ,
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

মানবজীবনে প্রতিনিয়ত শব্দের খেলা চলতেই থাকে। কেন-না যোগাযোগের মূল উপকরণই শব্দ। কিন্তু যখন সেই শব্দই তার সীমা অতিক্রম করে, তখন তা রূপান্তরিত হয় এক ভয়ংকর শত্রুতে, 'শব্দদানব'-এ। নগরায়ণের দ্রুত প্রসার, যানবাহনের বৃদ্ধি, নির্মাণকাজের অবিরাম শব্দ, উৎসব-পার্বণে মাইকের ব্যবহার, আতশবাজি- সব মিলিয়ে পরিবেশে শব্দের মাত্রা অহরহ বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা দিনে সর্বোচ্চ ৬৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৪৫ ডেসিবেল। অথচ শহরের বহু এলাকায় শব্দের মাত্রা ৭০–৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

অতিরিক্ত শব্দ শিশুদের যেমন মনোযোগ নষ্ট করে, বিরক্তিভাব জন্ম নেয়, তেমন প্রবীণদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর যাঁরা দিনের বড় অংশই ট্রাফিকের মধ্যে কাটান, তাঁরা ক্রমাগতই শব্দের দখলে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত শব্দ মানুষকে অজান্তেই আক্রমণাত্মক করে তোলে এবং শান্ত সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে। শব্দের তাণ্ডবে পথচলতি কিংবা গৃহপালিত জীবেরাও আজ আতঙ্কিত!

শব্দ দৌরাত্ম্য রুখতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ আবশ্যক, এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। অনুষ্ঠানগুলিতে শান্ত উপায়ে মাইক-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছেই, পাশাপাশি তরুণরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে পারেন।

আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা (যেমন ভিডিও/রিলস) মানুষের মনে ধরে সহজেই। 'শিশুর বধিরতা', 'বৃদ্ধের ঘুম কেড়ে নেওয়া', 'কুকুরের চোখে শব্দ দূষণ', 'একটি পাখির ভয়'- এই ধরনের বিষয় নিয়ে মানবিক, আবেগঘন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হলে সকলে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ট্রাফিক সিগন্যালে হর্ন প্রয়োগ বন্ধ করে লাল লাইটের ডিজিটাল বোর্ড মহানগরের মতো ছোট শহর ও গ্রামেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শব্দরূপী দানব আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী হলেও আমরা চাইলেই নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতার মাধ্যমে তাকে পরাস্ত করতে পারি। ঔদাসীন্য জয় করে সুস্থ-শান্ত পরিবেশ গড়াই হোক অঙ্গীকার।

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

- স্নায়ুতন্ত্রের এককের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে তার বিভিন্ন অংশগুলি দেখাও।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- একটি ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থানিক গঠনের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- পিটুইটারিকে প্রভু গ্রন্থি বলে কেন?
- ইনসুলিন ও গ্লুকাগনের ক্রিয়া পরস্পর বিরোধী- ব্যাখ্যা করো।
- ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য লেখো (উদ্দীপকের প্রভাব, অক্সিন হরমোনের প্রভাব এর ভিত্তিতে)
- গমনের চালিকাশক্তি প্রাণীদের জীবনকে নীচের কাজগুলোর জন্য কীভাবে প্রভাবিত করে- খাদ্য সন্ধান, আত্মরক্ষা, অনুকূল আশ্রয় খোঁজা, প্রজনন।
- ক্রোমোজোম, DNA এবং জিনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।
- মানুষের অক্ষিগোলকের লেন্সের কাজ কী?
- চোখের উপযোজন-এর সঙ্গে লেন্সের সম্পর্ক কী?
- জনুক্রম কাকে বলে? রেখাচিত্রের মাধ্যমে ফার্নের জনুক্রম দেখাও।
- ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর পার্থক্যগুলি লেখো।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কী?
- নিম্নলিখিত কোষ অঙ্গাণুগুলির কোষ বিভাজনে একটি করে ভূমিকা উল্লেখ করো :- সেন্ট্রোজোম এবং মাইক্রো টিউবিউল, রাইবোজোম, মাইটোকনড্রিয়া।
- স্ব-পরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো। বায়ু পরাগী, জল পরাগী ও পতঙ্গ পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহ লেখো।
- কোষ বিভাজনের পূর্বে ইন্টারফেজ কেন প্রয়োজন? কোষচক্রের বিভিন্ন বিন্দুতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হলে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে?
- মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও। মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি লেখো।
- থ্যালাসিমিয়ার কারণ কী? থ্যালাসিমিয়া প্রতিরোধে জেনেটিক কাউন্সেলিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- 'প্রচ্ছন্ন গুণ সর্বদা হোমোগ্যামেটিক অবস্থায় প্রকাশ পায়'- ব্যাখ্যা করো।
- মটর গাছের বীজের বর্ণ ও বীজের আকার এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা করেছিলেন এই পরীক্ষায় F_2 জনুতে যে ক'টি হলুদ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন হয় তাদের জিনোটাইপগুলি চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝো তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও।
- সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা উল্লেখ করো।
- 'লবণ সহনের জন্য সুন্দরী উদ্ভিদ বিশেষভাবে অভিযোজিত'- বক্তব্যটির যথার্থতা উল্লেখ করো।
- নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছিরা কীভাবে খাদ্যের উৎস সন্ধান করে তা লেখো।
- খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তা লেখো।
- রুই মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
- ল্যামার্কের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যের প্রধান দুটি বিষয়ে বর্ণনা করো।
- হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান কীভাবে অভিব্যক্তির মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে?
- 'সমসংস্থ অঙ্গের ধারণা অপসারী বিবর্তন কে নির্দেশ করে' - উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- জলক্ষয় সহনের জন্য উটের নাসিকা কী ভূমিকা পালন করে?
- প্রাকৃতিক নির্বাচন কাকে বলে? অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম কত প্রকার ও কী কী ব্যাখ্যা করো।
- অভিব্যক্তির ফলে সর্বাপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের দৌড়োনোর উপযোগী অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ক্ষেত্রে ঘোড়ার বিবর্তনীয় প্রবণতাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- শব্দ দূষণের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।
- সুন্দরবনের দুটি পরিবেশগত সমস্যা হল খাদ্য-খাদক সংখ্যার ভারসাম্যের ব্যাঘাত ও সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি--এর সম্ভাব্য ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করো।
- বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এরকম তিনটি বহিরাগত প্রজাতির নাম ও তাদের ক্ষতির ধরন লেখো।
- কোন একটি অঞ্চল 'হটস্পট' হওয়ার দুটি শর্ত লেখো।
- রেড পান্ডা ও কুমির-এর বিপন্নতার কারণ কী কী?
- জীববৈচিত্র্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে PBR-এর যে কোনও দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- জনবিস্ফোরণের সঙ্গে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্পর্ক স্থাপন করো- জলাভূমি ধ্বংস, জীবাশ্ম জ্বালানির দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া, কৃষিজমির সংকোচন, পানীয় জলের অভাব ও জলবায়ুর পরিবর্তন
- দূষণের সঙ্গে জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং উপকারী পতঙ্গের দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তির সম্পর্ক স্থাপন করো।
- জীববৈচিত্র্যের এক্স সিটু সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংককে কেন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়?

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যার সাজেশান

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

জীববিদ্যায় এবছরের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বরের প্রশ্নগুলি উল্লেখ করা হল। ২ নম্বরের প্রশ্নগুলি ৩ নম্বর হিসেবেও আসতে পারে। আবার ৩ নম্বরের প্রশ্নের মধ্যেও ২ নম্বরের প্রশ্ন থাকতে পারে।

অষ্টম অধ্যায় : জীববিদ্যা ও মানবকল্যাণ

(মোট নম্বর -১০)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে কত প্রকারের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়?

২) কোলোস্ট্রাম কী? এতে উপস্থিত একটি অ্যান্টিবডির নাম লেখো।

৩) IgA কে ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি বলে কেন?

৪) এপিটোপ ও প্যারাটোপ কী?

৫) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির দুটি পার্থক্য লেখো।

৬) রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা কাকে বলে?

৭) ইন্টারফেরন কী?

৮) অ্যাডজুভেন্ট বলতে কী বোঝো?

৯) বুস্টার ডোজ কী?

১০) DPT ও MMR কী?

১১) প্যাথোজেন কীভাবে রোগ সৃষ্টি করে?

১২) T-লিম্ফোসাইট কত প্রকারের হয়?

১৩) ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণগুলি লেখো।

১৪) রেসপিরেটরি ড্রপলেট বলতে কী বোঝায়?

১৫) অ্যাসকেরিয়েসিস রোগের বিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

১৬) লোফলার্স সিনড্রোম কাকে বলে?

১৭) মেরোজয়েট কী?

১৮) ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মুখ্য ও গৌণ পোষকের নাম কী?

১৯) এলিফ্যানটিয়েসিস কী?

২০) ভ্যাকসিন বা টিকা কী?

২১) ইমিউনোথেরাপি কী?

২২) ভেক্টর কাকে বলে?

২৩) রেট্রোভাইরাস কী?

২৪) কারসিনোজেন কী?

২৫) মেটাস্ট্যাসিস কী?

২৬) কেমোথেরাপি কী?

২৭) অক্সোজিন ও টিউমার সাপ্রেসর জিন কী?

২৮) টিকাকরণ বলতে কী বোঝো?

২৯) ড্রাগ আসক্ত মানুষের ড্রাগ বন্ধ করলে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

৩০) ক্যানাবিনয়েডস কী?

৩১) ব্যাগিং কাকে বলে ?

৩২) গামা রশ্মির মাধ্যমে উদ্ভিদে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?

৩৩) ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন কী?

৩৪) হেটেরোসিস কী?

৩৫) ক্যালাস পালন কী?

৩৬) টোটিপোটেন্সি কী?

৩৭) ফর্টিফয়েড ফুড উপকারী কেন?

৩৮) LAB কী? উদাহরণ দাও।

৩৯) BOD কী?

৪০) বায়োগ্যাস কাকে বলে?

৪১) শক্তির উৎস হিসেবে মিথেন ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখো।

৪২) GAP কী?

৪৩) VAM কী?

৪৪) অ্যান্টিবায়োটিক কী?

৪৫) মাইকোরাইজার দুটি প্রধান গুরুত্ব লেখো।

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলি কী কী? এই রোগ কত প্রকারের হয়? রোগটি কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

২) একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির গঠন চিহ্নিত চিত্র সহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩) টাইফয়েড রোগের কারণ ও উপসর্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৪) HIV-এর সম্পূর্ণ নাম লেখো। AIDS কী?

৫) ড্রাগের অপব্যবহার কাকে বলে? একটি উত্তেজক ও একটি ট্রাঙ্কুলাইজার ড্রাগের উদাহরণ দাও।

৬) ডেঙ্গি রোগের বাহকের নাম লেখো। এই রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখ করো।

৭) ইমাসকিউলেশন কাকে বলে? উদ্ভিদের কী কী উপায়ে ইমাসকিউলেশন করা হয়?

৮) কৃত্রিম বীজের তিনটি সুবিধা লেখো।

৯) জৈবিক নিয়ন্ত্রণে সন্ধিপদ প্রাণীদের ভূমিকা উল্লেখ করো।

১০) বায়োফার্টিলাইজার কী? দুটি ব্যাকটিরিয়ার বায়োফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায় : জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার প্রয়োগ

(মোট নম্বর - ১২)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) রিকম্বিন্যান্ট DNA টেকনলজি কাকে বলে ?

২) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

৩) ট্রান্সফরমেশন কী?

৪) লাইপোফেকশন কী?

৫) PCR কী?

৬) ট্রান্সজেনিক জীব কাকে বলে?

৭) জিন থেরাপি কী?

৮) পেটেন্ট কী?

৯) cDNA লাইব্রেরি কী?

১০) বায়োসেফটি কী?

১১) Southern blotting কী?

১২) হাইব্রিডোমা কী?

১৩) রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ কী?

১৪) প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন কী?

১৫) ELISA কী?

১৬) বায়োপাইরেসি কী?

১৭) GMO কী?

১৮) মানব ইনসুলিন বলতে কী বোঝো?

১৯) ক্লোনিং ভেক্টর কাকে বলে?

২০) আণবিক কাঁচি ও আণবিক আঠা বলতে জৈবপ্রযুক্তিতে কোন দুটি উৎসেচককে বোঝানো হয়?

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে জিন থেরাপি বলতে কী বোঝো?

২) মানবদেহে স্টেম কোষের অবস্থান ও গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখো।

৩) জিনোম DNA লাইব্রেরি ও cDNA লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৪) Bt তুলা বলতে কী বোঝো? একটি বায়োপেটেন্টের উদাহরণ দাও।

৫) এন্ডোনিউক্লিয়েজ কী? রেসট্রিকশন সাইট কাকে বলে?

৬) হাইব্রিডোমা প্রযুক্তির সাহায্যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কীভাবে প্রস্তুত হয় তা সংক্ষেপে লেখো।

৭) পেটেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

৮) কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সংক্ষেপে লেখো।

৪ নম্বরের প্রশ্ন –

১) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োজনীয় ধাপগুলি বর্ণনা করো।

২) জেনেটিক ফিউশন কাকে বলে? উদাহরণের মাধ্যমে চিত্র সহ পদ্ধতিটি আলোচনা করো।

৩) গোরু কীভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে যুক্ত তা আলোচনা করো। ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের একটি উদাহরণ দাও।

৪) স্টেম কোষ কাকে বলে ? স্টেম কোষ কত প্রকার ও কী কী?

৫) ভ্যাকসিন প্রস্তুতির যে কোনও দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬) রিকম্বিন্যান্ট DNA প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলি লেখো।

৭) জিন প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে মানব ইনসুলিন উৎপন্ন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮) রিকম্বিন্যান্ট ইনসুলিনের সুবিধাগুলি কী কী?

৯) GMO উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলি উদাহরণ সহ লেখো।

১০) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখো।

দশম অধ্যায় : বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ

(মোট নম্বর -১৩)

২ নম্বরের প্রশ্ন –

১) প্রোটো-কোঅপারেশন কী?

২) ইকোলজিক্যাল নিচ কী?

৩) বায়োম কী?

৪) অটইকোলজি ও সিনইকোলজির পার্থক্য লেখো।

৫) বাস্তুতান্ত্রিক অভিযোজন কাকে বলে?

৬) মিউচুয়ালিজম কী?

৭) ধারণক্ষমতা কাকে বলে?

৮) পরিযান কাকে বলে?

৯) স্যাপ্রোট্রফ কী?

১০) ইকোটাইপ ও ইকোটোন কী?

১১) লিন্ডেম্যান-এর 10 শতাংশের সূত্রটি কী?

১২) জীবভর কী?

১৩) জিনগত বৈচিত্র্য কী?

১৪) ক্রায়ো সংরক্ষণ কাকে বলে?

১৫) Hot spots কী?

১৬) Red Data Book কাকে বলে?

১৭) গ্রিন বেঞ্চ কী?

১৮) GAP কী?

১৯) কচুরিপানা জল বিশুদ্ধকরণে কীভাবে সাহায্য করে?

২০) চিপকো আন্দোলন / সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

২১) তেজস্ক্রিয় দূষণ কী?

৩ নম্বরের প্রশ্ন –

১) বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২) ব্রুড প্যারাসিটিজম কী? একটি উদাহরণ দাও।

৩) যে কোনও তিনপ্রকার জনসংখ্যা আন্তঃক্রিয়ার উদাহরণ সহ বর্ণনা দাও।

৪) বায়োমাসের পিরামিড চিত্র সহ বর্ণনা করো।

৫) বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৬) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখো।

৭) জাতীয় উদ্যান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৮) ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯) কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয়?

১০) বিশ্ব উষ্ণায়নের তাৎপর্য উল্লেখ করো।

৫ নম্বরের প্রশ্ন –

১) হাইড্রোসিরি ও জেরোসিরির মধ্যে একটি মিল লেখো। হাইড্রোসিরির পর্যায়গুলি বর্ণনা করো।

২) জৈববৈচিত্র্যের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩) জৈববৈচিত্র্যের অবলুপ্তির কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪) ইন-সিটু সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব আলোচনা করো।

ছোট্ট তারা

বুনিয়াদপুরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অঙ্কিতা সিংহ তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। বেশ কয়েকটি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে। বড় হয়ে নামী চিত্রশিল্পী হতে চায় সে।

মেলার মাঠে মেলা ভিড়

উদ্বোধন হয়েছে আগেই, তবে লক্ষ্মীলাভের জন্য রবিবারের অপেক্ষা করছিলেন প্রকাশকরা। ছুটির দিনে বিকেল থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে বইমেলায়। মেলার মাঠ থেকে রবিবারের রং তুলে ধরলেন হরষিত সিংহ

হাতে বই নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখা। রবিবার মালদা বইমেলায়।

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় মালদায় ঠান্ডার কামড় এখন কিছুটা হলেও কম। সেই হালকা শীতের আমেজে রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় জমে উঠল মালদা জেলা বইমেলা। মালদা কলেজ মাঠের মেলার মূল প্রবেশদ্বারে ধুলো উড়িয়ে প্রবেশ বইপ্রেমীদের। বইয়ের স্টলগুলিতে ভিড়ও ছিল যথেষ্ট।

রবিবার ছুটির দিন। তাই এদিন সহকর্মীদের সঙ্গে বইমেলায় এসেছিলেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সাত্ত্বিক ভট্টাচার্য। মেলায় ঘুরলেন, বিভিন্ন স্টলে কিছু বই দেখলেন। শেষে মেয়ের জন্য দুটো বই কিনে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফেরার আগে সাত্ত্বিক বললেন, 'রবিবার ছুটির দিন, তাই সুযোগ পেয়েছি বইমেলায় আসার। সহকর্মীদের সঙ্গে ঘুরলাম, শেষে মেয়ের জন্য বই কিনে বাড়ি ফিরছি।'

নিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন মালদা শহরের পড়ুয়া দেবস্মিতা নাথ। রবিবার ছুটির দিনে চাপ একটু কম, তাই এদিন বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে বইমেলায় এসেছেন। নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্টের দরকার তাই সেই ধরনের কিছু বই স্টলে ঘুরে ঘুরে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। একাধিক দোকান খুঁজে দুটি বই কিনেছেন। দেবস্মিতা বলেন, 'নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখন নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট দরকার। তাই সেই ধরনের বই খুঁজছি।'

বইমেলার দোকান, তাই এখানে কিছুটা হলেও বেশি ছাড় পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যেই অনেকেই বেশি বেশি করে বই কেনার চেষ্টা করেন মেলাতেই। ক্রেতা ধরতে বিক্রেতারাও বইমেলায় ছাড় দিয়ে থাকেন। একটি বা দুটি বই কিনলে সাধারণত দশ শতাংশ ছাড় রয়েছে প্রতিটি দোকানেই। আবার বেশি বই কিনলে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছেন বিক্রেতারা। বিক্রেতা রূপক বিশ্বাস বলেন, 'মেলায় ছাড় দিতে হয়। সাধারণত আমরা দশ শতাংশ ছাড় দিচ্ছি। তবে কেউ বেশি বই কিনলে সেক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিতে হচ্ছে। রবিবার মেলায় ভালোই ভিড় হয়েছে।'

ভিড় দেখে খুশি বিক্রেতা থেকে প্রকাশকরা। নানা ধরনের ক্রেতা। নানা ধরনের পাঠক। তবে বর্তমান প্রজন্ম খুঁজছে রোমান্টিক নভেল ও মোটিভেশনাল বই। একাধিক বড় বড় পাবলিশার মালদা বইমেলা প্রাঙ্গণে স্টল দিয়েছে। আবার রয়েছে জেলা স্তরের একাধিক প্রকাশক। সব দোকানেই কমবেশি ভিড়। আবার ছোটরা ভিড় করছে ঠাকুরমার ঝুলি, হাঁদা ভোঁদা, হ্যারি পটারের মতো বইয়ের খোঁজে।

শুধু বইয়ের দোকান নয়, রবিবার ছুটির দিন বলে বইমেলা প্রাঙ্গণের খাবারের দোকানগুলিতেও উপচে পড়ল ভিড়। মোমো, কেক, প্যাটিস এইসব খাবারের দোকান বসেছে। মূল মেলা থেকে বেরিয়ে মানুষ সেখানেই ভিড় করছেন। সমার্থি মণ্ডল বলেন, 'বান্ধবীদের সঙ্গে এসেছিলাম। মেলা ঘুরলাম, এবার খাওয়াদাওয়া করে বাড়ি ফিরব।'

গত কয়েকদিনের তুলনায় রবিবার ভিড় ভালোই হয়েছিল বইমেলা প্রাঙ্গণে। তাতে বিক্রেতারা খুশি ঠিকই, কিন্তু তাঁরা এটাও বলছেন যে, বিগত বছরের তুলনায় এখনও পর্যন্ত ভিড় তুলনামূলক কমই।

তবে বইমেলা মানে তো আর শুধু বইয়ের কেনাবেচা নয়। মালদা জেলা বইমেলায় তিন প্রান্তে তিনটি অনুষ্ঠান মঞ্চ রয়েছে। একদিকে সন্ধ্যা হতে জমে উঠছে গানের আসর। আবার অন্যদিকে চলছে কবিতা পাঠ। বিকেলের ব্যালকনিতে আলোচনা। সব মিলিয়ে রবিবার জমজমাট বইমেলা প্রাঙ্গণ।

রবিবার ছুটির দিন, তাই সুযোগ পেয়েছি বইমেলায় আসার। সহকর্মীদের সঙ্গে ঘুরলাম, শেষে মেয়ের জন্য বই কিনে বাড়ি ফিরছি।

সাত্ত্বিক ভট্টাচার্য

বইমেলা লাইভ

গাড়ি সাফারি

মালদা বইমেলার ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। চার চাকায় চেপে গোটা মেলায় ঘুরছে এক যাত্রী। যেন ভিআইপি! গাড়ি দেখেই রাস্তা করে দিচ্ছেন দর্শকরা। বইমেলায় ঘুরতে এসে এমনই অভিজ্ঞতা হচ্ছে শিশুদের। বইমেলায় শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ছোট ছোট গাড়ি নিয়ে এসেছেন কালিয়াচকের বাসিন্দা মহম্মদ শফিকুল ইসলাম। সেই গাড়িতে চাপিয়ে ছোটদের বইমেলা ঘোরানোর অনুমতি তাঁকে দিয়েছে মেলা কমিটি। শুক্রবার মায়ের সঙ্গে বইমেলায় এসেছিল আয়াত হাসান। এই বইমেলায় সাফারি করে সে খুব খুশি।

হাতে তৈরি

হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন। তার পরেই সরস্বতীপুজো। তার আগে বইমেলায় মিলছে হাতে তৈরি বিভিন্ন প্রসাধনের সামগ্রী থেকে শুরু করে কাঁথাস্টিচের পোশাক সহ মহিলাদের প্রসাধনের বিভিন্ন সামগ্রী। বই কেনার পাশাপাশি এই প্রসাধনী কিনতেও ভিড় বিভিন্ন বয়সি মহিলাদের। মালদা শহরে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা নিজের হাতে প্রসাধনী তৈরি করে বিক্রি করেন। তাঁদের অনেককেই মেলায় দেখা গেল। তাঁদের মধ্যে একজন মৌ রায় বলেন, 'উল, সুতো, মাটির ছোট ছোট বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করি আমি। বইমেলায় প্রথম দিন থেকেই ভালো বিক্রি হচ্ছে। সামনে সরস্বতীপুজো, আশা করছি আরও ভালো বিক্রি হবে।'

রিলস প্রিয়

রিলস বানানোর জন্য ৩৬০ ডিগ্রি সেলফির ব্যবস্থা। বইমেলায় ভিড় বাড়ছে এখানে। শিশু থেকে তরুণ-তরুণীদের অনেকেই এখানে এসে ভিডিও তৈরি করছেন। মেশিনের উপর উঠে দাঁড়ালে ক্যামেরা স্ট্যান্ড ঘুরছে চারদিকে। এইভাবেই তৈরি হচ্ছে ভিডিও। চারদিক ঘুরে রিলস তৈরি হচ্ছে। একটি ভিডিও তৈরি করতে ৫০ টাকা নিচ্ছেন ব্যবসায়ী। এই 'পরিকাঠামো' নিয়ে মেলায় এসেছেন প্রণবেশ দত্ত। বললেন, 'শিশুদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা। গত কয়েক বছর ধরেই বইমেলায় আসি। চাহিদা ভালো রয়েছে।'

হারিয়ে যাওয়া লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চের খোঁজ

আমাদের ছেলেবেলায় বইমেলা যখন বৃন্দাবনী মাঠে টাউন হলের সামনে হত, যখন এত ঝাঁ চকচকে আয়োজন শুরু হয়নি, তখন শুরুতে একটাই মঞ্চ ছিল, মূল মঞ্চ। সেখানে সব ধরনের অনুষ্ঠানের ভিড়ে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার বেশি সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই কবি-সাহিত্যিক, বিশেষ করে স্থানীয় ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার পক্ষ থেকে আলাদা একটা মঞ্চের দাবি ওঠে। উদ্যোগ নিল দিলীপ তলোয়ার, রাজীব সিংহ, অসীম গোস্বামী, পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিত দাস, তৃপ্তি সাহা, মিনতি দত্ত মিশ্রের মতো একদল নবীন কবি-লেখক। উৎসাহ দিলেন ত্রিদিব গুপ্ত, অমিত গুপ্ত, পুষ্পজিৎ রায়, তুহিন দাস, প্রশান্ত মিশ্র, অশোক সেনদের মতো প্রবীণরাও। এবং অবশ্যই অচিন্ত্য সেন। মালদা সাহিত্য পরিষদ, জোয়ার, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সমিতি সহ সবাই পাশে দাঁড়াল। সেই দাবিরই পরিণতি আরেকটি মঞ্চ, কবি মঞ্চ বা পরবর্তীতে লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চ। শুধুই সাহিত্য পাঠ, সাহিত্য আলোচনার জন্য।

সম্মিলিত দাবির প্রভাবে প্রথম ২০০০ সালে একাদশ বইমেলায় তৈরি হল জেলার সাহিত্যিক ও সাহিত্য পত্রপত্রিকার নিজস্ব মঞ্চ। মঞ্চের নামকরণ হল প্রয়াত নমিতা মুন্সীর নামে। সেই শুরু। ধীরে ধীরে এই মঞ্চ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মালদা কলেজ মাঠে বইমেলা স্থানান্তরিত হলে সেখানে পুরোদস্তুর একটা ছোট ঢাকা মঞ্চ হিসাবে তৈরি হল। কিন্তু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তারও দখল নিলে আবার বাদপ্রতিবাদের পরে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য আলাদা আরেকটি মঞ্চ বরাদ্দ হল মেলার মাঝখানে। যাকে ঘিরে গোল হয়ে বসতেন জেলার ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা করিয়েরা। সেই মঞ্চে কয়েকবার কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছে। বছর পাঁচেক চলার পর সেই মঞ্চও অন্তর্হিত হল। তার জায়গা নিল ব্যালকনিজুড়ে থাকা বাণিজ্যিক কালচার, স্মার্ট আর জাঁকজমকপূর্ণ, নতুন প্রজন্মের চাহিদা মেনেই। শুধু হারিয়ে গিয়েছে লিটল ম্যাগাজিন।

এখন ঠিক কেমন আছে সে? উদ্বোধনের দিন বইমেলায় শেষমুহূর্তে গিয়ে দেখলাম, কর্তব্যক্তিদের গাড়ির ভিড়, অসংখ্য বাইকের ব্যস্ততার পেছনে লুকিয়ে আছে সে। অনাদরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। শ্রোতাহীন নির্জনতায়। কবি মঞ্চকে সুয়োরানির মতো অনাদরে দূরে ঠেলে রেখে দেওয়াটা কষ্ট দেয়। ঠিক যেভাবে মুক্তমঞ্চ। মালদা জেলার কবি-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের বেড়ে ওঠার যাবতীয় আয়োজন এই ছোট পত্রিকাগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। আর এই আয়োজনের উদযাপনের উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছিল মালদা জেলা বইমেলা, বিশেষ করে যখন লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চ স্থানীয় সাহিত্যচর্চার প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। স্থানীয় সাহিত্যসংস্কৃতি মননের ইতিহাসের ঐতিহ্য নিয়ে এই মঞ্চ আজ প্রান্তবাসী। আবার ঢাকা মঞ্চটিকে মেলার ভিতরে নিয়ে আসা হোক, মঞ্চের ভিতরে দুইপাশজুড়ে থাকুক জেলার ছোট পত্রপত্রিকা, সংগঠক, সম্পাদকরা, লেখক-কবিরা, পাঠকরা। একটি জমজমাট আয়োজন। আশা রাখতেই পারি। আশায় বাঁচে চাষা।

মালদা বইমেলায় এখন লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চের অবস্থাটা ঠিক কেমন? কর্তব্যক্তিদের গাড়ির ভিড়, অসংখ্য বাইকের ব্যস্ততার পেছনে যেন একপ্রকার ঢাকা পড়ে গিয়েছে। অনাদরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। শ্রোতাহীন নির্জনতায়। লিখলেন প্রবন্ধকার অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে 'মানসিক ভারসাম্যহীন'

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি মোড়ে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার আচরণে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় দোকানদাররা। দূরদূরান্ত থেকে আগতরাও ছাড় পাচ্ছেন না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই মহিলা দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় ফুটপাথে বসবাস করছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্লাস্টিক ও বিভিন্ন জিনিসপত্র কুড়িয়ে জীবনযাপন করেন। এলাকার দোকানদাররা টাকাপয়সা এবং খাবার দিয়ে তাঁকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন।

অভিযোগ, তিনি প্লাস্টিক ও বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে পুরসভার দেওয়া ব্যারিকেডের উপর ও রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখেন। যে কারণে পথ চলাচলে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। সেইসঙ্গে বিনা কারণে পথচারী ও দোকানদারদের মারধর এবং গালিগালাজের ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় দোকানদার উত্তম বাসফোরের কথায়, 'প্রথমদিকে সবাই ভেবেছিলেন তিনি হয়তো দরিদ্র মানুষ, কাজকর্ম করে দিন কাটাবেন। কিন্তু দিন-দিন সাধারণকে অতিষ্ঠ করে তুলছেন। বিভিন্ন সময়ে মানুষকে মারধর ও গালিগালাজের ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।'

আরেক দোকানদার সুকুমার দাস জানান, ওই মহিলা সারাক্ষণ গালিগালাজ করেন। মানসিকভাবে তিনি অসুস্থ। অবিলম্বে তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে তাঁর আরও আশঙ্কা, শিলিগুড়ি মোড় জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল হওয়ায় যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দোকানদার সঞ্জিত তান্তিয়া বলেন, 'যে কোনও সময় পথচারীদের উপর আক্রমণ করছে। আমরা ভীষণ বিপদে আছি।'

ইতিমধ্যেই ওই এলাকার দোকানদারেরা একজোট হয়ে রায়গঞ্জ থানায় বিষয়টি জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর নয়ন দাস অবশ্য জানিয়েছেন, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই মহিলা খানিক দূরে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন।

'ব্র্যান্ডেড'-এর স্বাদ 'ফার্স্ট কপি'-তে মেটানো

বন্ধু বা পরিচিতকে দূর থেকে দেখে ভাবছেন, 'কেসটা কী? এই আমার থেকে দু'দিন আগে টাকা ধার নিল, আগের ধার এখনও শোধ করেনি অথচ এত দামি ব্র্যান্ডেড সব জিনিসপত্র গায়ে গলিয়েছে!' কিন্তু কাছে যেতেই আপনার ভুল ভাঙবে, সবটাই 'ফার্স্ট কপি'-র মায়া। খোঁজ নিলেন হরষিত সিংহ

গরম জামার কেনাকাটা। মালদায়।

দামি ব্যাপার

'ব্র্যান্ড'- ইংরেজি এই শব্দতে থাকতে পারে মাত্র পাঁচটি অক্ষর কিন্তু ওজন অনেক। জামাকাপড়, জুতো, ঘড়ি থেকে শুরু করে মানুষ অবধি যে কোনও জিনিসের সঙ্গে এই শব্দ জুড়ে গেলে যাকে বলে একটা 'ব্যাপার' হয়ে যায়। কিন্তু সেইভাবে 'ব্যাপার' হতে গেলে তো প্রয়োজন ট্যাঁকের কড়ির। তবে কি সেটা না থাকলে আপনার 'ব্যাপার' হওয়া হবে না? মোটেও না, তখন ভরসা হবে 'ফার্স্ট কপি'। দেখতে এবং মানে প্রায় এক এমনকি অনেক সময় আসলের মতো লোগোও থাকে। আর দাম? অনেক অনেক কম।

চাহিদা বাড়ছে

'ব্র্যান্ড' নয়, 'ফার্স্ট কপি' শীতের পোশাকে বেশি আগ্রহ তরুণ প্রজন্মের। লেদার জ্যাকেট হোক বা ফ্যান্সি জ্যাকেট- নামীদামি ব্র্যান্ডের দাম অনেক। কিন্তু শীতের পোশাকের জন্য অনেকেই বেশি ব্যয় করতে রাজি নন, বিশেষ করে পুরুষেরা। তখন তাঁদের ভরসা জোগাচ্ছে কম দামে ভালো মানের ফার্স্ট কপি। মালদা শহরের মার্কেটগুলিতে এখন এই পোশাকের চাহিদা ব্যাপক।

ব্যবসায়ীর কথায়

শহরের বৃন্দাবনি মাঠ সংলগ্ন অস্থায়ী শীতবস্ত্র মার্কেট সহ প্রতিটি মার্কেটের দোকানগুলিতে এখন ফার্স্ট কপি কেনার হিড়িক। বিক্রেতা শুভঙ্কর মাঝি বলেন, 'ফার্স্ট কপির চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্র্যান্ডের পোশাকের দাম অনেক। কিন্তু একই কোয়ালিটির পোশাক কম দামে মিলছে। সবমিলিয়ে খরচ অনেক কম পড়ছে।'

ক্রেতাদের কথায়

অগ্রদূত মণ্ডলের কথায়, 'ফার্স্ট কপি সোয়েটার বা জ্যাকেট ভালো। কাপড়গুলিও ভালো হয়। তবে দাম কম হওয়ায় অনেক সুবিধা হয় কিনতে।' আরেক ক্রেতা অলোক শীল বলেন, 'ব্র্যান্ডেড কাপড়ের দাম অনেক। নিয়মিত পরার জন্য এই কাপড় কেনা সম্ভব নয়। অনেকসময় শখে হয়তো কিনি। তবে নিয়মিত পরার জন্য ফার্স্ট কপি ভালো।'

রকমফের

এই শীতের বাজারে বিভিন্ন ফার্স্ট কপি জ্যাকেটের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছে। অজিত সাহার কথায়, 'প্রতিদিনই ব্যবসার কাজে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। ব্যাপক ঠান্ডা বেড়েছে। তাই জ্যাকেট ছাড়া একেবারেই বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না। আছে, তারপরেও আরও একটি কিনলাম।' বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিশেষ কাজের জন্য লেদার জ্যাকেট থেকে বাফারের যেমন চাহিদা রয়েছে, তেমনি নিয়মিত পরার জন্য ফ্যান্সি বা অন্যান্য জ্যাকেটের ব্যাপক চাহিদা। এছাড়াও এই বছর বাজারে বিশেষ কোরিয়ান জ্যাকেটের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছে। বিক্রেতা সমীর কুণ্ডু বলেন, 'ছেলেদের সব ধরনেরই শীতের পোশাক বিক্রি হচ্ছে। তবে ঠান্ডা বেশি পড়ায় জ্যাকেটের চাহিদা এখন বেশি। প্রায় সমস্ত রকমের জ্যাকেট বিক্রি হচ্ছে। কোয়ালিটির ওপর দাম রয়েছে।'

চুরিতে গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে রবিবার তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বিট্টু দাস, ছোটন রাজবংশী এবং হরেন ঘোষ। শনিবার সন্ধেবেলা শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুরঞ্জন সাহার বাড়িতে চুরি হয় বলে অভিযোগ। সুরঞ্জনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ধৃতদের শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। এই বিষয়ে রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে।'

ধৃত টোটোচালক

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটি এলাকায় শনিবার গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে টোটো চালানোর জন্য এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পরিমল ঘোষ (৪৫)। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের ভট্টদিঘি এলাকায়। ধৃতকে এদিন রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

জন্ম শতবর্ষ

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবিবার দুপুরে বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্ম শতবর্ষ পালন উৎসব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিযোগীরা আবৃত্তি ও গান পরিবেশনের মাধ্যমে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর চিড়াইলপাড়া এলাকায় শনিবার রাতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম শুভ রায় (২৫)। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন।

পুর উৎসবের মঞ্চে অনুষ্ঠান দেখতে ভিড়। রবিবার গঙ্গারামপুরে। ছবি : চয়ন হোড়

জমজমাট পুর উৎসব

গঙ্গারামপুর, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার গঙ্গারামপুর পুরসভার পুর উৎসবের দ্বিতীয় দিনে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অরুণিতা কাঞ্জিলাল। শহরবাসী অরুণিতার গানে মেতে ওঠেন। এদিন সন্ধে হওয়ার আগেই মানুষের ভিড় উপচে পড়ে গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের কলতান আর অনুষ্ঠানের নান্দনিকতায় পুরো শহর উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বিখ্যাত অভিনেতা তথা গায়ক বিশ্বনাথ বসু এদিন পুর উৎসবের মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন। বিশ্বনাথের অনুষ্ঠানের সময় দর্শকদের করতালির শব্দে মুখরিত হয় গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ। বিখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি পুর উৎসবে স্থানীয় শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা, সমবেত সংগীত এবং লোকগীতিতে মুখরিত হয় উৎসব প্রাঙ্গণ। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র বলেন, 'এই উৎসব মিলনের উৎসব।'

গঙ্গারামপুর

ভোটারদের জন্য

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। রবিবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক অফিস চত্বরে ইভিএম ডেমনস্ট্রেশন সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক সুব্রতকুমার বর্মন সহ অন্য আধিকারিকরা। জেলা শাসক বলেন, 'শুধু ইভিএম ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার নয়, ভোটারদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তিনটি ভ্রাম্যমাণ প্রচার গাড়ি জেলার ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্র পরিক্রমা করবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার আগে পর্যন্ত এই ভ্রাম্যমাণ গাড়িগুলি গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটারদের হাতেকলমে ইভিএমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে।'

রক্তদান

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা সবাণী নিয়োগীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার বালুরঘাটে একটি রক্তদান ও বস্ত্রদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডেপুটি পুলিশ সুপার বিক্রম প্রসাদ শিবিরের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ফোরামের সভাপতি পীযূষকান্তি দেব, সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত কুণ্ডু প্রমুখ। দুজন মহিলা সহ মোট ১৫ জন শিবিরে রক্তদান করেন।

বন্দে ভারত স্লিপারের ভাড়া কত, প্রশ্ন যাত্রীদের

বৃহস্পতিবার থেকে যাত্রা

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : উদ্বোধনী যাত্রা শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলের তরফে বন্দে ভারত স্লিপারের নিয়মিত যাত্রার দিন ঘোষণা করে দেওয়া হল। রবিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, কামাখ্যা থেকে কমার্শিয়াল যাত্রা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। বুধবার ছাড়া এখান থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। পূর্ব রেলের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। তবে ট্রেনটির ভাড়া কত, তা জানানো হয়নি কোনও নির্দেশিকাতেই। রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি শ্রেণির ভাড়ার কাঠামো ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু ওই ভাড়ার সঙ্গে কিছু ট্যাক্স যুক্ত হবে। তাছাড়া এধরনের ট্রেনগুলির ক্ষেত্রে ভাড়া ওঠানামা করে। ফলে স্পষ্ট করে ভাড়া কত, তা বলা যায় না।' রেল সূত্রে খবর, সোমবার থেকে পাওয়া যাবে বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট।

শনিবার সূচনা হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের।

কলকাতা যাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ একটু বেশি রাতে ট্রেনের দাবি করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই দাবি পূরণ হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপারের মধ্যে দিয়ে। শনিবারই মালদা থেকে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল কমার্শিয়াল যাত্রার দিন। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি মালদা টাউন ও নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) ১০ মিনিট এবং আজিমগঞ্জ ও নিউ কোচবিহারে ৫ মিনিট করে দাঁড়াবে। বাকি স্টপগুলিতে স্টপ টাইম ২ মিনিট। কামাখ্যা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি হাওড়া পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উত্তরবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ারে ৯টা ২৩ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে ৯টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ১০টা ৫৫ মিনিটে, এনজেপিতে ১১টা ৩০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ২২ মিনিটে, মালদা টাউনে ৩টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে এবং হাওড়া থেকে কামাখ্যা যাওয়ার পথে ট্রেনটি উত্তরবঙ্গের মালদা টাউনে ১০টা ৫০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ৫৮ মিনিটে, এনজেপিতে ১টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোডে ২টা ২০ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে সাড়ে তিনটা এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে ৩টা ৪৮ মিনিটে পৌঁছাবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'সোমবার থেকে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা পেতে পারেন যাত্রীরা।' একটু বেশি রাতে ট্রেন মেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বাণিজ্য মহল। তবে ভাড়া কত হবে, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন সকলের।

'সেফ প্যাসেজ'

প্রথম পাতার পর

তাতে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ অবাক নন, বরং লজ্জিত। রাজগঞ্জের বিডিও যেন জাদুকর পিসি সরকারের উত্তরসূরি। তিনি ভ্যানিশ হয়ে গেলেন, আর আমাদের তুখোড় গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা তা জানলেন না। পুলিশের সব 'সোর্স' হঠাৎ কাজ করা বন্ধ করে দিল। প্রশান্ত কি এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁর হাত আইনের চেয়েও লম্বা? নাকি তিনি এমন কোনও সত্য জানেন যা ফাঁস হয়ে গেলে প্রশাসন বা রাজনীতির অনেক রথী-মহারথীর সিংহাসন টলে যাবে? ডব্লিউবিসিএস কেলেঙ্কারি থেকে পরবর্তীতে নানা কুকর্মে কীভাবে বারে বারে প্রশান্ত আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন তা সাধারণ মানুষ দেখছেন।

এতসবের পরেও প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা এক গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ। যে পুলিশ বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হয়, সেই পুলিশই ২৮ দিনেও একজন অভিযুক্তকে ধরতে পারছে না- এর চেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে! প্রশাসন হয়তো ভাবছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বপন কামিল্যার খুনের কথা ভুলে যাবে। পুলিশ ও প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক আঁতাত ভাঙা দরকার, নচেৎ বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যেটুকু আস্থা অবশিষ্ট আছে, তাও ধুলোয় মিশে যাবে। যদি দ্রুত প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে আইন, বিচার এসবের কোনও গুরুত্বই থাকবে না। কারণ, রাজগঞ্জের পলাতক বিডিও কেবল একজন অভিযুক্ত নন, তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থার মুখোশ। জনস্বার্থে সেই মুখোশ খুলে দেওয়া জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু রক্ষকই যখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সংবাদমাধ্যমকেই সামনে এসে সত্যটা বলতে হয়।

প্রশান্তর মামলাটি শুরু থেকেই এক রহস্যজনক গতিতে এগিয়েছে। ২০২৫-এর ১৬ নভেম্বর বারাসত আদালত তাঁকে জামিন দিল, অথচ ২ ডিসেম্বর পুলিশ হাইকোর্টে গেল সেই জামিন চ্যালেঞ্জ করতে। এই যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান, এটাও কি পরিকল্পিত নয়? হাইকোর্ট যখন স্পষ্ট ভাষায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল, তখন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট কেন রাজগঞ্জ গিয়ে প্রশান্তকে তুলে আনল না? জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। একজন খুনের আসামি দিব্যি সরকারি চেয়ারে বসে ফাইল সই করে গেলেন, আর হাইকোর্টের আদেশের পর তিনি যখন 'পলাতক' হলেন, তখন প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রইল। এই নিষ্ক্রিয়তা আসলে এক ধরনের প্রশ্রয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রশান্তর গোপন ঘাঁটির ঠিকানা ফাঁস করে দেওয়ায় তিনি সেখান থেকে পালিয়েছেন। সূত্রের খবর, দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও। খুনের আসামিকে গ্রেপ্তারের বদলে তাঁকে বাঁচানোর জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধি আর সময় খরচ করা হচ্ছে, তার সিকিভাগ যদি তদন্তে লাগানো হত, তবে অনেক আগেই বিচার পেতেন হতভাগা স্বর্ণ কারিগর। এই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা আসলে অপরাধীদের কাছে বিজ্ঞাপনের মতো; তাদের কাছে খোলা আমন্ত্রণ যে, খুনের মতো অপরাধ করেও যদি 'সঠিক' চেয়ারে বসা যায়, তবে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়াটা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এখনও কি ঘুম ভাঙবে না প্রশাসনের? নাকি এই কুৎসিত প্রহসন চলতেই থাকবে?

কোথায় ছিলেন, প্রশ্নের মুখে ইউসুফ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৮ জানুয়ারি : বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেছিলেন, 'বেলডাঙ্গায় যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে এত প্রতিবাদ হচ্ছে, তাঁর বাড়িতে বারবার যেতে চাইছেন ইউসুফ। আমিই তাঁকে বলেছি, এখন নয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে দলের কর্মীদের নিয়ে ওখানে যেতে।' দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের এমন বক্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার বেলডাঙ্গায় পা রাখলেন বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। কিন্তু 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াল তাঁকে। এদিন স্থানীয় দলীয় বিধায়ক হাসানুজ্জামানকে নিয়ে বেলডাঙ্গায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিনের বাড়িতেও যান ইউসুফ। সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে নানা অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা। এখানেও এতদিন এত অশান্তির মাঝে কেন তাঁকে দেখা যায়নি, ভিড়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় অনেককেই। জবাবে ইউসুফ বলেন, 'আমি এখানেই ছিলাম। এখানকার মানুষজনের সঙ্গে তৃণমূল স্তরে আমাদের যোগাযোগ আছে। আমি তাঁদের জন্যই কাজ করি। মানুষজন এবং সংবাদমাধ্যমকে ভুল বোঝানো হয়েছে। এখনও আমরা সবরকমভাবে এই পরিবারের পাশে আছি।'

বেলডাঙ্গার অশান্তি নিয়ে সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করেছিলেন অভিষেক। নাম না করলেও তাঁর নিশানায় ছিলেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ইউসুফের বক্তব্য, 'পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের নাগরিক। রুটিরুজির জন্য হয়তো তাঁদের বাইরের রাজ্যে যেতে হয়। কিন্তু তাই বলে তাঁদের উপর এই অত্যাচার চলতে পারে না। এখানে ভুল বোঝানো, উসকানি চলেছে সমানে।' এধরনের ঘটনায় তিনি বারবার কেন্দ্রকে চিঠি লিখে সতর্ক করেছেন বলেও জানান তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি, বাচ্চাদের শিক্ষা এবং অন্যান্য যা সাহায্য লাগবে, সবই তাঁরা করবেন বলে আশ্বাস দেন ইউসুফ। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথাও বলেন তিনি। ইউসুফের সঙ্গে থাকা বেলডাঙ্গার বিধায়ক তৃণমূলের হাসানুজ্জামান বলেন, 'রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আর্থিক সাহায্য ও একজনের চাকরির কথা ঘোষণা করেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। পাশাপাশি, মৃত আলাউদ্দিনের নাবালিকা কন্যার নামে এক লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিচ্ছি আমি।' একইসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে তিনি প্রতিবাদ করেন। অথচ এই দেশের সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে খুন হলে, উনি মুখে কুলুপ আঁটেন।'

> পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের নাগরিক। রুটিরুজির জন্য হয়তো তাঁদের বাইরের রাজ্যে যেতে হয়। কিন্তু তাই বলে তাঁদের ওপর এই অত্যাচার চলতে পারে না। এখানে ভুল বোঝানো, উসকানি চলেছে সমানে।
>
> **ইউসুফ পাঠান** সাংসদ

বিমানে বোমাতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দরে সাধারণত হাই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়ে থাকে কয়েকদিনের জন্য। তবে, এদিনের ঘটনার পর তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে কর্তৃপক্ষ। তারপরই হাই রেড অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রবেশের পথে শুরু হয় নাকা চেকিং। নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে ছিলেন এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম, সিআইএসএফ-এর ডিসি হরবীর সিং, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অধিকারিক রিত্তিকা কাঞ্জিলাল, ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের অধিকারিক এসকে ঝা প্রমুখ। সেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা শ্রদ্ধা প্রধান ওই বিমানে ছিলেন। বাগডোগরায় নেমে বললেন, 'দিল্লি থেকে ফ্লাইট ছাড়ার পর সকাল ৮টা নাগাদ আমাদের জানানো হয়, বিমানে টেকনিকাল কিছু সমস্যা হয়েছে। লখনউতে তাই নামানো হবে। তারপর বাগডোগরায় যাবে। সব যাত্রীকে নামিয়ে সিকিউরিটি হোল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে বিমান সংস্থার তরফেই খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিকেলে ফের চেকিং করে বিমানে তোলা হয়।'

দিল্লি থেকে সিকিম বেড়াতে আসা মনোতোষ খাগড়ের কথায়, 'আমাদের বোমার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা বলেছিল। তবে বিমানবন্দরে তৎপরতা দেখে সন্দেহ হচ্ছিল।'

ভাষণে হতাশ

প্রথম পাতার পর

যেখানে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো কোম্পানিতে বহু কর্মসংস্থান হচ্ছে। সার্বিকভাবে যা ই-কমার্সের মতো শিল্পকে শক্তিশালী করবে।

সিঙ্গুরের তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুর জানে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না।' শিল্প নিয়ে চুপ থেকে কৃষিভিত্তিক সিঙ্গুরের কথা বলেছেন মোদি। আলু ও পাটচাষিদের স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। কেন্দ্রের 'এক জেলা এক পণ্য' নীতিতে ধনিয়াখালির শাড়ি, পাটজাত পণ্যকে শোকেস করার কথা বলেছেন।

মোদি বলেন, 'প্লাস্টিকের বদলে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারের ফলে পাটচাষিরা উপকৃত হচ্ছেন। হুগলি জেলায় আলু, পেঁয়াজ ও সবজির বিপুল উৎপাদন হয়। আমার স্বপ্ন, দুনিয়াজুড়ে প্যাকড ফুডের চাহিদা মেটাতে এই সব পণ্য একদিন বিশ্বের বাজার দখল করবে। তার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও কোল্ড চেনের প্রসার ঘটাতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধে মার খাচ্ছে কৃষক ও মৎস্যজীবী মানুষ।'

তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দিল্লির আপ সরকার উন্নয়ন বিরোধিতায় রাজনীতি করতে গিয়ে আয়ুষ্মান ভারতকে গ্রহণ করেনি। দিল্লির মানুষ তাই আপ সরকারকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথায়, যে সরকার বিকাশে বাধা দিয়েছে, তাদের শাস্তি পেতে হয়েছে। বাংলার নির্মম সরকারকেও রাজ্যের মানুষ উচিত শিক্ষা দেবে।'

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কড়া সমালোচনাও ছিল মোদির মুখে। রাজ্যে মহাজঙ্গলরাজের অবসান করে সুশাসন আনার ডাক দিয়ে তাঁর বক্তব্য, বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নয়, রেপ বলাৎকারের মতো ঘটনা লাগামহীন। তাঁর কথায়, 'ইসি কারণসে টিএমসি কো সবক শিখানা বহুত জরুরি হ্যায়।'

মোদি চলে যাওয়ার পর সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের আক্ষেপ ঝরে পড়ল- যে জমিতে একসময় কারখানার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, আজ তা না কৃষিযোগ্য, না শিল্পোপযোগী। সভাস্থলে ছিলেন জমি আন্দোলনের শরিক ৭০ বছরের বৃদ্ধ রমাপদ ধারা। এসেছিলেন কর্মসংস্থানের দিশা দেখার আশায়। সভা শেষে বাজেমেলিয়া মোড়ে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে কাজের জন্য মুম্বই যেতে হয়েছে। মোদি এখানে কাজের ব্যবস্থার কথা বললে হয়তো ছেলেটা গ্রামে ফিরতে পারত।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তরের ছাত্র দেবাশিস মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরকে নিয়ে শুধু রাজনীতি হল। বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা কারও কাছে শুনছি না।' সভা থেকে ফেরার পথে চোখে-মুখে হতাশা নিয়ে বেড়াবেড়ি গ্রামের মহাদেব দাস বললেন, 'ভেবেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী কোনও বড় শিল্পের কথা ঘোষণা করবেন। কিন্তু কোনও দিশা দেখলাম না।

তবে যথারীতি মোদির গলায় ছিল অনুপ্রবেশ নিয়ে চড়া সুর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক। তাই তাদের বাঁচাতে ধর্নায় বসে পড়ছে তৃণমূল। অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিতে জাল নথি তৈরি করে দিচ্ছে।'

তারপরই জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, এ কাজ কে করতে পারে? জনতা সমস্বরে মোদি মোদি চিৎকার করলে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একাজ করতে পারে আপনার একটি ভোট। বিজেপিকে দেওয়া আপনার একটি ভোটই পারে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে।'

অসম পেল দুটি অমৃত ভারত

নিউজ ব্যুরো

১৮ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের উন্নতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। ফলে এই অঞ্চল থেকে প্রথমবার নন-এসি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হল। ডিব্রুগড়-গোমতীনগর (লখনউ) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দুটি অসমের কলিয়াবর থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক ও বস্ত্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা প্রমুখ। ডিব্রুগড়-গোমতীনগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস আপার অসম থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ আরও মজবুত করবে। কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত গুয়াহাটি থেকে হরিয়ানার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবে।

বৈঠক

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক তথা সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের উত্তরবঙ্গের পর্যবেক্ষক অধ্যাপক বাবুলাল বালা দু'দিন আগে ভারতের নাগরিকত্বের শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন। আর তারপরই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। গত ১০ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, বাবুলাল দেশের নাগরিক না হয়েও কীভাবে সরকারি চাকরি করছেন? তৃণমূল নেতৃত্ব সেই সময় বাবুলালকে শরণার্থী শিবির বা ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর দাবি জানায়। রবিবার বাবুলাল বলেন, '১৯৯৩ সালে পনেরো বছর বয়সে এই দেশে আসি। ব্যাখ্যা যে কেউ নিজের মতো করে করতেই পারেন। তবে চাকরিটা আমার অধিকারের মধ্যেই পড়ে।'

রক্তদান শিবির

বামনগোলা, ১৮ জানুয়ারি : পাকুয়াহাট গোবরাকুড়ি পঞ্চতীর্থ মহাশ্মশানে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। রবিবার এই মহাশ্মশান কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবং পাকুয়াহাট 'সমবেত প্রয়াস' ও সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স মালদার যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ছবি তুলতে

প্রথম পাতার পর

তোলার জন্য আসছেন। আমরা মুখোশ তৈরি করি আবার মুখোশ পরে নাচি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই যোগাযোগ করেন বেশিরভাগ মানুষ। এই সিজনে সমস্ত শিল্পী বাড়তি আয় করতে পারেন।' শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই সিজনে ৫ থেকে ৭টা দলও যদি ছবি তুলতে আসে তাহলে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয় একেকজন শিল্পীর। তবে দেশ-বিদেশের বড় বড় ফোটোগ্রাফাররা এই গ্রামে ছবি তুলতে এলেও এখানে থাকেন না। অনেকেই কালিয়াগঞ্জ কিংবা অন্যত্র হোটেলে থাকেন। কারণ গ্রামে তো প্রায় সবই মাটির বাড়ি। তাই তাঁদের অনুরোধ, সরকার থেকে যদি ইকো ট্যুরিজম প্রকল্পে তাঁদের ঘর বানিয়ে দেয় আর সেকথা সরকারিভাবে প্রচারও করে, তাহলে স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজে পাবেন তাঁরা।

প্রাপ্তির ভাঁড়ার

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সে গুড়েও বালি পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা করা একগুচ্ছ ট্রেনের মধ্যে একটি ট্রেনও মালদা ডিভিশনের নয়। যদিও উত্তর মালদার বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মুর মুখে একইসঙ্গে আশা ও আশ্বাসের বাণী, 'এই মুহূর্তে না হলেও খুব শীঘ্রই মালদার মানুষ হায়দরাবাদগামী একটি নতুন ট্রেন পাবে।' তা সাংসদ যা-ই বলুন, এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু। তাঁর মন্তব্য, 'ঢাকঢোল পিটিয়ে মালদাকে কেন্দ্র করে সভা করলেও প্রধানমন্ত্রী মালদাকে বঞ্চিতই রেখে গিয়েছেন। বিজেপির নেতারা যে শুধু ফাঁকা বুলি আওড়ান, তা এই ঘটনা প্রমাণ করে।'

রবিবার সকালে নেতাজি মোড়ের এক চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন শ্যামল বসাক। তাঁর মন্তব্য, 'আমরা তো খালি কয়েকটা ট্রেনের স্টপ পেলাম। এর বাইরে আর কিছু নয়। অথচ মালদায় একজন সংসদ, চারজন বিজেপির বিধায়ক রয়েছেন। কী করলেন তাঁরা?' নেতাজি পুর বাজারে বাজার করতে এসেছিলেন শহরের প্রবীণ বাসিন্দা সৌমেন্দু সেনশর্মা। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'ভেবেছিলাম হয়তো প্রধানমন্ত্রী কিংবা রেলমন্ত্রী ট্রেন ভ্রমণের ক্ষেত্রে বয়স্কদের টিকিটে ছাড়ের কথা ঘোষণা করবেন।'

এদিনের আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে অন্য জেলার বিজেপি নেতাদের 'কৃতিত্বের' কথা। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার নিজের জেলার মানুষের সুবিধার জন্য এক সময় গৌড় এক্সপ্রেস ও ফরাক্কা এক্সপ্রেস টেনে নিয়ে যান বালুরঘাটে। আর এবার কোনও নতুন ট্রেন জুটল না।

পৃথিবীর পাঠশালা

আশ্চর্য সীমান্ত

নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের সীমান্তে অবস্থিত 'বার্লে' গ্রামটি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সীমানাগুলোর একটি। এখানে এমন অনেক বাড়ি আছে যার মাঝখান দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা চলে গিয়েছে। ফলে বাড়ির বসার ঘর হয়তো বেলজিয়ামে, আর রান্নাঘর নেদারল্যান্ডসে! এখানকার এক ক্যাফের মাঝখান দিয়েও সীমানা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, যে দেশে আপনার সদর দরজা, আপনি সেই দেশের নাগরিক। এমনও হয়েছে যে, নেদারল্যান্ডসের ডাচ আইনের কড়াকড়ির সময় রেস্তোরাঁর গ্রাহকরা টেবিল সরিয়ে বেলজিয়ামের অংশে গিয়ে দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালিয়ে গিয়েছেন।

গাছের ইন্টারনেট

গাছ কথা বলতে পারে না— এটা আমরা ভাবি। কিন্তু মাটির নীচে তারা একে অপরের সঙ্গে দিব্যি যোগাযোগ রাখে! বনের নীচে থাকা ছত্রাকের এক বিশাল জালের মাধ্যমে গাছেরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যাকে বিজ্ঞানীরা মজা করে বলেন 'উড ওয়াইড ওয়েব'। এই জালের মাধ্যমে বড় গাছগুলো ছোট চারাদের খাবার পাঠায়। এমনকি কোনও গাছে পোকা আক্রমণ করলে রাসায়নিক সংকেত পাঠিয়ে বাকিদের সতর্ক করে দেয়। প্রকৃতির এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমাদের ইন্টারনেটের চেয়ে কোনও অংশে কম স্মার্ট নয়।

ক্যান্ডি আবিষ্কারক

ছোটবেলায় আমরা সবাই রঙিন 'কটন ক্যান্ডি' বা হাওয়াই মিঠাই খেয়েছি। কিন্তু জানেন কি, এই মিষ্টির আবিষ্কারক ছিলেন একজন ডেন্টিস্ট বা দাঁতের ডাক্তার? ১৮৯৭ সালে উইলিয়াম মরিসন নামের এক ডেন্টিস্ট তাঁর বন্ধু জন হোয়ার্টনের সঙ্গে মিলে এই যন্ত্রটি তৈরি করেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ফেয়ারি ফ্লস'। আশ্চর্য ব্যাপার হল, একজন দাঁতের ডাক্তার হয়েও তিনি এমন এক খাবার তৈরি করলেন যা আসলে চিনি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যা দাঁতের বারোটা বাজাতে ওস্তাদ! ব্যবসার খাতিরে শপথ ভোলার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হয় না।

মহাকাশের গন্ধ

মহাকাশচারীরা যখন স্পেসওয়াক সেরে স্টেশনে ফিরে আসেন, তখন তাঁদের পোশাকে এক অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। নাসার মহাকাশচারীদের মতে, মহাকাশের নিজস্ব একটি গন্ধ আছে। এই গন্ধ অনেকটা গরম ধাতু, ঝালাই করার ধোঁয়া বা পোড়া মাংসের (বারবিকিউ স্টেক) মতো! মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা ওজোন গ্যাস এবং মৃত নক্ষত্রের কণা বা পলিসাইক্লিক অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনের কারণেই নাকি এই অদ্ভুত গন্ধ তৈরি হয়। অর্থাৎ অসীম শূন্যতা আসলে গন্ধহীন নয়, বরং বেশ কড়া গন্ধযুক্ত!

সম্পর্কের আঁচ লাগে না

প্রথম পাতার পর

গোরু পাচারের ঘটনা বাড়তে থাকে। আর এই কাজে স্থলপথের থেকে নদীপথ ব্যবহার করতেই বেশি পছন্দ করে পাচারকারীরা। একাধিক ঘটনা থেকে সহজেই এই অনুমান করা যায়।

গোরু পাচারচক্রের সঙ্গে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি ভারতের একটি চক্রও সক্রিয়। গত কয়েকবছরে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ফাটল দেখা দিলেও দুই দেশের গোরু পাচারচক্রের কারবারিদের মধ্যে চিড় দেখা দেয়নি। বরং এই সুযোগে রেট বাড়িয়ে দুই দেশের কারবারিরা নিজেদের পকেট ভরার ফন্দি এঁটেছে। সূত্রের খবর, চাহিদা ও জোগানের অনুপাতের ওপর গোরুর দাম ওঠানামা করে। আর গত দু-তিন বছরে সেই রেট অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ২০২৩ সালে ভারতীয় পাচারকারীরা মাঝারি সাইজের গোরু ২০ হাজার টাকায় কিনে ৬০ হাজারে বিক্রি করত। বর্তমানে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার টাকায়। একটু বড় আকারের গোরু হলে দাম বেড়ে ১ লক্ষ টাকায় পৌঁছে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে সেই গোরু বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি হত। বর্তমানে দর ছুঁয়েছে আড়াই-তিন লক্ষ টাকা। সময়ের সঙ্গে যেমন গোরুর দাম বেড়েছে, তেমনই রেট বেড়েছে কারবারিদেরও। বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় অতি সতর্ক রয়েছে বিএসএফ। ফলে গোরু পাচারকারীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আগে যেখানে প্রতি গোরু পাচারের জন্য পাচারকারীদের ৫০০ টাকা করে দেওয়া হত এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে হাজারে। নিরাপত্তা একটু কঠোর থাকলে তা পৌঁছে যাচ্ছে ২ হাজারেও। গত ১৪ ডিসেম্বর হবিবপুর থানার পুলিশ এক বাংলাদেশিকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে। পুলিশি জেরায় ধৃত বাংলাদেশি সাফ জানিয়েছিল, গোরু পাচারের উদ্দেশ্য নিয়েই দলবল সহকারে সে অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করেছিল। নভেম্বর মাসে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছিল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। সেই ঘটনার তদন্তেও উঠে এসেছিল গোরু পাচারের চেষ্টার গল্প।

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

গ্রামীণ অর্থনীতির সেই মডেলের কঙ্কাল এখন দাঁড়িয়ে আছে কুঞ্জনগরে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এজন্য দোষারোপ করে কেন্দ্রকে। তাদের যুক্তি, কুঞ্জনগরকে স্বীকৃতি দেয়নি ন্যাশনাল জু অথরিটি। ফলে এই কেন্দ্রের আবাসিক বন্যপ্রাণী, পাখিদের পাঠিয়ে দিতে হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে।

শুধু কুঞ্জনগর কেন, গোটা ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গ্রামগঞ্জে অনেক চকচকে রাস্তাঘাট, কালভার্ট হয়েছে। ফালাকাটা শহরে স্টেডিয়াম হয়েছে। অনেক জায়গা পথবাতির আলোয় রাতে উজ্জ্বল। ফালাকাটা শহরের এক তরুণ এসব শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'এসব ধুয়ে কি মশাই পেট চলে!'

এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই একপ্রান্ত এথেলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের শিল্পতালুকের শিলান্যাস হয়েছিল। তারপর একটি ইটও গাঁথা হয়নি। তরুণটি বলছিলেন, 'কাজ আসবে কি আকাশ থেকে? রাস্তা, সেতু যতই হোক, ফসলের ন্যায্য দাম পান না কৃষক। গ্রাম থেকে তাই দলে দলে লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন মজুর হয়ে।'

কুঞ্জনগর নিয়েও তৃণমূলের যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয়রা। ফালাকাটার এক গাড়িচালক বলেন, 'পশুপাখি নাহয় নিয়ে গিয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কিন্তু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পর্যটক আবাসগুলি সংস্কার করে পর্যটনের ব্যবস্থা করা তো যেত। সেই উদ্যোগটা না নিয়েছে সরকার, না বন দপ্তর।' কুঞ্জনগর যাওয়ার গাড়ির চাহিদা আর নেই। অথচ ফালাকাটায় গাড়ি চালানো অনেকের জীবিকা।

বাম জমানাতেই ফালাকাটায় শক্তি বাড়িয়েছিল তৃণমূল। যে কারণে ২০১১ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটেছিল। সেই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে ২০১৬ সালেও। তবে ২০১৯-এ পরপর দু'বারের বিধায়ক অনিল অধিকারীর মৃত্যুতে নেতৃত্বের যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তৃণমূল। ফলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আসন হাতছাড়া হয় শাসকদলের।

তবে বিজেপি জিতলেও ব্যবধান ছিল মাত্র চার হাজার ভোট। তার ওপর বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মনকে নিয়ে বেশ অসন্তোষ রয়েছে। কারণ, গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি তিনি। যদিও বিজেপির যুক্তি, 'দলদাস' প্রশাসন বিধায়ককে কাজ করতে দেয়নি। পদ্মের নীচু মহলে কান পাতলে অবশ্য শোনা যায় যে, এবার জিততে হলে নতুন মুখ প্রয়োজন।

২০২২ সালে নবগঠিত ফালাকাটা পুরসভার নির্বাচনে ১৮-০ ফলে জয়ী হয় তৃণমূল। তাতে অবশ্য বলা যায় না যে, পাল্লা তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে আছে। ২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হওয়ার পর ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি এখনও পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ আছে। জটেশ্বরে আলাদা ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা ফালাকাটা শহরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কিছুই হয়নি।

২০২১-এর পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় এবারও প্রার্থীপদের দৌড়ে আছেন। গত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফল ভালো হওয়ায় ফালাকাটা পুনর্দখলে মরিয়া তৃণমূল। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবার দুই ফুলই।

ধসে মৃত ৩ বাঙালি শ্রমিক

জঙ্গিপুর, ১৮ জানুয়ারি : রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। কাজের টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে হল ৩ বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে। মৃতদের নাম ওবাইদুর রহমান (২৫), হাবিল শেখ (৩৯) এবং নাজিবুল হক (৩৩)। এঁদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়। জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে খাদানে শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা। দুর্ঘটনার সময় খাদান সংলগ্ন এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে কাজ চলছিল। তার ফলে ধস নামে। তাতেই চাপা পড়েন ওই তিন তরুণ।

এদিকে রবিবার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে তাঁদের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোয়। মৃতের পরিবারের তরফে দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্ত শেষে দেহ বেঙ্গালুরু হয়ে আকাশপথে কলকাতা বিমানবন্দরে আনা হবে। সোমবার দেহ এসে পৌঁছোবে মুর্শিদাবাদে।

দুর্ঘটনার পরে পুলিশের সহযোগিতায় আর্থমুভার এনে মাটি খুঁড়ে ওই তিন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা অসহায় শ্রমিক পরিবারের পাশে থাকব। দেহ ফিরিয়ে এনে পরিবারের কাছে তুলে দেওয়া এবং পরবর্তীতে যেসব প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমরা সহযোগিতা করব।'

অ্যাম্বুল্যান্স বিভ্রাট

গাজোল, ১৮ জানুয়ারি : মালদা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে এক অন্তঃসত্ত্বা ও এক প্রসূতিকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স বিভ্রাটে অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতির সদ্যোজাত সন্তানের শারীরিক অবস্থা জটিল হতে থাকলেও রবিবার সকাল থেকে প্রায় দুপুর অবধি দেখা মেলেনি সরকার পোষিত ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সের।

অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতির দুই পরিবারই বারবার ওই অ্যাম্বুল্যান্সকে ফোন করলে বলা হয় ১৫ মিনিটের মধ্যে আসছে। কিন্তু সেই ১৫ মিনিট তিন ঘণ্টায় রূপান্তরিত হলেও দেখা মেলেনি সেই অ্যাম্বুল্যান্সের। অবশেষে সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতায় হাসপাতাল সুপার ডাঃ অঞ্জন রায়ের সঙ্গে দেখা করেন দুই পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি জানামাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করেন হাসপাতাল সুপার। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাসপাতালে হাজির হয় সেই অ্যাম্বুল্যান্স। বিকেলের দিকে দুজনকে নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে রওনা দেয় অ্যাম্বুল্যান্স। এই ঘটনার জেরে সরকার পোষিত ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রসূতির স্বামী বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সের অফিসে গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নেই। চরম ভোগান্তির পর সংবাদমাধ্যমের সহায়তায় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় অবশেষে মেডিকেলে নিয়ে যেতে পেরেছি।'

অগ্নিকাণ্ড

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : একটি বিমা সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিভিশনের কর্মী সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে আগুন লাগল রবিবার রাতে। বালুরঘাট শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান হলে ওই আগুন লাগে। তবে ঘটনায় কেউ আহত হননি। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্টসার্কিট থেকেই ওই আগুন লেগেছিল বলে অনুমান দমকলকর্তাদের।

হস্তক্ষেপ আইসিসির, মিটল ভিসা সমস্যা

দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হবে কি না, এখনও জানে না দুনিয়া। বিতর্ক থামা বা বরফ গলার আপাতত ইঙ্গিত নেই।

তার মাঝেই আজ কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের ভিসা সমস্যা মিটল বলে খবর। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, আমেরিকার আলি খান, নেদারল্যান্ডসের জুলফিকার সাকিব, ইংল্যান্ডের আদিল রশিদের মতো পাক বংশোদ্ভুতদের ভারত ভিসা দেবে না। আজ এমন জল্পনা শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে ভারত সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আর তারপরই বরফ গলেছে। কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলে যে সব পাকিস্তান বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার রয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যই ভারতীয় ভিসার ব্যবস্থা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই আজ এই ব্যাপারে জানিয়েছে, বিশ্বকাপের নানা দলে থাকা পাক বংশোদ্ভুতদের ভারতীয় ভিসা পেতে যেন সমস্যা না হয়, তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছে আইসিসি। আর সেই আলোচনার পরই সমস্যা মিটছে। জানা গিয়েছে, আদিল, রেহান, সাকিবদের মতো অনেকেই ইতিমধ্যেই ভারতের ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। বাকিরাও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারতের ভিসা পেয়ে যাবেন। ফলে টি২০ বিশ্বকাপের সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য ভারতে হাজির হতে সমস্যা হবে না পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের।

ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে সমস্যা রইল না আদিল রসিদ, আলি খানদের।

বিসিবির গ্রুপ বদলের প্রস্তাব মানতে নারাজ আইসিসি

পাকিস্তানের সাহায্যপ্রার্থী বাংলাদেশ

ঢাকা ও দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : আলোচনা হয়েছে। আর সেই আলোচনার টেবিলেই গতকাল বাংলাদেশের তরফে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ বদল থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র কাছে বাংলাদেশের এমন প্রস্তাবের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামার, সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র একটি সূত্রের খবর, বাংলাদেশের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত রাত পর্যন্ত হয়নি। জানা গিয়েছে, আইসিসি বাংলাদেশের গ্রুপ ও কেন্দ্র বদলের প্রস্তাবে সাড়া দিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। উপরি হিসেবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, আজ বাংলাদেশের তরফে বিশ্বকাপ সমস্যার সমাধানে সরাসরি পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বসায়। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের তরফে টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তানের কাছে কূটনৈতিক ও ক্রিকেটীয় সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপ বদল ও শ্রীলঙ্কায় খেলার প্রস্তাব মান্যতা না পেলে পাকিস্তানও যেন কুড়ির বিশ্বকাপে না খেলে, এমন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশের তরফে পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে খবর।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও সেদেশের সরকার বাংলাদেশের সাহায্যে কীভাবে লিটন দাসদের পাশে দাঁড়াবে, স্পষ্ট হয়নি রাত পর্যন্ত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জটিল পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে হলে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচির বদল করতে হবে। বাস্তবে কাজটা সহজ নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, মুস্তাফিজুর রহমানদের দেশের প্রস্তাব মানতে হলে নতুনভাবে গ্রুপ বিন্যাস করাও কার্যত অসম্ভব।

নিয়মিত জটিল ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠা পরিস্থিতির মধ্যে আইসিসি-র উপরও চাপ বাড়ছে। কারণ, বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব একটা দেরি নেই। তার মধ্যে একটি টেস্ট খেলিয়ে দেশ আচমকা প্রতিযোগিতায় খেলতে না এলে সমস্যা তৈরি হবে। শেষবেলার এই সমস্যার সামাল দেওয়ার কাজটা খুব একটা সহজ নাও হতে পারে আইসিসি-র জন্য। তাই জটিল পরিস্থিতিতে কীভাবে স্বাভাবিক করা যায়, কীভাবে টি২০ বিশ্বকাপের আয়োজন বাংলাদেশকে নিয়ে করা যায়—গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আইসিসি-ও। যদিও রাত পর্যন্ত সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। তার মাঝেই আজ পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। এখন দেখার, এই বিতর্কের শেষ কোথায়, কীভাবে হয়।

আজ কল্যাণীতে টিম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পাঁচ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। লিগ টেবিলের মগডালে রয়েছে বাংলা। ফলে নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাও রয়েছে ভালোরকম।

এমন সম্ভাবনা নিয়ে সোমবার সকালে কলকাতা থেকে কল্যাণী রওনা হচ্ছে বাংলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে সরাসরি জিততে পারলে রনজি ট্রফির নকআউট পর্বে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বাংলার। সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফির ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে দল। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'রনজির পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে যাই হয়ে থাকুক না কেন, লাল বলের রনজিতে ভালো করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

শেষপর্যন্ত টিম বাংলা রনজিতে সফল হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের জন্য ভালো খবর হল, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামতে পারবে বাংলা। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদের রনজির আসরে চলতি মরশুমে প্রথমবার একসঙ্গে পাওয়া যাবে। অধিনায়ক অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ওপেনিং জুটিও ফিরতে চলেছে। সবমিলিয়ে সার্ভিসেস ম্যাচে নকআউট নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে টিম বাংলার সামনে।

হার ভারতের

ইস্তানবুল, ১৮ জানুয়ারি : তুরস্ক সফরের প্রথম প্রীতি ম্যাচে হার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। ইউক্রেনের ক্লাব এফসি মেটালিস্ট ১৯২৫ খারকিভের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত ক্রিসপিন ছেত্রীর ভারত।

রবিবারের ম্যাচে প্রথমার্ধে ভারতের গোলরক্ষক পানথোই চানু একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রাখেন। ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় এফসি মেটালিস্ট। এরপর সংযুক্তি সময়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে ইউক্রেনের ক্লাবটি। এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তুরস্ক সফরে গিয়েছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল।

গভর্ন্যান্সে পরিবর্তন আনছে ফেডারেশন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ভেটো নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। যা স্বস্তি দিতে পারে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলিকে।

২২ সদস্যের আইএসএল গভর্নিং কাউন্সিলে ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধি থাকলেও কোনও কিছু পাশ করাতে ফেডারেশনের অন্তত দুই সদস্যের সায় থাকা জরুরি বলে জানানো হয়। যা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দেয় সব ক্লাব। শনিবার সেই চিঠির উত্তরে এআইএফএফ বিষয়টি পরিষ্কার করে। তারা জানায়, এই ভেটোর সঙ্গে কমার্সিয়াল পার্টনারের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে গভর্ন্যান্সে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে ক্লাবগুলির কাছে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েই চিন্তিত ছিল ক্লাব জোট। এই বিষয়ে তাদের অন্ধকারে রেখে বা নিজেদের ভেটো প্রয়োগ করে যাতে পছন্দের কাউকে না নিতে পারে, এছাড়াও অপারেশনাল দিকও থাকছে ক্লাবগুলির হাতেই। এআইএফএফ শুধুমাত্র রেগুলেটরি রাখতে চলছে নিজেদের কাছে। অর্থাৎ মাঠ পরিদর্শন, রেফারি, খেলা সংক্রান্ত আইন বা নিয়মকানুনই থাকবে ফেডারেশনের হাতে। যা শনিবারই চিঠি দিয়ে তারা ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে। নতুন গভর্ন্যান্স তৈরি করে মঙ্গলবারই পাঠানো হবে। এর ফলে ক্লাব আয়োজনের দায়িত্বের পাশাপাশি অপারেশনাল কাজ, যা এতদিন এফএসডিএল করত, তাও করতে হবে ক্লাবগুলিকে নিজেদেরই।

এদিকে, সূচি তৈরি করতে প্রায় জেরবার অবস্থা এআইএফএফের। প্রায় কোনও ক্লাবেরই মাঠ তৈরি নেই। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রথম ১০ দিন ব্ল্যাক আউট ডে বলে জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের ম্যাচ বাইরে খেলতে দিতে হবে। ঘরের মাঠে নয়। কলকাতার দুটো মাঠ এবং কল্যাণীতে খেলা হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাড়তি খরচের জন্য মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সব ম্যাচ বাইরে খেলতে চায়। এক কর্তা বললেন, 'আমাদের যদি বাকেট চেয়ার ছাড়া খেলতে দেয় তাহলে নৈহাটি কি কল্যাণী স্টেডিয়ামে খেলতে পারি। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এত ভাড়া করে রেখেছে যে খরচ আমাদের নাগালের বাইরে।' ইস্টার কাশীর অবস্থাও প্রায় একই। তবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন তৈরি হয়ে যাবে এর মধ্যেই। মুম্বই, গোয়া, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মাঠও খেলা হওয়ার জায়গায় আছে। এফসি গোয়া শেষপর্যন্ত ফতোরদা থেকেই খেলবে। সুখবর হল, আগামী সপ্তাহ থেকে হয়তো প্রস্তুতির জন্য মাঠে নেমে পড়তে চলেছে সব ক্লাব।

মেনে নিচ্ছে আইএসএল ক্লাবগুলির দাবি

ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয়ের বাংলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয় সেনের বাংলা ফুটবল দল। বিলম্বিত বিমান। রবিবার দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটের বিমান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা হয় ৩টে ২০-তে। বিকেল সাড়ে চারটেয় অসমের ডিব্রুগড় পৌঁছোয় বাংলা। তার আগে আরও একদফায় বেশ কয়েকজন ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে মিনিট পনেরোর দূরত্বে একটি হোটেলে বাংলা দলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় খুশি ফুটবলাররা। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে স্থানীয় একটি মাঠে অনুশীলন করবে বাংলা ফুটবল দল। মঙ্গলবার থেকে অবশ্য সন্তোষ ট্রফি আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়া মাঠেই প্রস্তুতি সারতে হবে বাংলাকে।

অনূর্ধ্ব-১৪ লিগ ডার্বিতে ১৪ গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে ১৪ গোল ইস্টবেঙ্গলের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১৪-০ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদের খুদেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ১১ গোল করে ইস্টবেঙ্গল। বাকি তিন গোল বিরতির পর। ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে হ্যাটট্রিক করেছে প্রিয়াংশু নস্কর ও বয়চা সিং। দুটি করে গোল সংস্কার সুব্বা, হিদাম সিংয়ের। বাকি চারটি গোল ওয়ালিদ হোসেন, সুদীপ্ত মান্ডি, আইতারাজ সুব্বা ও মামেন ওয়াংখেইরাকপামের করা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতে স্ট্রেট সেটে জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

সহজ জয় দিয়ে শুরু আলকারাজ, সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্সিয়া।

প্রথম রাউন্ডে আলকারাজ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়াল্টনকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-২), ৬-২ ফলে হারান তিনি। জয়ের পর স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'একটা দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল। অ্যাডাম ওয়াল্টন বেশ কিছু ভালো শট নিয়েছে। আমাকেও সেই অনুযায়ী খেলতে হয়েছে।'

কেরিয়ারে ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জিতেছেন আলকারাজ। কেবল অধরা থেকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের গন্ডী টপকাতে ব্যর্থ স্প্যানিশ তারকা। এবার অবশ্য অধরা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিতে কেরিয়ার স্ল্যাম পূর্ণ করাই পাখির চোখ আলকারাজের। পুরুষদের সিঙ্গলসের অপর ম্যাচে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ কানাডার গ্যাব্রিয়েল ডিয়ালোকে হারিয়েছেন ৬-৭ (১-৭), ৬-১, ৬-৪, ৬-২ ফলে। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে জেরেভ বলেন, ' গ্যাব্রিয়েল দুর্দান্ত খেলোয়াড়। ওর বয়স কম এবং প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করেছেন মহিলাদের শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। প্রথম রাউন্ডে তিনি ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে খেলতে আসা ফ্রান্সের তিয়ানসোয়া রাকাটোমাঙ্গাকে ৬-৪ ,৬-১ ফলে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথমদিনে মূল আকর্ষণ মার্কিন তারকা ভেনাস উইলিয়ামসের প্রত্যাবর্তন। ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে খেলতে নেমেছিলেন ৪৫ বছর বয়সি এই টেনিস তারকা। অবশ্য প্রত্যাবর্তনটা সুখের হয়নি ভেনাসের। প্রথম রাউন্ডে তিনি সার্বিয়ান তারকা ওলগা দানিলোভিচের কাছে ৬-৭(৫-৭), ৬-৩, ৬-৪ ফলে পরাজিত হন। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভেনাস। কিন্তু পরের দুইটি সেটে সেই ছন্দ বজায় রাখতে ব্যর্থ মার্কিন তারকা।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম দিনেই অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারনে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক বল গার্ল। সেই সময় একতারিনা আলেকজান্দ্রোভাদ্রোভা ও জেইনেপ সোমনেজের ম্যাচ চলছিল। দ্বিতীয় সেটের খেলা বল গার্লটি অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে সোমনেজ বল গার্লটিকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যান। আলেকজান্দ্রোভা বল গার্লের উদ্দেশ্যে বরফ নিয়ে দৌড়ে যান। এই কারনে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। ম্যাচে অবশ্য সোমনেজ ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪ ফলে জয়লাভ করেন।

প্রবল গরমে অসুস্থ বল গার্ল

অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া বল গার্লকে সাহায্য করছেন জেইনেপ সোমনেজ।

ড্র আর্সেনালের, হতাশ আর্তেতা

নটিংহ্যাম, ১৮ জানুয়ারি : নিষ্প্রাণ ম্যাচ। নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল আর্সেনাল। মধ্যগগনে প্রিমিয়ার লিগ। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে বাকি দলগুলির থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আর্সেনাল। এমন সময় পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। আচমকাই যেন মাঝ-মরশুমে ছন্দ হারানোর আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছে মিকেল আর্তেতার দলের সাজঘরে।

ম্যাচে সিংহভাগ সময় বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও ফরেস্টের দৃঢ় রক্ষণ ও ফরোয়ার্ডদের একের পর এক সুযোগ নষ্টে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল আর্সেনালকে। ম্যাচের পর হতাশা গোপন রাখেননি আর্সেনাল কোচ। আর্তেতা বলেছেন, 'সুযোগ তৈরি করেছি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই ছিল। তবে জিততে হলে গোল করতে হবে। যা আমরা পারিনি।' ম্যাচের শেষদিকে রেফারির একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ফরেস্ট ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগার ঘটনায় পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানায় আর্সেনাল। তবে রেফারি ও ভিএআর তা নাকচ করে দেয়। আর্তেতার দাবি, সিদ্ধান্ত আর্সেনালের পক্ষে যেতেই পারত। তিনি আরও বলেছেন, 'খেতাব জিততে হলে এই ধরনের ম্যাচে জয়ের পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে আটকে গেলেন ভিক্টর গোয়েকেরেসরা।

অন্যদিকে অ্যানফিল্ডে বার্নলের সঙ্গে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে ফ্লোরিয়ান রিৎজের করা গোলে এগিয়ে গেলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি তারা। এই নিয়ে এই মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে উন্নীত তিন দলকেই ঘরের মাঠে হারাতে ব্যর্থ লিভারপুল। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ শেষে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি অল রেড সমর্থকরা। এই নিয়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'সমর্থকদের এই প্রতিক্রিয়া হতাশার বহিঃপ্রকাশ। আমিও হতাশ।' দিনের অন্য ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ব্লুজ ব্রিগেডের হয়ে গোল দুটি করেন জোয়াও পেদ্রো ও কোল পামার।

অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ফিরলেন শ্রেয়াঙ্কা

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ওডিআই ও টি২০ ভারতীয় মহিলা দল ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৯ সালের পর প্রথমবার টি২০ দলে ফিরেছেন ব্যাটার ভারতী ফুলমালি। এছাড়াও টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। ওডিআই দলে না থাকলেও টি২০ দলে রয়েছেন অরুন্ধতী রেড্ডি। এছাড়াও টি২০ দল থেকে বাদ পড়েছেন হার্লিন দেওল।

ওডিআই দলে প্রথমবারের জন্য ডাক পেয়েছেন উইকেটরক্ষক গুনালান কমলিনী ও স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা। এছাড়াও দলে রাখা হয়েছে কাশভি গৌতমকে। বিশ্বকাপ দলে ব্যাক আপ উইকেটরক্ষক হিসেবে খেলা উমা ছেত্রী ও স্পিনার রাধা যাদব দল থেকে বাদ পড়েছেন। ওডিআই ও টি২০ উভয় দলেই রয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে তিনটি ওডিআই ও তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবেন হরমনরা।

আগামী ৬ থেকে ৯ মার্চের মধ্যে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি হবে। বিসিসিআইয়ের পক্ষে জানানো হয়েছে, টেস্ট দল পরে ঘোষণা করা হবে।

টি২০ দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, ভারতী ফুলমালি ও শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।

ওডিআই দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, হার্লিন দেওল ও কাশভি গৌতম।

'অপমানিত' বাবর, স্মিথ বললেন গুজব

বিগ ব্যাশে সিঙ্গলসের ডাক ফেরানো

সিডনি, ১৮ জানুয়ারি : বিগ ব্যাশ লিগে প্রতি ইনিংসের ১১ ও ১২ নম্বর ওভার হয়ে থাকে পাওয়ার সার্জ। এই সময়টা ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে দুজনের বেশি ফিল্ডার রাখা যায় না। শুক্রবার সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে সিডনি সিক্সার্সের বাবর আজম একাদশ ওভারে টানা তিনটি ডট বল খেলেন। এরপর চতুর্থ বলে সহজ সিঙ্গলস নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা খারিজ করে দেন নন স্ট্রাইকারে দাঁড়ানো স্টিভেন স্মিথ। আর পরের ওভারেই স্মিথ চার ছক্কা সহ ৩২ রান তোলেন। যা সিক্সার্সের জয়ের রাস্তা গড়ে দিলেও খুশি হননি বাবর। ত্রয়োদশ ওভারে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক আউট হয়ে ফেরার সময় হতাশায় ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাত করেন। ড্রেসিংরুমে ফিরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন বাবর। সতীর্থদের কাছে স্মিথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, স্মিথ অপমান করেছেন। সতীর্থরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও বাবর শোনেননি। সিক্সার্সের কোচ গ্রেগ শিপার্ডও বাবরের সঙ্গে কথা বললেও তিনি শান্ত হননি। খেলা শেষে দুই দলের ক্রিকেটারদের সৌজন্যমূলক করমর্দনের সময়ও বাবরকে সেখানে দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, তিনি দলের জয়ের উৎসবেও অংশ নেননি। সাজঘরেই বসে থাকেন পাকিস্তানের ব্যাটার।

ম্যাচের মাঝে বাবর আজমের সঙ্গে আলোচনায় স্টিভেন স্মিথ।

ম্যাচের পরই সেদিন স্মিথকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, কেন তিনি সহজ সিঙ্গলস প্রত্যাখ্যান করেন? উত্তরে অজি ব্যাটারের মন্তব্য ছিল, 'ওভারের পর কথা হয়েছিল বাবরের সঙ্গে। কোচ-অধিনায়ক আমাদের জয়ের জন্য ঝাঁপাতে বলেছিলেন। একটা ওভার খেলতে চেয়েছিলাম। মাঠের যেদিকে ছোট, সেইদিকে শট খেলে রান তোলার পরিকল্পনা ছিল। ওই ওভারে ৩০ রানের মতো তোলার ভাবনা ছিল আমার। শেষপর্যন্ত মনে হয় ৩২ রান পেয়েছি।' স্মিথ আরও বলেছিলেন, 'আগের ওভারে খুচরো রান না নেওয়ায় বাবর মনে হয় খুশি হয়নি। যদিও আমি সঠিক জানি না।'

শুক্রবার আউট হয়ে ফেরার পর ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাট করেন বাবার আজম।

সেদিন সিক্সার্সের ফিল্ডিংয়ের সময়ও ডেভিড ওয়ার্নারের স্ট্রেট ডাইভ বাউন্ডারিতে যাওয়া রুখতে ব্যর্থ হন বাবর। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন স্মিথ। পরে বাবরকে সরিয়ে স্মিথ সেই জায়গায় ফিল্ডিং করে বাউন্ডারি আটকান। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বাবরের ফিল্ডিং নিয়ে স্মিথকে তখন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

রবিবার ব্রিসবেন হিটের বিরুদ্ধে সিক্সার্সের ম্যাচের আগে স্মিথের কাছে ধারাভাষ্যকার ইশা গুহ জানতে চান, বাবরের সঙ্গে তাঁর সমস্যা মিটেছে কি না? স্মিথ বলেছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। একটু আগেই তো আমরা গল্প করছিলাম। আগের দিন বাবরও খুব ভালো ব্যাট করছিল। আমাদের জুটি ভালো হয়েছিল। আমরা সেই সময় গলফ নিয়ে কথা বলছিলাম।'

বিরাট ম্যাজিকের পরও সিরিজ কিউয়িদের

হর্ষিত রানাদের হতাশায় ডুবিয়ে ফের শতরান করলেন ড্যারিল মিচেল।

নিউজিল্যান্ড-৩৩৭/৮ ভারত-২৯৬
(৪১ রানে জয়ী নিউজিল্যান্ড)

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : জ্যাক ফলকেসের শর্ট বলটা মিড অনের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড় শুরু করলেন। দৌড়টা শেষ হতেই ব্যাটটা তুলে ধরলেন। পূর্ণ করলেন একদিনের কেরিয়ারের ৫৪ নম্বর শতরান।

আর তারপরই 'গম্ভীর' মুখে নতুনভাবে স্টান্স নিলেন। যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল আগামীর শপথ। দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা। আরও রানের সংকল্প।

তিনি কিং। তিনি ক্রিকেট ঈশ্বর। তিনি মসিহা। তিনি বিরাট কোহলি (১০৮ বলে ১২৪)। টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন অনেক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে। শিবরাত্রির সলতের মতো এখন আঁকড়ে ধরেছেন একদিনের ক্রিকেটকে। বিরাট নিয়মিতভাবে তাঁর সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করছেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচ গৌতম গম্ভীরকেও ভুল প্রমাণ করছেন। সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

ছবির যে এখনও অনেক বাকি, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে সংশয় নেই। পরিস্থিতি যত কঠিন হয়েছে, যতই কিং কোহলি সমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, ততই তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এমন একটা উচ্চতা, যেখানে মানুষ পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিরাট যে সেখানে পৌঁছে বসে রয়েছেন তাঁর সিংহাসনে। সেই সিংহাসন, যা ধরে টানাটানি শুরু করেছিলেন কোচ গম্ভীর।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। ক্রিকেট নামক মহান অনিশ্চয়তার খেলায় এমন আপ্তবাক্য বড্ড বেমানান। কখন কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়, কেই বা তার আগাম পূর্বাভাস করতে পারে। টসে জিতে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বসিয়ে অর্শদীপ সিংকে খেলানোর সঠিক সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন শুভমান। আর শুরুতেই কিউয়িদের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও হেনরি নিকোলসকে ফিরিয়ে দিয়ে দারুণ শুরু করেছিলেন অর্শদীপ-হর্ষিত। কিন্তু তারপরও খেলার রং বদলে দিয়েছিলেন ড্যারিল মিচেল (১৩৭) ও গ্লেন ফিলিপস (১০৬)।

তাঁদের জোড়া শতরানের নজির ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। মিচেল-ফিলিপসের ২১৯ রানের পার্টনারশিপের সুবাদে নিউজিল্যান্ডের স্কোর পৌঁছে গিয়েছিল ৩৩৭/৮-এর বড় স্কোরে। সেই সময় চড়াই ছিলেন নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। চাপ কাটিয়ে মায়াবী শতরান করে দলের বিপত্তারিণী হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ বিরাট। তিনি ফিরতেই ম্যাচ ও সিরিজ নিউজিল্যান্ডের। ২৯৬ রানে শেষ ভারতের ইনিংস। ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর প্রথমবার একদিনের সিরিজের দখলও নিয়ে নিল কিউইরা।

মিচেল-ফিলিপসের শতরানের পরে তাঁদের ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য কিং কোহলির বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রথমে নীতীশকুমার রেড্ডি (৫৩) ও পরে হর্ষিত রানা (৫২)। দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। নীতীশ-হর্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হল, তাঁরা দুজনই কোচ গম্ভীরের মানসপুত্র। আশীর্বাদধন্য। কেন, কোন যুক্তিতে তাঁরা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে নিয়মিত, তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। দিন কয়েক আগে হর্ষিত তাঁর ব্যাটিং স্কিলের ঝলক দেখিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এমন মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট মঞ্চে ব্যাটার হর্ষিতের ব্যাটে এমন আগ্রাসন দেখবে দুনিয়া, ভাবা যায়নি। বিরাট-নীতীশের ৮৮ রানের যুগলবন্দি ও কোহলি-হর্ষিতের ৯৯ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার মূল ইউএসপি। আর সেটা হল এমন একটা দিনে, যেদিন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১১) রান পাননি। অধিনায়ক শুভমানও (২৩) ব্যাট হাতে ব্যর্থ। রান পাননি লোকেশ রাহুলও (১), শ্রেয়স আইয়ারও (৩)। তারপরও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি।

কিন্তু বিরাট অসম্ভবকে সম্ভব করার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সতীর্থদের ব্যর্থতা। নিজেকে তৈরি করছিলেন। চেষ্টাও করলেন। ম্যাচ শেষে ঘামে সিক্ত বিরাটের মুখটা বড্ড প্রতীকী। মায়ায় ভরা। অতৃপ্তির গ্লানিতে ভর্তি। সঙ্গে দুই চোখে অপার বিস্ময়ও। যেন শরীরীভাষার মাধ্যমে বিরাট বোঝাতে চাইছিলেন, শতরান করলাম, তারপরও দলকে জেতাতে পারলাম না। বাকি ব্যাটাররা যদি আর একটু সক্রিয় হতেন।

বিরাট আক্ষেপটা শুধু কোহলির একার নয়, আসমুদ্রহিমাচলেরও। কারণ, কোচ গম্ভীরের জমানায় যেভাবে ঘরের মাঠে পরপর সিরিজ হারছে টিম ইন্ডিয়া, সেটা কোনও ভালো দলের জন্যই সঠিক বিজ্ঞাপন নয়। এবার না কোচ গম্ভীরের চেয়ার ধরে পাকাপাকিভাবে টানাটানি শুরু হয়।

১০৮ বলে ১২৪। ওডিআইয়ে ৫৪ নম্বর শতরান করেও ভারতের সিরিজ হার আটকাতে পারলেন না বিরাট কোহলি। ইন্দোরে রবিবার।

শতরানের পর গ্লেন ফিলিপস।

রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

মাঝপথেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পেনাল্টি বিতর্কে ভিন্ন মেরুতে রেফারি ও লাইন্সম্যান। অসন্তোষে বেঙ্গল সুপার লিগে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি।

রবিবার ক্যানিং স্টেডিয়ামে বিএসএলের ম্যাচে মুখোমুখি হয় সুন্দরবন ও উত্তর চব্বিশ পরগনা এফসি। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৫৮ মিনিটে এক গোলে এগিয়ে যায় নর্থ ২৪ পরগনা। এর কিছুক্ষণ পরই বিতর্কের সূত্রপাত।

সুন্দরবন বেঙ্গল অটোর পক্ষে একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন সহকারী-রেফারি। তার প্রতিবাদ জানান উত্তর চব্বিশ পরগনার ফুটবলাররা। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদল করেন রেফারি। বাতিল হয় পেনাল্টি। অথচ লাইন্সম্যান তখনও সিদ্ধান্তে অনড়। যে কারণে সহকারী রেফারির সঙ্গে কথা বলছিলেন সুন্দরবনের ফুটবলাররা। তারইমধ্যে খেলা শুরু করে দেন রেফারি। সেই সুযোগে প্রতিআক্রমণ থেকে আরও একটি গোল তুলে নেয় উত্তর চব্বিশ পরগনার দলটি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দল তুলে নেন সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেন।

> আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একেরপর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।
> -মেহতাব হোসেন *সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কোচ*

পরে যোগাযোগ করা হলে মেহতাব বলেন, 'আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একেরপর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।' তিনি জানালেন, দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্টের। তারা এই সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, এই ঘটনার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ম্যাচ খেলবে না তারা।

আইএফএর নিয়ম অনুযায়ী এই ম্যাচের পয়েন্ট সহ অতিরিক্ত পয়েন্ট কাটা যাওয়ার কথা সুন্দরবন অটো বেঙ্গলের। এবার আয়োজকদের তরফে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেটাই দেখার।

ভলিবলে সেরা নাট্য সংঘ

দেওয়ানহাট, ১৮ জানুয়ারি : জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের ৮ দলীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার নাট্য সংঘ। ফাইনালে তারা ২০-১৩, ১৮-২০,২০-১৯ সেটে শালডাঙ্গা সুপার সিক্সকে হারিয়েছে। নটার রবিজিৎ বর্মন ফাইনালের সেরা ও শালডাঙ্গার খুরশিদ আলম প্রতিযোগিতার সেরা হন। এদিন সকালে ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়ারদের ২ কিমি রোড রেসে প্রথম হয়েছেন শুভজিৎ সরকার। দ্বিতীয় ধনঞ্জয় বর্মন এবং তৃতীয় অমিত বর্মন। অন্যদিকে জুনিয়ারদের রোড রেসে প্রথম মিরাজ মণ্ডল। আলামিন হোসেন ও আকাশ সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

পতিরাম লাভার্সের ব্যাডমিন্টন শুরু

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : পতিরাম ব্যাডমিন্টন লাভার্সের আয়োজনে ১৬ দলীয় ডাবলস ব্যাডমিন্টন শুরু হল পতিরামে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা ছাড়াও বিহার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়ি থেকে খেলোয়াড়রা খেলতে এসেছেন। প্রথম খেলায় বালুরঘাটের রতন এবং পার্টনার ১৭-১৪, ১৫-৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন গাজোলের নিলয় ও পার্টনারকে।

শুভমান গিলদের ওডিআই সিরিজ হারের দিনই কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে রিঙ্কু সিং ও ঈশান কিষান। নাগপুরে রবিবার।

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে রবিবার হাজির ছিলেন প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া।

সম্প্রীতি দৌড়ে সেরা বিশ্বজিৎ-বাবলি

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : পতিরাম ঠেকের স্পন্দন কালচারাল অ্যাকাডেমির ছয় কিলোমিটার রোড রেস সম্প্রীতি দৌড়ে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছেন রায়গঞ্জের বিশ্বজিৎ মণ্ডল। মহিলাদের মধ্যে সেরা কালিয়াগঞ্জের বাবলি মাহাতো। সংস্থার সচিব তরুণ ঘোষ জানিয়েছেন, সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে আয়োজিত এই রোড রেসে প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী অংশ নেন। দৌড়ের উদ্বোধন করেন ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ।

ট্রফি নিয়ে স্পন্দন কালচারাল অ্যাকাডেমির ছয় কিলোমিটার রোড রেসে সফল খেলোয়াড়রা। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

খেতাব জিতল গাজোল ভেটেরান্স

গঙ্গারামপুর, ১৮ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাব অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মালদার গাজোল ভেটেরান্স ক্লাব। তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে আয়োজকদের। অনিলা নন্দী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা গাজোলের সঞ্জয় অধিকারী। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের শংকর সাহা। চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে ট্রফি সহ ১০ হাজার টাকা। এবং রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফি সহ ৭ হাজার টাকা।

শিরোপা লোকাল বয়েজের

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : বাউল শিবপুর আদিবাসী ইয়ুথ টাইগার ক্লাবের ৮ দলীয় নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল লোকাল বয়েজ দল। শিবপুর মাঠে আয়োজিত ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে খরপা দলকে। একমাত্র গোল করেন শিব মুর্মু।

প্রথম মনিত

দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ৬-১০ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছে মনিত বর্মন। একই বিভাগে নবম হয়েছে দিনহাটার সৌহার্দ্য বিশ্বাস। মেয়েদের ৬-১০ বছর বিভাগে মেঘলা রায় বর্মন চতুর্থ হয়েছে। এরা সকলেই দিনহাটা মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সভাপতি দিলীপকুমার দে জানিয়েছেন, মনিতরা ফিরে এলে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

বেলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্যারাটের বেল্ট পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা।

ক্যারাটের বেল্ট পরীক্ষা

গঙ্গারামপুর, ১৮ জানুয়ারি : রথু সেই সিনকাই শীত রিও ক্যারাটে ডু অ্যাকাডেমির বার্ষিক ক্যারাটে বেল্ট পরীক্ষা রবিবার অনুষ্ঠিত হল গঙ্গারামপুর শহরের কাদিহাটি বেলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। পরীক্ষায় মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট ১০০ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। প্রধান পরীক্ষক ছিলেন ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ উত্তর দিনাজপুরের সচিব শিহান শিবু কর্মকার। *ছবি : জয়ন্ত সরকার*

উত্তরের খেলা

সেরা রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব

ইটাহার, ১৮ জানুয়ারি : হাজি মেহতাব-জরিনা ট্রফি ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব। ইটাহারের সুবর্ণপুরে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে রায়গঞ্জ ৩-০ গোলে হারিয়েছে হিলি আদিবাসী ক্লাবকে। প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা মোজাম্মেল হক বলেছেন, 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলায় উৎসাহ দিতে আমরা গত ২২ বছর ধরে এই খেলার আয়োজন করছি।'

জয়ী গ্রিনভিউ, গঙ্গারামপুর কোচিং ক্যাম্প

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : সিএবি-র অনূর্ধ্ব ১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার গ্রিনভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ২ উইকেটে হারিয়েছে বিকাশ চৌধুরি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বিকাশ টসে হেরে ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৩ রান করে। সায়ন্তন দাসের অবদান ৫৮ রান। ম্যাচের সেরা ঋত সাহা ৬ রানে নেয় ২ উইকেট। ভালো বোলিং করে আবির রায়ও (২০/২)। জবাবে গ্রিনভিউ ২৯.১ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৪ রান তুলে নেয়। বিধান রায় ২৩ ও সায়ন রায় ২২ রান করে। সায়ন্তনের শিকার ১৬ রানে ৫ উইকেট।

বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৭ উইকেটে জিতেছে অরূপ রঞ্জন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে। অরূপ টসে জিতে ১৪ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। মাস্তিক দাস ১৮ রান করে। ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্রর শিকার ১১ রানে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে রাহেশ তনবিরও (১৩/৩)। জবাবে গঙ্গারামপুর ১২.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। অমৃত ১১ রানে অপরাজিত থাকে। আনন্দ রায় ২১ রানে ২ উইকেট নেয়।

ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্র (বাঁয়ে) ও ঋত সাহা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন বুড়িবর

কুমারগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : বুড়িবর ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ৮ দলীয় নকআউট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বুড়িবর দল। ফাইনালে তারা হারিয়েছে ভগবতীপুর দলকে।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুড়িবর দল। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

সেরা বিপুল-সৈকত

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : কবিতীর্থ অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের আন্তঃ জেলা ব্যাডমিন্টনে ছেলেদের ওপেন ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিপুল ও সৈকত। রানার্স অমিত ও সৌরভ। ভেটেরান্স বিভাগে সেরা তন্ময়-মৃন্ময়। রানার্স অপু-অসীম। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে ২০টি দল অংশ নেয়।

ব্যাডমিন্টনে ভেটেরান্স সফলরা (উপরে)। ওপেন বিভাগে ট্রফি হাতে খেলোয়াড়রা ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ট্রফি নিচ্ছেন ফুলবাড়ি হাইস্কুল একাদশের ফুটবলাররা। ছবি : মুরতুজ আলম

চ্যাম্পিয়ন ফুলবাড়ি একাদশ

সামসী, ১৮ জানুয়ারি : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া আদর্শ যুব কল্যাণ সমিতির মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ফুলবাড়ি হাইস্কুল একাদশ। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে হাতিমারি হাইস্কুল একাদশকে। চন্দ্রপাড়া মাঠে একমাত্র গোল করে লক্ষ্মী ওরাওঁ ম্যাচের সেরা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা বিলিয়াম ঈশ্বরারী -কে 21.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 3 4 E 94324 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা এক কোটি টাকা জেতার এত চমৎকার উপায় রেখেছেন। কয়েকটা দশ টাকা খরচ করেই এটি সম্ভব হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।